রোমিও
জুলিয়েট
রচনা
শেকসপীয়ার
অনুবাদ
উৎপল দত্ত

প্রকাশ : চৈত্র ১৩৭১

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা :
খালেদ চৌধুরী
অংকন শিল্পী :
প্রণবকুমার শূর

দাম : [illegible]

প্রকাশনা :
লিট্‌ল্ থিয়েটার গ্রুপ
কলিকাতা

একমাত্র পরিবেশক :
জাতীয় সাহিত্য পরিষদ
১৪, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট
কলিকাতা-৯

মুদ্রাকর :
অজিতকুমার সাউ
রূপলেখা প্রেস
৬০, পটুয়াটোলা লেন
কলিকাতা-৯

শেক্‌স্‌পিয়ার চতুর্থ শতবার্ষিকী উপলক্ষে
লিট্‌ল্‌ থিয়েটার গ্রুপ কর্তৃক
মিনার্ভা নাট্যশালায় অভিনীত (২৪শে এপ্রিল ১৯৬৪)

ঃঃ প্রথম রজনীর কুশীলবগণ ঃঃ

ক্যাপিউলেট্‌ পরিবার

লর্ড ক্যাপিউলেট্‌ — শান্তনু ঘোষ
লেডি ক্যাপিউলেট্‌ — নীলিমা দাস
জুলিয়েট — রীণা ঘোষ
ধাত্রী — শোভা সেন
টিবল্ট — অরুণ রায়
পিটার — সমর নাগ
স্যাম্পসন্‌ — অমি গুপ্ত
গ্রেগরী — বীরেশ্বর সরখেল

মণ্টেগু পরিবার

লর্ড মণ্টেগু — অমিয় বিশ্বাস
লেডি মণ্টেগু — জয়শ্রী কর
রোমিও — মলয় মুখোপাধ্যায়
বেনভোলিও — নবকুমার দাস
বাল্‌থাজার — প্রলয় বসু
এ্যাব্রাহাম — সুজিত গুপ্ত

ভ্যালেনটাইন্‌ পরিবার

ভেরোনা-অধিপতি — জিতেন ভট্টাচার্য
মারকুশিও — উৎপল দত্ত
প্যারিস — পলাশ দাস

ধর্মযাজক

সন্ন্যাসী লরেন্‌স্‌ — সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়
সন্ন্যাসী জন — ইন্দ্রজিৎ সেন

ওঝা

বীরেন মজুমদার

ও আরও অনেকে

পরিচালনা— উৎপল দত্ত
আলোক — তাপস সেন
দৃশ্যসজ্জা — নির্মল গুহরায়
সংগীত — চাইকভ্‌স্কি
মঞ্চ ব্যবস্থা— বীরেশ্বর সরখেল

ভূমিকা

বর্তমান অনুবাদটি সংক্ষিপ্ত, শুধুমাত্র অভিনয়ের জন্যে এ অনুবাদের আদর্শ হোলো শ্রদ্ধেয় শচীন সেনগুপ্ত মহাশয়ের "ম্যাকবেথ্" অনুবাদ।

অভিনয়-কালে মনে রাখতে হবে, অবিচ্ছিন্ন এবং দ্রুতগতিতে দৃশ্যান্তরে না যেতে পারলে নাট্যরস ব্যাহত হতে বাধ্য। লিট্‌ল্ থিয়েটার গ্রুপের প্রযোজনায় (মিনার্ভা থিয়েটার, ২৪শে এপ্রিল, ১৯৬৪) "কম্পোজিট" একটি বৃহৎ সেটে-এ অধিকাংশ বড় দৃশ্য ছাড়াও, পর্দার বাইরে একটি "এপ্রন" নির্মিত হয়েছিল, সন্ন্যাসী লরেন্স্-এর প্রকোষ্ঠের যাবতীয় দৃশ্য এবং ম্যানচুয়ার দৃশ্যটি এই এপ্রনের ওপর অভিনীত হয়। ফলে ঘটনাবহুল নাটকের গতি থাকে অক্ষুণ্ণ।

শেক্‌স্‌পিয়ার অভিনয়ে প্রধান অন্তরায় (আমাদের নাট্যসংস্থাগুলির সামনে) পোষাক-আদির ব্যয়বহুলতা এবং কতক পরিমাণে অজ্ঞতা। আসলে সামান্য পরিশ্রমেই সঠিক পোষাকের হদিশ পাওয়া সম্ভব ; আর ভেলভেট বা কিংখাপ জাতীয় কাপড় ব্যবহারের কোনো প্রয়োজনই নেই গ্রীষ্মপ্রধান দেশে। অভিনেতার স্বাচ্ছন্দ্যের জন্যেই হালকা কাপড় ব্যবহার করা দরকার ; অতএব ব্যয়বাহুল্যেরও তেমন প্রশ্ন ওঠে না।

তলোয়ার-খেলা এবং ক্যাপিউলেট-প্রাসাদের মুখোস-নাচ—এ দু'টি গভীর মনোযোগের সংগে প্রস্তুত করা প্রয়োজন।

এ নাটকের রচনাকাল ১৫৯৫-৯৬। মিয়ার্স ১৫৯৮ সালে এ নাটকের উল্লেখ করছেন। প্রথম কোয়ার্টো প্রকাশ হয় ১৫৯৭ সালে ; তাতে বলা হয়, এ নাটক লর্ড হান্‌স্‌ডন-এর অনুচরগণ কর্তৃক বহুবার সাধারণ রংগালয়ে অভিনীত হয়েছে। তবে এ কোয়ার্টোটি "খারাপ" ; মনে হয় রোমিও ও প্যারিস-এর ভূমিকায় অভিনয় করেছেন এমন দুই অভিনেতা স্মৃতি থেকে পুরো নাটকের পাণ্ডুলিপিটি লিখে গেছেন। হপে লিখিত "দা ব্যাড কোয়ার্টো অফ রোমিও এণ্ড জুলিয়েট" দ্রষ্টব্য।

১৫৯৯ সালে দ্বিতীয় কোয়ার্টো প্রকাশিত হয়। মনে হয় শেক্‌স্‌পিয়ার-এর স্বহস্তে লিখিত, কিন্তু বহুবিধ সংশোধনে ও পরিচালকের পরিবর্তনে ক্ষতবিক্ষত,

পাণ্ডুলিপি থেকে এ কোয়ার্টো গৃহীত হয়। ভুল আছে প্রচুর। একটি ভুলের জন্য আমরা কৃতজ্ঞ থাকতে পারি; চতুর্থ অংকের পঞ্চম দৃশ্যে "পিটার-এর প্রবেশ-এর" পরিবর্তে ছাপা হয়েছে "উইল কেম্প্-এর প্রবেশ"। উইল কেম্প্ সে যুগের শ্রেষ্ঠ কৌতুকাভিনেতা।

তৃতীয় কোয়ার্টো ছাপা হয় ১৬০৯ খৃষ্টাব্দে। চতুর্থ কোয়ার্টোতে তারিখ নেই। অবশ্যই প্রথম ফোলিও-তে "রোমিও-জুলিয়েট" স্থান পেয়েছে।

এ নাটকের অভিনয়ের ইতিহাস অভিনব। শেক্স্পিয়ার-এর থিয়েটারের পর, ১৬৬২ সালে ডাভেনাণ্ট (Davenant)-এ নাটককে পুনরুজ্জীবিত করেন, এবং এই অভিনয়ে বিখ্যাত অভিনেতা বেটারটন মারকুশিও-র ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। ১৬৭০ খৃষ্টাব্দে জেমস্ হাওয়ার্ড শেক্স্পিয়ারকে "সংশোধন" করে মিলনাত্মক এক রোমিও-জুলিয়েট প্রকাশ করেন, এবং এটিই ঘন ঘন অভিনয় হতে থাকে। ১৬৭৮ সালে বিখ্যাত নাট্যকার অটওয়ে-ও এইরকম এক "মার্জিত" সংস্করণ বার করেন; সত্তর বছর ধরে এই ভাষ্যটি বৃটিশ মঞ্চকে অধিকার করে রাখে। ১৭৪৪ সালে সিবার (Cibber) ও ১৭৪৮ সালে গ্যারিক পুনঃ পুনঃ শেক্স্পিয়ার-এর মূল নাটককে বিকৃত করতে থাকেন। ১৭৫০ সালে লণ্ডনে দুই মহা শক্তিশালী প্রযোজক একই সংগে "রোমিও-জুলিয়েট" মঞ্চস্থ ক'রে সংগ্রামে নামেন; ড্রুরি (Drury) লেন-এ গ্যারিক ও কভেণ্ট গার্ডেন-এ সিবার। এই সংগ্রাম "রোমিও-জুলিয়েট যুদ্ধ" নামে খ্যাত।

১৮৪৫ সালে আমেরিকার শার্লট কাশম্যান শেক্স্পিয়ার-এর মূল নাটকের পুনঃপ্রবর্তন করেন; ১৮৪৭ সালে ইংলণ্ডে ফেল্প্স্।
আধুনিক কালে ১৯৬০ সালে ওল্ড ভিক্-এ ফ্রাংকো সেফিরেলির প্রযোজনা রীতিমত চমকপ্রদ।

"রোমিও-জুলিয়েট"-কে ঘিরে সারা বিশ্বে রচিত হয়েছে অসংখ্য কবিতা, গান, অপেরা, ব্যালে, সংগীত। চাইকভ্স্কির ওভার্চারটি এবং প্রোকোফিয়েফ-এর ব্যালে তো জগদ্বিখ্যাত। যতদিন মানুষ ভালবাসবে ততদিন রোমিও-জুলিয়েটের মৃত্যু নেই, বলেছিলেন শিলার। বাংলার বিপ্লবীচেতনার আদি পুরুষ হেনরি লুই ডিভিয়ান ডিরোজিও ১৮২৭ সালে একটি সনেটে ("রোমিও এণ্ড জুলিয়েট" নামে) অতি সংক্ষেপে এ নাটকের মূল কথাটা ধরে দিয়েছেন; সনেটটি সম্পূর্ণ উদ্ধৃত করা গেল :

I thought upon their fate, and wept ; and then

'Came to my mind the silent hour of night,
The hour which lovers love, and long for, when
Their young impassioned souls feel that delight
Which love's first dream bestows ; –how Juliet's ear
Drank every soft word of her Cavalier !
And how, when his departing hour drew nigh,
She fondly called him back to her ! Oh, why
Did she then call him back ? It is the same
With all whom love may dwell with , but the flame
Within *their* breasts was a consuming fire ;
,Twas passion's essence ; it was something higher
Than aught that life presents ; it was above
All that we see—'twas all we dream of love."

মানুষের মনে প্রেমের যে স্বপ্ন, তার মূর্ত রূপ রোমিও আর জুলিয়েট। মানুষ চায় ঐভাবেই ভালবাসতে, পারে না অনেক সময়েই।

শেক্‌স্‌পিয়ার-এর প্রায় সব নাটকেই চরিত্র-বিশ্লেষণের পটভূমিকা হিসাবে সদা উপস্থিত থাকে সমাজের চেহারাটা। একে বাদ দিলে চরিত্রগুলো দুর্বোধ্য হয়ে পড়ে। ডেনমার্ক যে কারাগারে পরিণত হয়েছে, ডেনমার্ক রাষ্ট্রের কোথায় যে পচন ধরেছে, তা ভুলে গেলে হ্যামলেট-এর যন্ত্রণার সম্যক উপলব্ধি অসম্ভব। টিমন (Timon) এথেন্‌স্‌ ছেড়ে যাচ্ছেন কেন সেটা ঠাহর ক'রে না দেখলে তাঁকে এক উন্মাদ ভাবা অসম্ভব নয়। কিং লিয়ার আর গ্লষ্টার যে থেকে থেকে পুরাতন সম্পর্কগুলি ধ্বসে যাওয়ার কথা বলছেন, নূতন এক বিচিত্র সর্বগ্রাসী লোভ-এর অভ্যুত্থানের কথা বলছেন সে কি শুধু কাব্য ? [এ প্রসংগে উৎসাহী ছাত্র মাত্রেই অধ্যাপক ড্যান্‌বি-র (Danby) "শেক্‌স্‌পিয়ার্স ডকট্রিন অফ নেচার" বইটি পড়ে দেখলে উপকৃত হবেন।] ইয়াগো যে শাদা-কালোর পার্থক্য সম্বন্ধে এত সচেতন এবং থলিতে টাকা ফেলার দর্শনে এমন বিশ্বাসী, সে কি আকস্মিক? এন্টনি-ক্লিওপেট্রার গভীর দায়িত্বহীন প্রেমলীলায় অক্টেভিয়াস কি রাজনৈতিক দায়িত্বের প্রতিনিধি নন ?

"রোমিও-জুলিয়েট"-এ সামাজিক পরিবেশ শুধু পটভূমিকা নয়, পুরো ট্র্যাজেডির নিয়ামক, নিয়ন্তা, কারণ। ফিউদাল পরিবারদ্বয়ের সুপরিচিত

হিংসা-দ্বেষের মাঝখানে একটি যুবক ও একটি যুবতী শাশ্বত মনুষ্যধর্ম পালন করতে গিয়েছিল। ওরা বুঝতে পারেনি হিংসায় উন্মত্ত সামন্ততান্ত্রিক জগতে সেটা বোকামি। মানুষকে ভালবাসতে গিয়ে যীশু ক্রুশবিদ্ধ হয়েছিলেন, আর এ তো সামান্য কিশোর-কিশোরী।

এ নাটকের একটি গুরুত্বপুর্ণ চরিত্র সন্ন্যাসী লরেন্স্। সে যুগে মানুষের সমাজচেতনা ও ধর্মচেতনা অংগাংগীভাবে জড়িত ছিল। তখনো যীশুর পেট্রিন সনদের জোরে গীর্জা খৃষ্টান মানুষমাত্রকেই সম্পূর্ণ অধিকার ক'রে রেখেছিল। পুরো সমাজ—কিভিতাস— ছিল ধর্মযাজকের হাতে সমর্পিত—কমিসা নোবিস। সেক্ষেত্রে শেক্স্পিয়ার-এর ধর্মীয় ধ্যানধারণা কি ছিল তা জানতে না পারলে তাঁর সমাজচেতনার পরিমাপ করাও অসম্ভব। সন্ন্যাসী লরেন্স্-এর মধ্যে আমরা এই গুরুত্বপুর্ণ তত্ত্বের সন্ধানে ব্যাপৃত হবো।

সমালোচকরা প্রায় সবাই একমত হয়েছেন যে ইংলণ্ডের ধর্মযাজকদের প্রতি শেক্স্পিয়ার অতি বিরূপ ছিলেন। উদাহরণ স্বরূপ দেখা যাচ্ছে ইংলণ্ডের ইতিহাস-ভিত্তিক নাটকে মূল সূত্র হিসেবে হলিন্স্হেড এবং হলকে অনুসরণ করেও প্রতি ক্ষেত্রে ধর্মযাজকদের ভূমিকা খর্ব ক'রে দেখাতে শেক্স্পিয়ার সচেষ্ট হয়েছেন। "দ্বিতীয় রিচার্ড" থেকে প্রধান চরিত্র টমাস এরাণ্ডেল, ক্যাণ্টারবেরির আর্চবিশপ, সরাসরি ছাঁটাই হয়েছেন। "পঞ্চম হেনরি"-তে ক্যাণ্টারবেরি ও ইলাই-কে হীনমনা ক'রে দেখানো হয়েছে। "চতুর্থ হেনরি"-তে ইয়র্ক-এর আর্চবিশপ স্ক্রুপ-কে অতি দাম্ভিক ও ঘৃণ্য করে উপস্থিত করা হয়েছে, যদিচ হলিন্স্হেড তাঁকে "শহীদ" বলছেন। "জন"-এ মিলান-এর আর্চবিশপ প্যাণ্ডাল্ফ্-কে অতি কুটিল এক ষড়যন্ত্রকারী হিসেবেচিত্রিত করা হয়েছে, যদিও হলিন্স্হেড তাঁকে "যীশুর বিশ্বস্ত ভৃত্য" বলে বর্ণনা করে গেছেন। "ষষ্ঠ হেনরি"-তে বোফর্ট "তৃতীয় রিচার্ডে" ক্যাণ্টারবেরি, "অষ্টম হেনরি"-তে উলসি ও ক্র্যানমার রাজতন্ত্রের অতি কুৎসিৎ মোসাহেব মাত্র। এ থেকে এলফ্রেড হার্ট (শেক্স্পিয়ার এণ্ড দা হমিলিজ"), রবার্ট ষ্টিভেনসন ("শেক্স্পিয়র্স রেলিজিয়স ফ্রন্টিয়ার্স") এবং ফ্রিপ ("শেক্স্পিয়ার, মান এণ্ড আর্টিষ্ট") এই সিদ্ধান্তে এসেছেন যে শেক্স্পিয়ার নাস্তিক ছিলেন।

আমাদের মতে এই সিদ্ধান্ত ভিত্তিহীন। এটা ঠিকই যে স্বদেশের কোটিপতি ধর্মযাজকদের যে অনাচার তিনি দেখেছিলেন তাতে উদীয়মান চার্চ অফ ইংল্যাণ্ডের ওপর ঘৃণা জন্মানোই স্বাভাবিক; হাজার রেফর্মেশনেও সেই

অনাচার স্তিমিত হবার ছিল না। হলিন্‌স্‌হেড-এর ক্রনিকল্‌-এও তো সাধারণ-ভাবে বৃটিশ পাদ্রীদের "চোর, বদমাইশ ও জুয়াড়ি" বলে বর্ণনা করা হয়েছে। কিন্তু বৃটিশ ধর্মযাজকদের পাশাপাশি আরেক সম্প্রদায়ের ধর্মযাজককে বারবার উপস্থিত করেছেন শেক্‌স্‌পিয়ার, এবং এই ইটালিয়ান ফ্রায়ারদের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রম দিবালোকের মতন স্পষ্ট।

এই মহান ধর্মযাজকদের প্রধান হলেন "মেজার ফর মেজার"-এর [যে নামটি পর্যন্ত বাইবেল থেকে নেয়া] নায়ক। যদিচ তিনি ডিউক ; তথাপি ফ্রায়ার-এর ছদ্মবেশে তিনি ন্যায়ের রাজ্য প্রতিষ্ঠায় আত্মনিয়োগ করলেন। রয় ব্যাটেনহাউস এই ছদ্মবেশী ফ্রায়ারকে যীশু বলছেন। উইলসন নাইট বলছেন "স্পষ্টতই উনি ঐশ্বরিক"। এলিজাবেথ পোপ [শেক্‌স্‌পিয়ার সার্ভে-II] তাঁকে বলছেন : "দৈবশক্তির আধার"। ডিউক স্বয়ং এক রাষ্ট্রযন্ত্রের দাস ; কিন্তু দরিদ্র ফ্রায়ার-এর পোষাকে তিনি মহান। এই প্রতীকবাদের পেছনে শেক্‌স্‌পিয়ার-এর ধর্মচেতনা কি স্পষ্ট নয় ?

তেমনি আর এক মহান ধর্মযাজক লরেন্‌স্‌। ইনি ফ্রানসিস্‌কান। ১২১০ খৃষ্টাব্দে পোপ তৃতীয় ইনোসেণ্ট-এর আজ্ঞায় সেণ্ট ফ্রান্‌সিস কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত এই সম্প্রদায় যীশুর পদাংক অনুসরণ ক'রে স্বেচ্ছায় কঠোর দারিদ্র্য বরণ করলেন ; বৈরাগ্য ও দরিদ্র মানুষের সেবা—এ দুটিই হয়ে উঠলো তাঁদের মূলমন্ত্র। যীশু বলেছিলেন—সম্পত্তি বিলিয়ে দাও, নইলে স্বর্গে আসতে পারবে না। তৎকালীন মহাধনী, সুদখোর মহাজন-সন্যাসীদের তীব্র ভাষায় ফ্রানসিস্‌কানরা আক্রমণ করতেন। বলতেন,—

"নন এনিম লোকা, সেদ ভিতা এত মোরেস সাংতুম ফাকিউন্ত সাকেরদোতেম"।

পদাধিকার নয়, জীবনপ্রণালী ও পবিত্র নীতিই ধর্মযাজক তৈরী করে। বহু নির্যাতন সহ্য করেও নগ্নপদ এই সন্নাসীরা মধ্যযুগের ইউরোপে যীশুর মূল বাণীকে জীবনে প্রয়োগ করার চেষ্টা করেছিলেন।

শেক্‌স্‌পিয়ার যে এই ধরণের এক পবিত্র দারিদ্র্যে বিশ্বাস করতেন, তার ভূরী ভূরী প্রমাণ দেখা যায়। আর্ডেন-এর বনে যে কষ্টকর অথচ মুক্ত জীবন বেলারিয়ুস-এর গুহায় যে কৃচ্ছসাধন, লিয়ার-এর যে সদলবলে এডগার-এর দরিদ্র কুটিরে আশ্রয় গ্রহণ, টিমন-এর যে প্রান্তরে আশ্রয় গ্রহণ, বহু চরিত্রের মুখে যে লোভের জগৎ ত্যাগ ক'রে দৈহিক ক্লেশ স্বীকার করে মনকে মুক্ত করার

আকাংখা—এতগুলি উদাহরণ আকস্মিক হতে পারে না। বরং এ ফ্রানসিস্‌কান ও জেমিনিকান বৈরাগ্যের তুল্য হওয়া মোটেই বিচিত্র নয়, যাঁদের মতে, উলমান-এর ভাষায়,—

"a demundanized fellowship of Christ was in no need of government, law and property" ["Principles of Government and Politics in the middle ages", London, 1961, p. 100]

সন্ন্যাসী লরেন্‌স্‌কে দেখার পর শেক্‌স্‌পিয়ারকে সোজা নাস্তিক বলার লোভ সম্বরণ না করে উপায় নেই। হার্ট ও ফ্রিপ এই চরিত্রটির সম্যক আলোচনা এড়িয়ে গেছেন। ষ্টিভেনসন অবশ্য লরেন্‌স্‌কেও শেক্‌স্‌পিয়ার-এর ধর্মবিদ্বেষের উদাহরণ বলে ঘোষণা করেছেন। কিন্তু তাঁর যুক্তি অসাড় বলেই মনে হচ্ছে।

ষ্টিভেনসন মূল কাহিনী—আর্থার ব্রুক-এর "ট্রাজিক্যাল হিষ্ট্রি অফ রোমিউস এণ্ড জুলিয়েট"—উত্থাপন ক'রে দেখাতে চেষ্টা করেছেন যে ব্রুক যেখানে লরেন্‌স্‌কে কতকগুলি মহৎ গুণে ভূষিত করেছিলেন, শেক্‌স্‌পিয়ার সেস্থলে লরেন্‌স্‌কে যথেষ্ট নীচ ক'রে দেখিয়েছেন। উদাহরণগুলি রীতিমত হাস্যকর: (১) ব্রুকের লরেনস্‌ বিশ্ববিদ্যালয়ের পণ্ডিত, ডক্টর অফ ডিভিনিটি—এ যদি গুণ হয় তবে আর কথাই চলে না!

(২) ব্রুকের লরেনস্‌ রোমিও-জুলিয়েটের বিবাহের বিরুদ্ধে ছিলেন—এটাই বা কোন গুণ? দুটি মানুষের পবিত্র প্রেম ও বিবাহ লরেন্‌স্‌-এর চোখে অতি সমর্থনযোগ্য হয়ে ওঠায় শেক্‌স্‌পিয়ার-এর লরেন্‌স্‌ আরো মহান হয়েছেন।

(৩) ব্রুকের লরেন্‌স্‌ বিবাহের ধর্মীয় দিক সম্বন্ধে এক বড় বক্তৃতা দিয়েছিলেন—আমাদের তো মনে হয় সে বক্তৃতা না দিয়ে শেক্‌স্‌পিয়ার-এর লরেন্‌স্‌ মানুষ সম্বন্ধে, মানবিক প্রেমের মহত্ত্ব সম্বন্ধে আরো বলিষ্ঠ মনোভাবের পরিচয় দিয়েছেন।

(৪) ব্রুকের লরেন্‌স্‌ বিষ বানাতে জানতেন না—বিষ বানানো বা ওষুধ বানানো [দুটি ওতপ্রোতভাবে জড়িত] ফ্রানসিসকান সন্ন্যাসীর পক্ষে অপরিহার্য ছিলো, কারণ তাঁরা দরিদ্র মানুষকে ঈশ্বরের দিকে আকৃষ্ট করার চেয়ে তার রোগের চিকিৎসাকেই ধর্ম বলে গ্রহণ করেছিলেন।

(৫) ব্রুকের লরেনস্‌ রোমিও-জুলিয়েটের বিবাহ দেয়ার জন্যে পরে গভীর অনুতাপ করেছিলেন—শেক্‌স্‌পিয়ার-এর লরেনস্‌ সেরকম কাপুরুষতা প্রকাশ

না ক'রে আমাদের মতে আরো বড় হয়ে উঠেছেন : সে বিবাহ এমন কিছু পাপ ছিল না যার জন্যে অনুতাপ করতে হবে। আত্মকলহে লিপ্ত রক্তাক্ত ভেরোনা শহরে ঐ বিবাহটিই তো একমাত্র সুন্দর জিনিস। তার জন্যে যদি অনুতাপ হয়, তবে বুঝতে হবে ব্রুক-এর লরেন্স্ ধর্মকে সুবিধাবাদেই পরিণত করতে প্রয়াসী। শেক্স্পিয়ারের লরেন্স্ ধর্মকে অত সস্তা মনে করেন না, অত সহজও নয়।

(৬) ষোলো বছরের কম বয়সে কারুর বিবাহ দেয়া আইনত অপরাধ; ব্রুকের জুলিয়েটের বয়স ছিল ষোলো, কিন্তু সে বয়সকে চোদ্দ ক'রে শেক্স্পিয়ার লরেন্স্কে অপরাধী করেছেন—এ বিষয়ে কি বলা যায়? সরকারী আইন মেনে চলতে হবে ধর্মযাজককে, তবেই তিনি ধার্মিক, এরকম নিরেট যুক্তি ডক্টর ষ্টিভেনসন-এর কাছে আমরা আশা করিনি। ইচ্ছে করে জুলিয়েটকে অপ্রাপ্তবয়স্কা করে শেক্স্পিয়ার জাগতিক আইনের অক্ষমতা, অসাড়তা ও অযৌক্তিকতা দেখিয়েছেন; তাঁর লরেন্স্ প্রেমকে, বিবাহকে স্বর্গীয়, সুন্দর মনে করেন, সরকারি আইনের অনেক উর্ধে মনে করেন। শেক্স্পিয়ার প্রকৃত ধার্মিক; তাঁর পাশে সরকারি আইনভক্ত ব্রুক, ষ্টিভেনসন সাহেবের সার্টিফিকেট সত্ত্বেও; নিতান্তই সুবিধাবাদী আপোষপন্থী।

(৭) ব্রুকের রোমিউস লরেন্স্-এর কাছে এমন ধর্মশিক্ষা পেয়েছিলেন যে মারা যাওয়ার সময়ে তিনি "প্রভু খ্রীষ্ট"-এর উদ্দেশ্যে বহু প্রার্থনা করেন, কিন্তু ষ্টিভেনসন-এর অভিযোগ, শেক্স্পিয়ার-এর রোমিও সে ধার ঘেঁষলেন না। কিন্তু প্রেমের যে জয়গান রোমিও করলেন মরার প্রাক্কালে, তার মধ্যে কি ষ্টিভেনসন প্রকৃত মৃত্যুঞ্জয়ী মানবধর্মের প্রকাশ দেখতে পেলেন না? আসলে ষ্টিভেনসনরা ধর্মের খোলসটা দেখতে চাইছেন; আচার, পুজো, উপচার—এ সবের অনুপস্থিতি লক্ষ্য করছেন। ফ্রানসিসকান ধর্মযাজকরা যে এসবকে সম্পূর্ণ নাকচ ক'রে মানুষকে ভালবাসতেন এটা ষ্টিভেনসন না জানলেও শেক্স্পিয়ার জানতেন।

(৮) সর্বশেষ যুক্তি বিস্ময়কর : শেক্স্পিয়ার-এর লরেন্স্ অবলীলাক্রমে জুলিয়েটকে উপদেশ দিলেন পিতামাতার কাছে মিথ্যা কইতে। এ কি পাপ!! সত্যিই প্রচলিত অর্থে এটা সন্ন্যাসীর অযোগ্য। কিন্তু এই প্রচলিত ধ্যানধারণাকে শেক্স্পিয়ার-এর ওপর আরোপ করা কি বুদ্ধিমানের কাজ? স্পষ্টতই বোঝা যাচ্ছে শেক্স্পিয়ার এ ধরণের মিথ্যাকে পাপ বলে মনে করতেন

না। ম্যালকম, রিচমণ্ড, হ্যামলেটকে দেখে বোঝা যায় [তরবারি হস্তে কর্ডেলিয়াকে দেখেও] অন্যায়ের বিরুদ্ধে নরহত্যাকেও তিনি সমর্থন করতেন। তাই গীর্জার নিয়মকানুনে শেক্‌স্‌পিয়ার-এর ধর্মচেতনাকে বাঁধতে যাওয়া মূঢ়তা। কিন্তু মিথ্যা কথা কওয়ার উপদেশ দিয়ে লরেন্‌স্‌ কি দর্শকের চোখে হেয় হন ? পিতৃব্যকে হত্যা ক'রে হ্যামলেট কি আমাদের ঘৃণ্য হন ? কক্ষনো না। ওঁরা দুজনেই হয়ে দাঁড়ান অন্যায়ের বিরুদ্ধে, অত্যাচারের বিরুদ্ধে যোদ্ধা।

এটা ঠিক যে গতানুগতিক খ্রীষ্টধর্মের ওপর শেক্‌স্‌পিয়ার-এর আস্থা ছিল না। এ-ও ঠিক দরিদ্র ধর্মযাজক সম্প্রদায়ের প্রতি তাঁর ছিল শ্রদ্ধা, অথচ ইংলণ্ডের ধনী অত্যাচারী ধর্মযাজকদের তিনি করতেন ঘৃণা। আবার ফ্রানসিসকান নিয়মাবলীতেও আটকা পড়তে পারেন না শেক্‌স্‌পিয়ার ; লরেন্‌স্‌-এর মধ্যেই সেগুলিকে অতিক্রম ক'রে চলে গেছেন তিনি।

শেক্‌স্‌পিয়ার-এর যীশু ছিলেন জেরুজালেম-এর মন্দিরের সোপানশ্রেণীতে চাবুক হাতে মহাজনদের ত্রাস সর্বত্যাগী যোদ্ধা যীশু, যিনি বলেছিলেন "আমি শান্তি বিলাইতে আসি নাই, আসিয়াছি তরবারি হস্তে"। নইলে কর্ডেলিয়াকে বোঝাই যাবে না কোনোদিন।

হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের অপূর্ব "রোমিও-জুলিয়েট" অনুবাদের প্রতি জানাই সশ্রদ্ধ নমস্কার। আমার অনুবাদ অপটু, দুর্বল। ত্রুটি মার্জনীয়।

উৎপল দত্ত।

সূচনা

সূত্রধার। মান সম্মানে সমান দুই ঘর ধনী ছিল
সুন্দরী ভেরোনা নগরীতে। এ নাটকের স্থান ভেরোনা।
বহু পুরাতন এই দুই পরিবারে
বিদ্বেষ আজ ফেটে পড়ে নূতন সংঘর্ষে,
ভ্রাতৃরক্তে আজ ভ্রাতৃহস্ত রঞ্জিত।
এই দুই কুলের কলুষিত গর্ভে জন্ম নেয়
দুই গ্রহদুষ্ট প্রেমিক প্রেমিকা,
সহ্য ক'রে বহু প্রেমের যাতনা,
আত্মবিসর্জনে ঘোচালো পিতৃকুলের সংগ্রাম।
মৃত্যু-চিহ্নিত এই প্রেমের শংকাকুল গতি,
এবং দুই পরিবারের আক্রোশ,
সন্তানের মৃত্যু ছাড়া যার হোতোনা উপশম,
এই হবে আজ মঞ্চে দুঘণ্টা অভিনয়ের বিষয়।
ধৈর্য ধরে যদি শোনেন নাটক,
ভুলত্রুটি যা হবে, বহু আয়াসে তা করবো শোধন।

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

ভেরোনা রাজপথ

[সশস্ত্র স্যাম্পসন ও গ্রেগরির প্রবেশ]

স্যাম্পসন। চটে গেলেই আমি মেরে বসি।

গ্রেগরি। কিন্তু মারবার মতন চটে উঠতেই তোমায় দেখা যায় না।

স্যাম্পসন। মণ্টেগু পরিবারের কোন কুত্তাকে দেখলেই চটি। স্থির থাকতে পারিনে।

গ্রেগরি। তবে কি দৌড় দাও নাকি? স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকাই হোল মরদের কাজ।

স্যাম্পসন। ঐ পরিবারের কুত্তাদের দেখলে আমি রুখে দাঁড়াই, পালাবো কেন?

গ্রেগরি। অস্ত্র খোলো, দুটো মণ্টেগু এদিকে আসছে।

[এব্রাহাম ও বালথাসার-এর প্রবেশ]

স্যাম্পসন। আমার উলংগ অস্ত্র বেরিয়ে পড়েছে। ঝগড়া বাধাও, আমি তোমার পেছনে আছি।

গ্রেগরি। মানে পেছন থেকে পালাবে বুঝি?

স্যাম্পসন। ভয় নেই, ভয় নেই।

গ্রেগরি। ভয় আছে বই কি, তোমাকে বিলক্ষণ ভয়।

স্যাম্পসন। আইন আদালত বাঁচিয়ে চলাই ভাল, ওরাই আগে আরম্ভ করুক।

গ্রেগরি। ওদের পাশ দিয়ে যেতে যেতে নাক সেঁটকাবো, যেমন ওদের বুদ্ধি তেমন বুঝবে।

স্যাম্পসন। যেমন ওদের সাহস তেমন বুঝবে। আমি বুড়ো আঙুল দেখাবো, দেখি অপমান সইতে পারে কি না।

এব্রাহাম। আপনি কি আমাদের বুড়ো আঙুল দেখালেন?

স্যাম্পসন। বুড়ো আঙুল তো দেখাচ্ছি।

এব্রাহাম। বুড়ো আঙুল কি আমাদের দেখালেন?

স্যাম্পসন। (একান্তে) যদি বলি "হ্যাঁ" আইন কি আমাদের পক্ষে যাবে?

গ্রেগরি। (একান্তে) না।

স্যাম্পসন। না, আমি আপনাদের কলা দেখাইনি, নিজের মনে কলা দেখাচ্ছিলাম।

গ্রেগরি। আপনারা কি গায়ে পড়ে ঝগড়া করেন?

এব্রাহাম। ঝগড়া! আজ্ঞে না।

স্যাম্পসন। যদি করেন তো আমি দোসর আছি। আপনার মনিবের চেয়ে আমার মালেক কোন অংশে কম নয়।

এব্রাহাম। আবার বেশীও নয়।

গ্রেগরি। (স্যাম্পসনকে) বলো বেশি।

স্যাম্পসন। হ্যাঁ, বেশি।

এব্রাহাম। মিথ্যা কথা!

স্যাম্পসন। টানো তলোয়ার যদি মরদ হও।

[যুদ্ধ। বেনভোলিওর প্রবেশ]

বেনভোলিও। থামো নির্বোধ! তলোয়ার নামাও! তোমরা জানো না কি সর্বনাশ করছো।

[টিবল্ট-এর প্রবেশ]

টিবল্ট। একি! এইসব কাপুরুষ ছোটলোকদের মধ্যে তুমি কেন? এদিকে তাকাও বেনভোলিও, তোমার মৃত্যু উপস্থিত।

বেনভোলিও। আমি শুধু শান্তিরক্ষা করছি, অস্ত্র নামাও, অথবা ঐ তলোয়ার নিয়ে আমাকে শান্তিরক্ষায় সাহায্য করো।

টিবল্ট। কি? হাতে নগ্ন তরবার আর মুখে শান্তির বুলি? ঐ কথাটাকে আমি ঘৃণা করি, ঘৃণা করি মণ্টেগুদের, ঘৃণা করি তোকে। এই নে, কাপুরুষ।

[দুজনের যুদ্ধ। ক্যাপিউলেট ও তদীয় পত্নীর প্রবেশ]

ক্যাপিউলেট। কিসের কলরব? নিয়ে এসো আমার তলোয়ার!

লেডি। চাও বার্ধক্যের যষ্ঠি, তলোয়ার কেন?

ক্যাপিউলেট। তলোয়ার চাই। ঐ দেখ, মণ্টেগু এসেছে, আমার প্রতি তার তরবারির আস্ফালন।

[মণ্টেগু ও তদীয় পত্নীর প্রবেশ]

মণ্টেগু। শয়তান ক্যাপিউলেট! ছেড়ে দাও আমায়।

লেডি। না এক পাও তুমি এগুতে পাবে না।

[অনুচর সহ ভেরোনা-অধিপতির প্রবেশ]

অধিপতি। বিদ্রোহী প্রজাবৃন্দ! শান্তির শত্রু! প্রতিবেশির রক্তে রঞ্জিত তরবারি এদের! কারাযন্ত্রণার ভয় যদি থাকে, তবে অশান্ত তরবারি ভূমিতে নিক্ষেপ করে বিচলিত রাজার আদেশ শোন। বৃদ্ধ ক্যাপিউলেট এবং মণ্টেগু, সামান্য এক একটি মুখের কথায়

তিন তিনবার গৃহযুদ্ধের কোলাহলে তোমরা আমাদের রাজপথের শান্তি বিঘ্নিত করেছ। আবার যদি আমাদের নগরী তোমাদের অনাচারে বিপর্যস্ত হয়, তবে তোমাদের জীবন দিয়ে শান্তিভংগের মূল্য দিতে হবে। এবারের মতন সকলকে এখান থেকে চলে যেতে আদেশ দিলাম। ক্যাপিউলেট, তুমি যাবে আমার সংগে। মণ্টেগু, তুমি আসবে অপরাহ্নে নগরীর উপকণ্ঠে আমার বিচারালয়ে। আবার বলছি মৃত্যুদণ্ড স্মরণ রেখে সকলে রাজপথ ত্যাগ করে যাও।

[মণ্টেগু, লেডি মণ্টেগু ও বেনভোলিও ব্যতীত সকলের প্রস্থান]

মণ্টেগু। কে এই পুরাতন দ্বন্দ্ব আবার জাগিয়ে তুললো বেনভোলিও? বল তুমি কি ছিলে উপস্থিত?

বেনভোলিও। আমি দেখলাম আমাদের ও শত্রুপক্ষের ভৃত্যরা ঘোর যুদ্ধে লিপ্ত। তলোয়ার টেনে আমি বাধা দিতে গেলাম। এমন সময় এল টিবল্ট!

লেডি মণ্টেগু। রোমিও কোথায়? আজ দেখা হয়েছে তার সংগে? এই টুকুই আনন্দ যে সে ছিল না এই যুদ্ধে।

বেনভোলিও। দেবী, পুবের স্বর্ণগবাক্ষ পথে সূর্যদেবের প্রথম দৃষ্টিরও একদণ্ড পূর্বে অস্থিরচিত্তে আমি পদচারণা করছিলাম। সহরের পশ্চিম প্রান্তে সিকামোর বৃক্ষের কুঞ্জবনে দেখি আপনাদের পুত্র রোমিও শায়িত। কাছে যাচ্ছিলাম, কিন্তু আমার আগমনে চকিত হয়ে সে অরণ্যের আশ্রয়ে প্রবেশ করলো। নিজের মনোভাব বিচার করে বুঝলাম ওর মনোভাব—একাকীত্বেই হয় মনোরাজ্যের চরম ব্যস্ততা, তাই আর অনুসরণ করলাম না। যে আমার সংগ চায় না, তাকে সংগ দেয়া অনুচিত মনে হোলো।

মণ্টেগু। প্রায়ই প্রভাতকালে ওকে দেখা যায় ঐখানে। যেন সে চায় নবীন প্রভাতের শিশিরে মেশাতে নিজের চোখের জল, ভোরের মেঘে মেশাতে নিজের দীর্ঘশ্বাস। কিন্তু যেই পুবদিগন্তে আনন্দময় সূর্য এসে উষার শয্যার আবরণ সরিয়ে

দেন অমনি সে আলোর জগৎ থেকে পালিয়ে আসে গৃহে। নিজকক্ষে নিজেকে করে বন্দী, বন্ধ করে দেয় কক্ষের দ্বার বাতায়ন, অরুণালোকের পথ করে রুদ্ধ, সৃষ্টি করে নিজের জন্য এক কৃত্রিম রাত্রি। এ রকম চিত্তচাঞ্চল্যের পরিণাম অশুভ। কেউ কি নেই যে ওর সংগে আলোচনা করে এর কারণটা জানতে পারে ?

বেনভোলিও। পিতৃব্য, আপনি জানেন না এর কারণ ?

মন্টেগু। জানিও না, ও বলেও না।

বেনভোলিও। ওই যে রোমিও আসছে। দয়া করে সরে যান। আমি জানবো ওর মনবেদনার কারণ, নইলে বুঝবো আমার বন্ধুত্বের মূল্য নেই।

মন্টেগু। আশা করি তুমি পারবে। এস, আমরা যাই।

[মন্টেগু ও পত্নীর প্রস্থান। রোমিওর প্রবেশ]

বেনভোলিও। সুপ্রভাত, ভাই !

রোমিও। প্রভাত ! দিন কি এখনো নবীন ?

বেনভোলিও। মোটে ন'টা বাজলো।

রোমিও। হ্যা, দুঃখের দিন অতি ধীরে কাটে।

বেনভোলিও। কিসের দুঃখ যে রোমিওর দিন কাটে না ?

রোমিও। তাই না পেয়ে যা পেলে দিন দ্রুত হোতো।

বেনভোলিও। প্রেমে পড়েছ ?

রোমিও। হ্যা ছিটকে পড়েছি।

বেনভোলিও। প্রেম থেকে ?

রোমিও। যাঁকে প্রেম দিয়েছি তার কৃপাদৃষ্টি থেকে।

বেনভোলিও। হায় হায় প্রেমের কি লীলা ! দেখতে এত কোমল। কার্যক্ষেত্রে কঠোর, নির্দয়।

রোমিও। প্রেমের চোখ বাঁধা, তবু দৃষ্টিহীন তার খেয়ালী গতিপথ। চলো, কোথাও খাওয়া যাক গিয়ে। ইশ, এ কি ? এখানে যুদ্ধ হয়ে গেছে নাকি ? থাক বোলোনা, সব শুনেছি। এখানে ঘৃণা আর বিদ্বেষের ইতিহাস। প্রেমের শ্মশান। হিংসায় উন্মত্ত

প্রেম, প্রেমময় ঘৃণা। কি বলবে একে? সত্তাহীন শূন্যে এর জন্ম। গুরুভার ভারহীনতা, গম্ভীর ভাঁড়ামি, অনেকগুলি সুন্দর মূর্তির কুৎসিত বিন্যাস। লোহার পালক, উজ্জ্বল ধোঁয়া, ঠাণ্ডা আগুন, অসুস্থ স্বাস্থ্য। জাগ্রত নিদ্রা। যা দেখছ তা নয়। এই প্রেম আমার বুকে অনুভব করি, কারণ অনুভব করার কোন শক্তিই আমার নেই। হাসি পাচ্ছে?

বেনভোলিও। না, পাচ্ছে কান্না।

রোমিও। সে কি বন্ধু, কেন?

বেনভোলিও। বন্ধুর বুকে প্রেমের অত্যাচার দেখে।

রোমিও। সেটাই তো প্রেমের চিরাচরিত দোষ। আমার দুঃখের বোঝায় আমার বুক ভরে আছে; তার ওপর তোমার দুঃখ যোগ হলে শুধু দুঃখের বংশবৃদ্ধি সার হবে। নিজের দুঃখে মরে আছি, আবার তোমার বন্ধুত্বের খেদ সইতে পারবো না, বেনভোলিও। দীর্ঘশ্বাসে প্রেম হয় গাঢ় ধোঁয়া। বিশুদ্ধরূপে সে হয় প্রেমিকের চোখে দীপ্ত শিখা। ব্যথা পেলে সে প্রেমিকের অশ্রু পারাবার। এ ছাড়া কি? অতি শান্ত উন্মত্ততা, একাধারে শ্বাসরোধকারী বিষ এবং সঞ্জীবনী সুধা। বিদায়, বন্ধু—

বেনভোলিও। ধীরে, আমিও আসছি যে তোমার সংগে। আমায় ফেলে যাওয়াটা ভাল হবে না।

রোমিও। ছ্যাৎ, আমি আমাকে হারিয়ে ফেলেছি; আমি এখানে নেই; এ লোকটা রোমিও নয়, সে কোথায় কেটে পড়েছে।

বেনভোলিও। বল দেখি কাকে ভালবেসেছ? হা-হুতাশ করতে করতেই না হয় বলো।

রোমিও। অর্থাৎ? আর্তনাদ ক'রে বলবো?

বেনভোলিও। আর্তনাদ কেন? বিলাপের সুরে বলো কাকে ভালবাসো?

রোমিও। একটা মেয়েকে।

বেনভোলিও। সেটুকু আন্দাজ করতে আগেই পেরেছিলাম।

রোমিও। আন্দাজ করেছিলে? বাঃ তীরন্দাজ বটে! আর হ্যাঁ, মেয়েটি দেখতে সুন্দর।

বেনভোলিও। তবে লক্ষ্যভেদে বাধা কি?

রোমিও। এবার তীর ফস্কে গেল; কন্দর্পের তীর ঐ নারীকে স্পর্শও করতে পারেনি। চাঁদের মতন সে নিষ্কলুষ। সতীত্বের বর্ম পরে রয়েছে, অনংগের দুর্বল ফুলশর তাকে ছুঁতে পারেনি। সৌন্দর্যে সে ধনী, আবার সে দরিদ্র এই জন্য যে মৃত্যুর সংগে সংগে তার সৌন্দর্য ভাণ্ডার হবে লুপ্ত।

বেনভোলিও। সে কি প্রতিজ্ঞা করেছে চিরকুমারী থাকবে?

রোমিও। হ্যাঁ, এবং এই আত্মবঞ্চনায় সৌন্দর্যের কি অর্থহীন অপচয়! প্রতিজ্ঞার কঠোরতায় তার সৌন্দর্য থাকছে উপবাসী; উত্তরকালের জন্যে থাকবে না কিছুই।

বেনভোলিও। আমার কথা শোন; ওর চিন্তা ভুলে যাও।

রোমিও। শিখিয়ে দাও কি করে চিন্তা ভোলে।

বেনভোলিও। চোখ দুটোকে মুক্তি দাও; অন্যান্য সুন্দরীদের চোখ চেয়ে দেখ।

রোমিও। তুলনায় সেই জয়ী হবে, কারণ সে সুন্দরী শ্রেষ্ঠা। হঠাৎ যে অন্ধ হয়ে যায় সে কি তার হারানো ধনকে ভুলতে পারে? দেখাও একটি মেয়ে যে দেখতে মন্দ নয়, তার মুখে আমি কি দেখবো জানো? দেখবো একটু স্মৃতি যে এই মেয়েটির চেয়ে অনেক সুন্দরী একজন আছে। বিদায়! ভুলে যাওয়া শেখাতে পারলে না।

বেনভোলিও। শেখাবোই, নইলে ঋণমুক্ত হবো কি করে?

দ্বিতীয় দৃশ্য

ভেরোনা রাজপথ

[ক্যাপিউলেট, প্যারিস ও ভৃত্যের প্রবেশ]

ক্যাপিউলেট। কিন্তু মন্টেগুও অংগীকার বদ্ধ; অন্যথায় একই দণ্ড। দুজনেরই তিনকাল গিয়ে এককাল ঠেকেছে, শান্তিরক্ষা করা শক্ত হবে না।

প্যারিস। আপনারা দুজনেই সম্মানিত ব্যক্তি, এতদিন যে দুজনের মধ্যে শত্রুতা বজায় আছে এটাই আক্ষেপের কথা। এবার বলুন, আমার প্রস্তাবের উত্তর দিন।

ক্যাপিউলেট। যা বলেছি তাই আবার বলছি; আমার কন্যা সংসারে অনভিজ্ঞা, বালিকামাত্র। উদ্ধত মহাকালের আরো দু বৎসর গত না হলে তাকে বিবাহযোগ্যা মনে করতে পারছি না।

প্যারিস। ওর চেয়ে অল্প বয়সে অনেকে মা হয়।

ক্যাপিউলেট। এবং অকালেই তারা শুকিয়ে ঝরে যায়। আর যত ছিল আমার সন্তান, আমার ভরসা, সকলকেই গ্রাস করেছে অপমৃত্যু। এ জগতে ঐ একটি মাত্র আমার আশা, ঐ নারী। প্যারিস, তুমি তাকে প্রেম নিবেদন করো, ওর হৃদয় জয় করো। ওর সম্মতিই আসল, আমার অনুমতি নগন্য। ও যাকে বেছে নেবে তাকে করবো অনুমোদন ও আশীর্বাদ। আজ রাত্রে আমার গৃহে ভোজসভা, আমার প্রিয়জনেরা সকলেই নিমন্ত্রিত। তুমি আমার স্নেহভাজন, তোমাকেও অতিথি পেলে তালিকায় আর একটি নাম যোগ করি। আমার দরিদ্র গৃহে আজ দেখবে আকাশ আলো-করা তারারা সব ধরায় নেমে এসেছে। মন্থর শীতের পর সুসজ্জিত বসন্তে যুবকেরা যে আনন্দে মেতে ওঠে, সেই উল্লাস দেখবে আজ ফুলের কুঁড়ির মতন মেয়েদের মধ্যে। সব দেখ, শোনো। ওদের মধ্যে থাকবে আমার মেয়েও। যাকে মনে ধরবে তাকেই বরণ কোরো। এস;

[ভৃত্যকে কাগজ প্রদান করতঃ]

যাও, ভেরোনা শহর ঘুরে যাঁদের নাম এখানে লেখা আছে তাদের বলে এস যে আজ রাত্রে আমার গৃহে তাঁদের স্বাগত জানাবো। [ক্যাপিউলেট ও প্যারিসের প্রস্থান]

ভৃত্য। যাদের নাম লেখা আছে তাদের বলে এস! ধর্মগ্রন্থে লেখা আছে যে মুচী যেন কাঁচি নিয়েই থাকে আর দর্জী থাকে হাতুড়ি নিয়ে, জেলে থাকে তুলি নিয়ে, আর শিল্পী থাকে জাল নিয়ে। আমায় বলা হলো যাদের নাম লেখা আছে তাদের বলে আসতে; কিন্তু ঠিক কাদের নাম যে লেখক ভদ্রলোক এখানে লিখেছেন সেটারই তো হদিশ পাচ্ছি না। পণ্ডিত লোকের কাছে ধর্না দিতে হবে। হবে'খন।

[বেনভোলিও ও রোমিও-র প্রবেশ]

বেনভোলিও। আঃ হা! এক আগুনে আর এক আগুন পুড়ে যায়। এক যন্ত্রণায় আর এক ব্যথার উপশম হয়। চোখে এক নূতন ব্যাধি জোটাও, পুরানো রোগের বিষ ক্ষয় হবে। রোমিও, তুমি কি পাগল হয়ে গেছ ?

রোমিও। পাগল নই, কিন্তু তার চেয়ে বেশী শৃংখলিত, কারারুদ্ধ। আমাকে অনাহারে রেখেছে, আমি কষাঘাতে জর্জরিত, নির্যাতীত আর —কি চাই ?

ভৃত্য। সেলাম হুজুর, আপনি কি পড়তে পারেন ?

রোমিও। আমার শোচনীয় ভাগ্যলিপি পড়তে পারি বই কি।

ভৃত্য। সেটা বোধ করি বই না পড়েও পড়তে শেখা যায়। আমি বলছি, যা চোখে দেখেন তা পড়তে পারেন ?

রোমিও। ও, মানে আমি বর্ণমালা জানি কি না ?

ভৃত্য। সরলমনেই স্বীকার করলেন। চলি - (প্রস্থানোদ্যত)

রোমিও। দাঁড়াও আমি পড়তে পারি। "মাননীয় মার্তিনো এবং তৎপত্নী ও কন্যাগণ। সামন্তরাজ আনসেল্‌ম্ এবং তাঁহার সুরূপা ভগ্নীবৃন্দ, স্বর্গত ভিত্রুভিও-র মাননীয়া পত্নী; মাননীয় প্লাসেনসিও এবং তাঁহার সুন্দরী ভ্রাতুষ্পুত্রীগণ, মারকুশিও ও তাঁহার ভ্রাতা ভ্যালেন্টাইন; আমার পিতৃব্য ক্যাপিউলেট, তাঁহার পত্নী ও কন্যাগণ; আমার ভাগিনেয়ী রোজেলাইন, লিভিয়া, মহামান্য ভালেন্‌সিও ও তাঁহার ভ্রাতা টিবল্ট, লুসিও এবং রূপসী হেলেনা।" এ যে রূপের মেলা! কোথায় এঁদের নিমন্ত্রণ ?

ভৃত্য। ঐ দিকে—

রোমিও। কোথায় ?

ভৃত্য। ভোজসভায়, আমাদের বাড়ীতে।

রোমিও। কার বাড়ী ?

ভৃত্য। আমার মনিবের।

রোমিও। ঠিক ওটাই প্রথমে জিগ্যেস করা উচিত ছিল—

ভৃত্য। জিগ্যেস না করতেই বলছি, আমার মনিব হলেন মহাধনী

ক্যাপিউলেট। আর আপনি যদি মণ্টেগু বাড়ীর লোক না হন তবে চলে আসবেন রাত্রে। এক আধ পেয়ালা টানবেন এখন। চলি— [প্রস্থান]

বেনভোলিও। ক্যাপিউলেটদের এই প্রাচীন পরবে তোমার প্রেমাস্পদ সুন্দরী রোজেলাইনও নিমন্ত্রিত। সেই সংগে থাকবে ভেরোনার শ্রেষ্ঠ রূপসীরা। যাও ওখানে, কয়েকটি মুখ আমি দেখাবো, তুলনা কোরো রোজেলাইনের সংগে। দেখবে যাকে রাজহংস ভাবতে সে আসলে কাক।

রোমিও। আমার প্রেমাস্পদের চেয়ে সুন্দর মুখ? সর্বদ্রষ্টা সূর্যও পৃথিবীর জন্ম থেকে আজ পর্যন্ত তার জুড়ি খুঁজে পায়নি। যাব এখন, কিন্তু মুখ দেখে বেড়াতে নয়, আমার প্রেমিকার রূপের আলোয় উদ্ভাসিত হতে।

তৃতীয় দৃশ্য

ক্যাপিউলেট-প্রাসাদের কক্ষ

[লেডি ক্যাপিউলেট ও ধাত্রীর প্রবেশ]

লেডি। মেয়েটা গেল কোথায়? ডেকে দাও তো।

ধাত্রী। দুদিন আগে হলে আমার হুকুম খাটতো। এখন কি শুনবে? সোনামণি! বুলবুলি। গেল কোথায়? জুলিয়েট!

[জুলিয়েটের প্রবেশ]

জুলিয়েট। ডাকাডাকি কেন?

ধাত্রী। মা ডাকছে যে।

জুলিয়েট। বলো মা।

লেডি। ব্যাপারটা হচ্ছে—ধাই, এখান থেকে যাওতো—গোপন কথা আছে। শোন, ধাই, এদিকে এস। ভুলে গিয়েছিলাম তোমার অজানা কিছু নেই। তুমি জানো মেয়ের আমার বয়স হোলো।

ধাত্রী। ওর বয়স আর আমাকে শেখাতে হবে না।

লেডি। চোদ্দ পোরে নি এখনো।

ধাত্রী। লামাস উৎসবের কত দেরী ?

লেডি। মোটামুটি দিন পনেরো।

ধাত্রী। মোটাই হোক আর মুটিই হোক লামাস-এর আগের রাত্রে ও পনেরোয় পা দেবে। সুজান আর জুলিয়েট—মংগলময় ঈশ্বর সুজানকে দেখছেন—দুজনের এক বয়স। যাক সুজানকে ভগবান নিয়ে নিয়েছেন, ওকে রাখি এমন ভাগ্যি করিনি। হঁ্যা যা বলছিলাম, লামাসের আগের রাত্রে ওর চোদ্দ পুরবে ; পনেরোয় পা দেবে আর কি ; আমার সব মনে আছে। সেই যে ভূমিকম্প হয়েছিল, সে হোলো তো তোমার এগার বছর আগে, আর জুলিয়েটের জন্ম হোলো তো সব ছেড়ে ঐ লামাস-এর আগের রাত্রে। ভূমিকম্পের দিন সকাল বেলা রোদ পোয়াচ্ছিলাম পায়রার ঘরের গায়ে হেলান দিয়ে ; আমার মনিব আর তুমি তখন ম্যানতুয়া শহরে। হঁ্যা, মাথা আমার খুব সাফ। হঁ্যা, যা বলছিলাম, এই বোকচন্দর এসে দুধ খেতে চাইলে। এমন সময় পায়রা ঘরে তুমুল হুটোপুটি হতেই আমি দে চম্পট্। সে আজ এগার বছর আগের কথা আর তখন ও ছুটোছুটি করে বেড়ায়। ঐ তো, তার আগের দিনই তো পড়ে গিয়ে কপালে চোট লাগলো। আর আমার স্বামী ছিলেন কাছে—আজ তিনি নেই, কি আমুদে লোকই না ছিলেন—জুলিকে কোলে তুলে নিলেন। বললেন, এহে মুখ থুবড়ে পড়লে ? যখন আরো বুদ্ধি হবে তখন চিৎ হয়ে পড়বে, তাই না জুল ? আর কি বলবো দিদি, বাচ্চাটা কান্না থামিয়ে বলে উঠলো—হঁ্যা ! সেই ঠাট্টাটি আজ সত্যি হতে চলেছে, কেমন কি না ? সাত জন্ম বাঁচলেও ঐ কথাটা ভুলবো না ; বললেন তাই না ; জুল ? অমনি বোকচন্দ্র কান্না থামিয়ে বলে উঠলো—হঁ্যা !

লেডি। খুব হয়েছে, এবার দয়া করে থামো।

ধাত্রী। হঁ্যা দিদি ! কিন্তু কথাটা মনে হলেই যে হাসি পায়। কান্না থামিয়ে বলে উঠলো—হঁ্যা। অথচ তার কপালে তখন ইয়া বড় ফুলো।

লেগেছিল ভীষণ, তাই কাঁদছিলও পাড়া জাগিয়ে। তখন আমার স্বামী বললেন—মুখ থুবড়ে পড়লে? বয়স হলে চিৎ হয়ে পড়বে, তাই না জুল? আর অমনি কান্না থামিয়ে বলে উঠলো—হ্যাঁ।

জুলিয়েট। তুমি এখন কান্না থামাও দেখি।

ধাত্রী। এইবার থামলাম। ভগবান তোকে সুখে রাখুন। যত বাচ্চা মানুষ করেছি, তোর মতন সুন্দর আর দেখিনি। এবাব তোর বিযেটা দেখে যেতে পারলেই প্রাণ জুড়োয।

লেডি। ঐ বিযের ব্যাপারে কথা বলতেই ডেকেছিলাম। বল্ দেখি, জুলিযেট, বিয়েব সম্বন্ধে তোব কি মতামত?

জুলিয়েট। অতবড সম্মানের কথা তো স্বপ্নেও ভাবিনি।

লেডি। কিন্তু আব তো না ভাবলে চলবে না। তোব চেযে কম বযসে ভেবোনার বহু অভিজাতা মেযেরা মা পর্যন্ত হযে থাকে। যদ্দূর মনে পড়ে তোব বযসে আমিও মা হয়েছিলাম। তবে সংক্ষেপেই বলি, মহাবীব প্যাবিস তোকে বিয়ে কবতে চান।

ধাত্রী। আহাহা, মবদ বটে, বুঝলি মা? এমন মরদ যে দুনিযা শুদ্ধ লোকে ওকে—দেখতে যেন মোমের পুতুল, হ্যা।

লেডি। ভেরোনার বসন্তেও অমন ফুল ফোটে না।

ধাত্রী। যা বলেছ। ফুল, দিদি, সত্যি বলছি, একটি ফুল।

লেডি। কি বলিস? ওকে ভালবাসতে পারবি? আজ ভোজসভায ওকে দেখতে পাবি। ওর মুখে দেখবি সৌন্দয দিয়ে আঁকা প্রেমের ইতিহাস। বল্‌তো, প্যারিসের প্রেম গ্রহণ করবি?

জুলিযেট। ওকে দেখে যদি ভালবাসা জাগে তবে দেখবো চোখ মেলে! কিন্তু তোমাদের অনুমতি ছাড়া আমার দৃষ্টি পাখা মেলে উডবে না কল্পনার আকাশে।

চতুর্থ দৃশ্য

ভেরোনা রাজপথ

[রোমিও, মারকুশিও, বেনভোলিও, মুখোস পরিহিত কয়েকজন মশালধারী ভৃত্যগণ ও অন্যান্যদের প্রবেশ]

রোমিও। একটা মশাল দাও আমায়, এই হৈ হল্লা সহ্য হবে না। অন্তরে কালো, তাই হাতে থাক আলো।

মারকুশিও। না, না, সজ্জন রোমিও তোমায় নাচতে হবে।

রোমিও। বিশ্বাস করো, আমি পারব না। তোমাদের আছে চপল-পাদুকা, নরম তার চর্ম। আমার আছে গুরুভার মর্ম কঠিন ভূমিতে প্রোথিত।

মারকুশিও। তুমি না প্রেমিক? মদনের পাখা ধার নিয়ে জগৎসীমা ছাড়িয়ে ওড়ো আকাশে।

রোমিও। মদনের ফুলশরে আমি এমনই আহত যে উড়ে যাওয়া সুদূর পরাহত। এমনই এই বন্ধন যে ভাগ্যে শুধু অক্ষম ক্রন্দন।

মারকুশিও। তাতে করে প্রেমের ঘাড়ে বড্ড বেশী বোঝা চাপান হচ্ছে, প্রেম কোমল জিনিস, এ-ভার সইতে পারবে?

রোমিও। প্রেম কোমল জিনিস? কে বললে? প্রেম কঠিন, প্রেম নির্দয়, প্রেম দুর্বার। কাঁটার মত বেঁধে। এই মুখোস-নাচে যাওয়াটা বুদ্ধিমানের কাজ নয়।

মারকুশিও। কেন জিগ্যেস করতে পারি?

রোমিও। কাল রাত্রে একটা স্বপ্ন দেখেছি।

মারকুশিও। আমিও দেখেছি তাই।

রোমিও। কি দেখলে?

মারকুশিও। যে স্বপ্ন যারা দেখে তারা মিথ্যাবাদী, ভাই।

রোমিও। স্বপ্নটাই আসল সত্যি।

মারকুশিও। ও, বুঝেছি, তবে পরীরাণী ভর করেছে তোমায়।

রোমিও। পরিরাণী? সে আবার কে?

মারকুশিও। তিনি হলেন গে পরীদের মধ্যমণি। আকার তার পৌর-পিতাদের আংটির মহামূল্য পাথরের চেয়ে বড় নয়। কণিকার মত ক্ষুদ্র পোকারা তার গাড়ী টেনে নিয়ে যায় ঘুমন্ত মানুষের নাকের উপর দিয়ে। সে গাড়ীর চাকা তৈরী হয় মাকড়সার লম্বা-লম্বা ঠ্যাং দিয়ে ; ছাদ ফড়িং-এর পাখা দিয়ে ; লাগাম হয় উর্নণাভ থেকে ; চাঁদের ফিকে রোশনি থেকে হয় জোয়াল ; ঝিঁ-ঝিঁ পোকার হাড় থেকে হয় চাবুক ; বিজলী থেকে দড়ি। তাঁর সারথি হোলো ধূসর রং-এর এক গোলগাল এক উকুন যেমন দেখা যায় কুমারীদের অলস আঙুলের ডগায়। তার রথ হোলো আধখানা বাদামের খোলা। পরিদের যিনি চিরকালের বিশ্বকর্মা সেই কাঠবেড়ালির সৃষ্টি এই অপরূপ রথ। এই সাজে সজ্জিত হয়ে রাতের পর রাত তিনি ছুটে চলে যান প্রেমিকের মস্তিষ্ক ভেদ করে, আর অমনি তারা প্রেমের স্বপ্ন দেখে ; অথবা রাজপুরুষদের হাঁটুর উপর দিয়ে, অমনি তারা স্বপ্ন দেখে হাঁটু মুড়ে কুর্নিশ করে রাজার প্রসাদ পাচ্ছে ; অথবা উকিলের আঙুলের উপর দিয়ে, আর তারা দেখে, পাচ্ছে প্রচুর টাকা ; অথবা নারীর ওষ্ঠাধর ছুঁয়ে, অমনি তারা স্বপ্ন দেখে অসংখ্য চুম্বনের ; কখনো বা মোসাহেবের নাকের ডগা ছুঁয়ে, অমনি তারা নতুন নতুন খেলাত পাওয়ার গন্ধ পায় ; কখনো তিনি শূকর ছানার ল্যাজের চামর দিয়ে নিদ্রামগ্ন পুরোহিতের নাকে দেন সুড়সুড়ি, অমনি পুরুত স্বপ্ন দেখে আরোও দেবত্র জমির ; কখনো কখনো ছুটে যান তিনি সৈনিকের স্কন্ধ ছুঁয়ে, আর তখন সে স্বপ্ন দেখে শত্রুর দ্বিখণ্ডিত মুণ্ড, ধূলিসাৎ প্রাকার, প্রবল যুদ্ধ আর বিরাট তরবারি, আর তারপর এক চুমুকে সাগর সমান মদ্য-পান। তারপর হঠাৎ কানের কাছে দুন্দুভি বেজে ওঠে, ভীষণ চমকে জেগে ওঠে সৈনিক, ভয়ে অস্ফুট ইষ্টনাম করে স্মরণ, তারপর আবার পড়ে ঘুমিয়ে। ইনিই হলেন পরীদের রাণী, ইনিই তিনি যিনি—

রোমিও। থামো, থামো, মারকুশিও, এ যে অর্থহীন প্রলাপ।

মারকুশিও। সত্যিই অর্থহীন, কারণ স্বপ্ন অর্থহীন। অলস মস্তিষ্কে স্বপ্নের জন্ম, অলীক কল্পনা এর জনক। শূন্যের চেয়ে এ সূক্ষ্ম, আর বাতাসের চেয়ে এ অস্থির।

বেনভোলিও। অস্থির যে এবার আমাদেরই হতে হবে। খাওয়াদাওয়া শেষ, আমাদের দেরী হয়ে গেছে।

রোমিও। দেরী নয়, বড় আগে এসে পড়েছি। আমার মন বলছে ঐ সুদূর নক্ষত্রগুলির মধ্যে লুকিয়ে আছে এক অনিশ্চিত ভবিষ্যত, আজ রাতের উৎসবে যার আরম্ভ। যাক, আমার জীবন-তরণী যাঁর হাতে তিনিই হবেন কর্ণধার। চল বন্ধুগণ—

বেনভোলিও। দামামা বাজাও—

পঞ্চম দৃশ্য

ক্যাপিউলেট প্রাসাদের বিরাট কক্ষ।

[ক্যাপিউলেট, জুলিয়েট এবং পরিবারের অন্যান্যদের প্রবেশ পূর্বক মুখোস পরিহিত অতিথিবর্গকে সম্ভাষণ]

ক্যাপিউলেট। স্বাগতম ভদ্রমণ্ডলী! যে সব মহিলাদের পায়ে ফোস্কা পড়েনি তারা আপনাদের সংগে নাচবেন এখন! এবার মহিলাগণ? এবার তো আর নাচব না বলা চলবে না! কারণ যে এখন নাচতে অস্বীকার করবে, আমরা ধরে নেব তার পায়ে ফোস্কা পড়েছে। স্বাগতম, ভদ্রমহোদয়গণ, এক কালে আমিও মুখোস পরেছি, এক কালে সুন্দরী মহিলার কানে মৃদুস্বরে বলেছি প্রাণ-মাতানো কাহিনী; সে সব দিন আর নেই, আর নেই, আর নেই। আসুন ভদ্রমহোদয়গণ! বাজুক সংগীত!

রোমিও। কে ওই নারী যার হাত ঐ বীরের হাতকে অলংকৃত করে রেখেছে?

ভৃত্য। জানিনা হুজুর।

রোমিও। এই মশালের আলো ওর কাছে নিষ্প্রভ। মনে হয় কৃষ্ণাংগিনীর

কানে বহুমূল্য কুণ্ডলের মতন রাতের কপোলদেশে ও সমুজ্জ্বল। এর আগে আমার হৃদয় কি কাউকে ভালবেসেছিল? তবে তাকে ভুলে যাও, রোমিও। সৌন্দর্য কি তা আজ রাত্রেই প্রথম জানলাম।

টিবল্ট। স্বর শুনে মনে হোলো এ একজন মন্টেগু। আমার তলোয়ার নিয়ে এসো ছোকরা। দাসের এতবড় স্পর্দ্ধা, সং-এর মুখোস পরে আমাদের বহু প্রাচীন রীতিনীতির প্রতি বিদ্রূপ করতে এসেছে।

ক্যাপিউলেট। কি হয়েছে টিবল্ট? এত ক্রোধ কেন?

টিবল্ট। পিতৃব্য, একটা মন্টেগু, আমাদের শত্রু। বদমায়েশ আমাদের উৎসবকে পরিহাস করতে এসেছে।

ক্যাপিউলেট। রোমিও না? •

টিবল্ট। হ্যাঁ, ঐ বদমাইশ রোমিও।

ক্যাপিউলেট। শান্ত হও ছেড়ে দাও ওকে। ভদ্রজনোচিত ওর ব্যবহার। আর সত্যি কথা বলতে কি, ভেরোনার লোক ওকে সৎ এবং নম্র বলে প্রশংসা করে থাকে। আমার গৃহে ওর অপমান আমি কিছুতেই হতে দিতে পারি না। অতএব ধৈর্য ধরো, থাকতে দাও ওকে। এই আমার ইচ্ছা, আর আমার ইচ্ছা অনিচ্ছাকে যদি সম্মান করো তবে মুখ থেকে এই ভ্রূকুটি মুছে ফেল, উৎসবে ওটা বেমানান।

টিবল্ট যে উৎসবে ওরকম বদমাইশ অতিথি, সেখানে ভ্রূকুটিই মানায়। এ আমি সহ্য করবো না।

ক্যাপিউলেট সহ্য করতে হবে। আমি বলছি করতে হবে, চলে যাও এখান থেকে। এখানে মালিক কে? আমি না তুমি? যাও। সহ্য করবে না। আমার অতিথিদের মধ্যে একটা রক্তপাত ঘটাবে?

টিবল্ট। পিতৃব্য, এ আমাদের বংশের অপমান।

ক্যাপিউলেট। যাও, যাও, তুমি অত্যন্ত অবাধ্য। আমার কথার প্রতিবাদ করতে তোমার লজ্জা হয় না? …কথাখানা বলেছেন বেশ!

তুমি বড় বেশি দাম্ভিক হয়ে পড়েছ। চলে যাও। স্তব্ধ হও, নইলে - আয়ো আলো আয়ো আলো নিয়ে এসো…কি করে মুখ বন্ধ করতে হয় তাও জানি টিবল্ট—একি তোমরা বসে কেন?

টিবল্ট। প্রচণ্ড ক্রোধের উপর ধৈর্যের নিষ্ফল প্রলেপে আমার দেহ কাঁপছে। আমি চলে যাচ্ছি। কিন্তু বলে গেলাম, এখন এই অনধিকার প্রবেশকে সুমধুর মনে হলেও, একদিন এর তীব্র বিষময় ফল ফলবে। (প্রস্থান)

রোমিও। (জুলিয়েটের প্রতি) এই পবিত্র মন্দিরকে যদি আমার হাত আজ কলুষিত করে তবে আমার ওষ্ঠাধর দুই শংকাতুর তীর্থযাত্রীর মতন একটি কোমল চুম্বনে সেই স্পর্শের কঠোরতাকে মুছে দিতে প্রস্তুত।

জুলিয়েট। তীর্থযাত্রী, তোমার হাতের প্রতি করছ অবিচার, তোমার হাতে শুধুই সংযত প্রার্থনা। দেবীর হাত নিজের হাতে নেয়া তীর্থযাত্রীর অধিকার। আর হাতের স্পর্শেই উপাসকের চুম্বন।

রোমিও। কেন? দেবী আর পুজারী দুজনেরই কি অধর নেই?

জুলিয়েট। আছে, উপাসকের অধরে ফোটে অস্ফুট প্রার্থনা।

রোমিও। তবে হে দেবী আমার অধর স্পর্শ-ব্যাকুল। অনুমতি দাও, নইলে আমার উপাসনা হবে ব্যর্থ।

জুলিয়েট। শত প্রার্থনাতেও দেবী যে বিচলিত হয় না।

রোমিও। তবে থাকো অবিচল, আমি প্রার্থনা করি। (চুম্বন) এই চুম্বনে আমার অন্তর হোলো কলুষ-মুক্ত।

জুলিয়েট। তবে কি সেই কলুষ আমার দেহে এসে জড়ো হোলো?

রোমিও। তোমার দেহে কলুষ? সত্যিই ঘটেছে অপরাধ। বেশ ফিরিয়ে দাও আমায় পাপ (চুম্বন)।

জুলিয়েট। বই পড়ে শিখেছ বুঝি?

ধাত্রী। এই যে। তোর মা ডাকছে যে।

রোমিও। ওর মা কে?

ধাত্রী। সেও জানো না? ওর মা যে এ বাড়ীর কর্ত্রী, এবং ভাল মহিলা

এবং বিজ্ঞ, এবং সতীসাধ্বী। ঐ যে কথা কইলে, সে হোলো মেয়ে, আর এই আমিই তাকে মানুষ করেছি।

রোমিও। ও ক্যাপিউলেট? হিসেবের খাতায় সব এলোমেলো, আমার জীবন শুদ্ধ শত্রুর হাতে বন্ধক।

বেনভোলিও। চলে এসো, ওদিকে খেলাধূলা বেজায় জমেছে।

'রোমিও। জানি, আমার মনের মধ্যেও ঝড় বইছে।

ক্যাপিউলেট। না, না, ভদ্রমহোদয়গণ এখুনি যাবার জন্য প্রস্তুত হবেন না; সামান্য একটু খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা করেছি। ও তাই বুঝি? তবে ধন্যবাদ, আমার ধন্যবাদ গ্রহণ করবেন। শুভরাত্রি! এখন তবে শুতে যাই—রাত অনেক হোলো, বিশ্রাম করতে যাই।

[জুলিয়েট ও ধাত্রী ব্যতীত সকলের প্রস্থান]

জুলিয়েট। এদিকে এস তো। ঐ ভদ্রলোক কে?

ধাত্রী। টাইবেরিও-র পুত্র এবং উত্তরাধিকারী।

জুলিয়েট। আর ঐ যে দরজা দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছেন—উনি?

ধাত্রী। পেট্রুচিও বলেই তো মনে হচ্ছে।

জুলিয়েট। আর তার পরের জন। ঐ যে, যিনি কিছুতেই নাচলেন না?

ধাত্রী। জানি না তো।

জুলিয়েট। যাও, নামটা জিগ্যেস করে এসো। —ও যদি বিবাহিত হয় তবে সমাধিই হবে আমার বাসর-শয্যা।

ধাত্রী। ওর নাম রোমিও, একজন মণ্টেগু। তোমাদের চরম শত্রুর একমাত্র সন্তান।

জুলিয়েট। প্রথম প্রেমের জন্ম চরম ঘৃণার পাঁকে। যখন দেখলাম তখন চিনলাম না, যখন চিনলাম তখন বড় দেরী হয়ে গেছে। এই আমার বুকে প্রথম ভালবাসার উন্মেষ, আর কি আশ্চর্য, ভালবাসলাম ঘৃণিত শত্রুকে।

ধাত্রী। এটা কি রে, কি রে?

জুলিয়েট। একটা সদ্য শেখা কবিতার কলি—

[নেপথ্যে: জুলিয়েট!]

ধাত্রী। আসছি, আসছি! চল যাই, অতিথিরা সব চলে গেছে।

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

ভেরোনা। ক্যাপিউলেটের উদ্যানের প্রাচীর-সংলগ্ন সংকীর্ণ পথ

[রোমিওর প্রবেশ]

রোমিও। মন পড়ে থাকবে এখানে আর আমি পথ চলবো? প্রাণহীন মৃত্তিকা এই দেহ ফিরে যাবে তার জীবনশিখার সন্ধানে।

[প্রাচীর আরোহণপূর্বক লম্ফ দিয়া ভিতরে প্রবেশ। বেন্‌ভোলিও ও মারকুশিও-র প্রবেশ]

বেনভোলিও। রোমিও। কোথায় গেলে? রোমিও!

মারকুশিও। ও বুদ্ধিমান, তাই চুপি চুপি বাড়ী পালিয়েছে।

বেনভোলিও। না, না, এদিকে এসেছে, এ দেয়াল টপকে ভেগেছে। ডাক, মারকুশিও!

মারকুশিও। শুধু ডাকবো না, আমি মন্ত্র পড়বো। রোমিও! হে বায়ুর রুগী! উন্মাদ! কামাতুর! প্রেমিক! একটি দীর্ঘশ্বাসের ছদ্মবেশে আবির্ভূত হও! একবার বলে ওঠো "হা হুতোস্মি"! একবার কবিতায় কথা কয়ে ভালবাসা আর পাখীর বাসায় ছন্দ মেলাও! নিদেনপক্ষে মদনের মার সংগেই কথা কও, মানে প্রেমের ঠাকুর মদন যে রাজার সংগে ভিখিরী মেয়ের প্রেম ঘটিয়ে দেয়! এ যে শোনেনা, এ যে আসে না। এ যে নড়ে না। মর্কট মরেছেন, তাই আরো কড়া মন্ত্র পড়তে হবে। দিব্যি এবার রোজেলাইনের উজ্জ্বল চোখ, তার উচ্চ কপাল আর রক্তবিম্বাধর, তার সুন্দর গোড়ালি, আর ঋজু পা আর থরথর কম্পিত উরুদেশ—এবার স্বমূর্তিতে আমাদের সামনে আবির্ভূত হও!

বেনভোলিও। তোমার খিস্তি শুনলে খেপে যাবে।

মারকুশিও। এতে খেপতে পারে না। মন্ত্র পড়ে যদি ছুঁড়িটাকে হাত করে ফেলতাম তবে খেপতো। আমার মন্ত্রোচারণ শুদ্ধ, পবিত্র। প্রেমিকার নাম নিচ্ছি শুধু ওকে হাজির করতে।

বেনভোলিও। ওই গাছগুলোর মধ্যে লুকিয়ে আছে; রাত্রির সংগী হতে চাইছে কারণ তার প্রেম অন্ধ, অন্ধকারকেই ভালবাসে।

মারকুশিও। প্রেম অন্ধ হলে তাক ফস্কে যাবে যে! এতক্ষণে উনি এক মাকাল বৃক্ষের তলায় উপবেশন করেছেন—ভদ্রমহিলারা নিজেদের মধ্যে এ হেন উজবুককে আখ্যা দেন মাকাল-ফল। রোমিও মাকাল বৃক্ষের তলায় বসে ভাবছে—আহা সে যদি ফল হোতো তো টপ করে আমার কোলে এসে পড়তো। তখন—আহা যদি সে পড়তো, চিৎ হয়ে পড়তো, তবে—তবে—ইত্যাদি। রোমিও, শুভরাত্রি। আমি আমার নরম বিছানায় শুতে চললাম। এই প্রান্তর শয্যা বড় ঠাণ্ডা ঠেকছে। চলো, যাবে?

বেনভোলিও। চলো। যে ধরা দিতে চায় না তাকে খোঁজা বৃথা।

দ্বিতীয় দৃশ্য

ক্যাপিউলেট উদ্যান

[রোমিওর প্রবেশ]

রোমিও। ক্ষতচিহ্ন দেখে হাসে সে অস্ত্রাঘাত যে অনুভব করেনি কখনো।

[ঊর্ধ্বে জানলায় জুলিয়েটের আবির্ভাব]

চুপ, ঐ জানলায় কিসের আলো? পূর্বগগন, আর জুলিয়েটই সূর্য। ওঠো, সূর্য জ্যোতির্ময়, চন্দ্রালোককে মুছে ফেল ধরা থেকে, কারণ তোমার রূপে সে ঈর্ষায় ম্লান। বিবর্ণ হরিদ্রাভ বসন তার নির্বোধের মত মেলে ধরা। ছিঁড়ে ফেল এই আবরণ। তুমিই আমার প্রেমাস্পদ। কিন্তু সেটা তোমায় জানাবো কি করে? কি যেন

বলছে? কিছু নয়। তাতে কি? ওর চোখ কইছে কথা, আমি উত্তর দেব! না আমার স্পর্ধা সীমাহীন, আমার সংগে তো বলেনি কথা। আকাশের দুটি তারা কোন কার্যান্তরে যাওয়ার কালে বলে গেছে ওর চোখদুটিকে, তোমরা আমাদের হয়ে আলো বিকীরণ করো। ফিরে এসে দেখবে ওর গালের রক্তিম আভায় তারা নিজেরাই দিবালোকে প্রদীপের মতন পরাহত। এ চোখ যদি আকাশে বিরাজ করতো তবে নভোমণ্ডল এমন জ্যোতিতে উদ্ভাসিত হোতো যে উষার আগমন ভেবে পাখিরা গান গেয়ে উঠতো। গালে হাত দিয়ে গভীর চিন্তায় নিমগ্ন, আমিও যদি পেতাম ঐ গাল স্পর্শ করার অধিকার।

জুলিয়েট। হায়!

রোমিও। আবার কথা কও, দেবদূত, রাতের আঁধারে মানুষের বিস্ফারিত মুগ্ধ চোখে তুমি সত্যিই অলস মেঘে সঞ্চারমান নভশ্চারী দেবদূত।

জুলিয়েট। আহা রোমিও, রোমিও, কেন তোমার নাম রোমিও? পিতৃকুল ত্যাগ করো, ঐ নাম ছুঁড়ে ফেলে দাও, আর তা যদি না করতে পারো, তবে একবার বলো তুমি আমায় ভালবাসো, তৎক্ষণাৎ আমি ক্যাপিউলেট নাম ত্যাগ করবো।

রোমিও। আরো শুনবো, না এখুনি কথা কইব?

জুলিয়েট। নামটাই তো শুধু আমার শত্রু। মণ্টেগু হলেও, তুমি তো তুমিই। মণ্টেগু কি? একটা নাম। নাম তো হাত নয়, পা নয়, মুখ নয়, নয় মানুষের অবশ্য অংগ। অন্য কোন নাম নিতে পারো না? নামে কি আসে যায়? গোলাপকে যে নামেই ডাকো না কেন, গন্ধ তার থাকবে সমান মধুর। তেমনি রোমিও নামে না ডাকলেও, নামহীন রোমিও থাকবে সমান সুন্দর। ঐ নামের আবরণ শুধু খুলে ফেল, রোমিও, বদলে আমার সর্বস্ব নিয়ে যাও তুমি।

রোমিও। তোমার কথাই রাখলাম। বলো আমায় ভালোবাসো, সংগে সংগে নতুন নাম নেব। রোমিও আর থাকবোনা আমি।

জুলিয়েট। কে তুমি রাতের যবনিকায় লুকিয়ে আমার মনের কথা শুনছ?

রোমিও। কে আমি? আমার নাম যে উচ্চারণ করিতে পারছ না, কারণ আমার নাম তোমার ঘৃণার পাত্র, সে তোমার শত্রু। লিখিত শব্দ মাত্র হলে ছিঁড়ে ফেলতাম।

জুলিয়েট। ঐ কটি কথাতেই চিনতে পেরেছি কণ্ঠস্বর। তুমি না রোমিও, তুমি না মণ্টেগু?

রোমিও। কোনোটাই না, কারণ ঐ নামদুটি তোমার পছন্দ নয়।

জুলিয়েট। এখানে কি করে এলে, কেন এলে? উদ্যানের উচ্চ প্রাচীর অতিক্রম করা তো সহজ নয়। আর যদি ধরা পড়ো তোমার মৃত্যু সুনিশ্চিত, কারণ তুমি আমাদের শত্রু।

রোমিও। প্রেমের সূক্ষ্ম পাখায় ভর করে প্রাচীর লঙ্ঘন করেছি, কারণ পাথরের দেয়াল তো প্রেমকে বাধা দিতে পারে না। প্রেম বেপরোয়া, যা পারে তাই করে। তাই তোমার আত্মীয়দের বাধা বলে স্বীকার করি নি।

জুলিয়েট। এখানে দেখতে পেলে ওরা তোমায় হত্যা করবে।

রোমিও। ওদের বিংশতি তরবারের চেয়ে বেশি বিপদ তোমার নয়ন বাণে। তুমি প্রসন্ন হও, তবেই ওদের বিদ্বেষকে অগ্রাহ্য করার শক্তি পাবো।

জুলিয়েট। এখানে আসার পথ বলে দিল কে?

রোমিও। প্রেম; তার তাগিদেই জিজ্ঞেস করে নাম জেনে নিলাম। সে আমায় দিয়েছে উপদেশ, আর আমি তাকে দিয়েছি দৃষ্টি। আমি নাবিক নই; কিন্তু তুমি যদি বাস করতে সুদূরের মহাসাগরের তরংগক্ষুব্ধ বেলাভূমিতে, এমন এক রত্নের জন্য আমি বেরিয়ে পড়তাম অভিযানে।

জুলিয়েট। রাতের অন্ধকারে আমার মুখ লুক্কায়িত; নইলে যা শুনে ফেলেছ তাতে এখুনি নারীসুলভ সংকোচে রক্তিম হোতো আমার মুখ। আমার উচিত সামাজিক আচার রক্ষা করা, উচিত যা বলেছি তা প্রত্যাহার করে নেওয়া। কিন্তু দূর হোক সাংসারিক বন্ধন! তুমি কি আমায় ভালবাস? আমি জানি তুমি বলবে, হ্যাঁ, আর আমিও বিশ্বাস করবো। কিন্তু যদি তুমি বিশ্বাসভংগ

করো ? প্রেমিকরা যখন শপথ করে, লোকে বলে বিধাতা অলক্ষ্যে হাসেন। রোমিও, যদি তুমি সত্যি ভালবাসো, অন্তরের সমস্ত বিশ্বাস নিয়ে বল একবার। তুমি কি ভাবছো বড় বেশি সহজে ধরা দিচ্ছি আমি ? বেশ, তবে আমি গম্ভীর হয়ে ভ্রূকুটি করে তোমায় প্রত্যাখ্যান করছি। না, তাও পারছিনা। বড় বেশি ভালবেসে ফেলেছি তোমায়। তাই ভাবতে পারো আমি লঘুচিত্ত। কিন্তু বিশ্বাস করো, কৌশলে যারা প্রত্যাখ্যানের ভান করে তাদের চেয়ে ঢের বেশী সতীত্বের পরীক্ষা আমি দিতে পারবো। আমিও প্রত্যাখ্যানের অভিনয় করতে পারতাম, কিন্তু আমার অজান্তে যে আমার প্রেমের স্বীকারোক্তি তুমি শুনে ফেলেছ। তাই, ক্ষমা কোরো আমায়, আমার আত্মসমর্পণকে প্রেমের খেলা বলে ভুল কোরো না।

রোমিও। গাছের পাতায় রূপোর কাঠি ছুঁইয়ে দিয়েছে যে চন্দ্র, তার নামে শপথ করছি –

জুলিয়েট। না, না, চাঁদের নামে শপথ কোরো না, চাঁদের মন অস্থির তাই প্রতিমাসে এতবার তার রূপ পরিবর্তন হয়। তোমার প্রেম কি সেইরকম ?

রোমিও। কিসের নামে শপথ করবো তবে ?

জুলিয়েট। প্রয়োজন নেই শপথের। আর যদি ,করতেই হয়, তবে নিজের পৌরুষের নামে করো, কারণ আমার আরাধনায় তুমিই দেবতা। তাহলেই বিশ্বাস করবো।

রোমিও। আমার হৃদয়ের সমস্ত ভালবাসা—

জুলিয়েট। থাক শপথ কোরো না। কিন্তু তোমায় দেখে আনন্দ হলেও, এই নিশীথ অভিসারে আমার আনন্দ নেই। এ বড় বেশি দুঃসাহসিক, বেপরোয়া, আকস্মিক। এ যে বিদ্যুতের মতন, আরম্ভ হতে না হতে শেষ। শুভরাত্রি ; প্রেমের এই কলি যেন পুনর্বার সাক্ষাতে ফুল হয়ে ফুটে ওঠে। শুভরাত্রি।

রোমিও। আমার কথার উত্তর যে পেলাম না।

জুলিয়েট। কি কথা ?

রোমিও। আমার প্রেমের প্রতিদানে তোমার প্রেমের অংগীকার।

জুলিয়েট। সে তো আমি চাইবার আগেই দিয়েছি। আমার প্রেম সমুদ্রের মত উদার, গভীর, যত দিই তোমায়, ততই থেকে যায়, কারণ সে অসীম।

[নেপথ্যে ধাত্রীর কণ্ঠস্বর]

ভেতরে কার গলা শুনলাম, বিদায় প্রিয়তম, আসছি, রোমিও, কথা রেখো। একটু দাঁড়াও, আবার আসবো এখুনি।

[প্রস্থান]

রোমিও। কি আনন্দ, কি আনন্দের এই রাত্রি। আবাব রাত্রি বলেই আশংকা, এ সব স্বপ্ন নয় তো? মরীচিকার ছলনা?

[উর্ধে জুলিয়েটেব পুনঃপ্রবেশ]

জুলিয়েট। দুটি মাত্র কথা, প্রিয়তম বোমিও, তারপব সত্যিই বিদায়। কাল তোমার কাছে লোক পাঠাবো, যদি সত্যিই ভালবাসাব মর্যাদা রাখতে চাও তবে ওকে দিযে খবর পাঠিয়ো কোথায় কখন আমাদেব হবে শুভপবিণয়। তারপর আমার সর্বস্ব তোমার পায়ে ঢেলে দেব, এ সংসারে যেখানে তুমি যাবে হবো তোমার অনুগামী—

ধাত্রী। (নেপথ্যে) জুলিয়েট।

জুলিয়েট। আসছি এখুনি। আর যদি তোমার উদ্দেশ্য অশুভ হয়ে থাকে, মিনতি করছি—

ধাত্রী। (নেপথ্যে) জুলিয়েট।

জুলিয়েট। ওরে বাবা, এলাম বলে।—মিনতি করছি, বন্ধ কর আবেদন নিবেদনের এই খেলা, আমার মনের দুঃখ মনেই থাকবে। কাল লোক পাঠাবো।

রোমিও। আমার অন্তরতম সাক্ষী—

জুলিয়েট। শুভরাত্রি! [প্রস্থান]

রোমিও। অশুভ রাত্রি, কারণ তোমার নয়নদীপ্তি নির্বাপিত।

[প্রস্থানোদ্যত। ঊর্ধ্বে জুলিয়েটের পুনঃপ্রবেশ]

জুলিয়েট। রোমিও!

রোমিও। বলো!

জুলিয়েট। কাল কখন লোক পাঠাবো?

রোমিও। নটার সময়ে!

জুলিয়েট। ভুলবো না, কাল নটা বাজতে এখনো এক যুগ। কেন তোমায় ডেকে আনলাম ভুলে গেছি।

রোমিও। যতক্ষণ মনে না পড়ে এইখানেই দাঁড়িয়ে থাকতে দাও।

জুলিয়েট। তবে তো আর মনেই পড়বে না।

রোমিও। খুব ভাল, তবে দাঁড়িয়েই থাকা যাক। সব ভুলে যাও, শুধু মনে জেগে থাক এই ক্ষুদ্র জগৎ।

জুলিয়েট। ভোর হয়ে এলো, এখন তোমার চলে যাওয়াই উচিত, শুভরাত্রি শুভরাত্রি। বিদায়ের ব্যথা এমনই মধুর, যে ইচ্ছা হয় শুভরাত্রি বলতে বলতে রাত্রি কাটিয়ে দিই।

[প্রস্থান]

রোমিও। আঁখিপাতে ঘুম আসুক, শান্তি আসুক তোমার বক্ষে। ইচ্ছা হয় আমিই নিদ্রা হয়ে, শান্তি হয়ে তোমার দেহখানাকে জড়িয়ে থাকি।

তৃতীয় দৃশ্য

পাদ্রী লরেন্স্-এর প্রকোষ্ঠ।

[সাজি হস্তে লরেন্স্-এর প্রবেশ]

লরেন্স্ রাত্রির ভ্রুকুটির জবাবে ধূসর-চক্ষু উষা হাসছে। পুবের মেঘে আলোর অংকন। আলোর কণা গায়ে মেখে অন্ধকার মাতালের মতন টলছে, পথ ছেড়ে দিচ্ছে সূর্যরথের প্রতীক্ষায়। সূর্যের রক্তচক্ষুতে শিশির শুকিয়ে যাবে। তার আগেই এই ডালা ভরে

রাখতে হবে ওষধি লতায় আর মহৌষধি ফুলে। ধরণী প্রকৃতির জন্মদাত্রী; সেই ধরণীর গর্ভ থেকে কতরকম মহাগুণসম্পন্ন গাছ-গাছড়া-প্রস্তর পায় মানুষ। এ জগতে যে সবচেয়ে ভীষণ, মাটির বুকে সেও রেখে যায় খানিক ভাল। যে সর্বাংশে ভাল সেও সামান্য ভুলে অপরাধ করে বসে। সামান্য হেরফেরে পুণ্য হয়ে যায় পাপ; আর সামান্য দৃঢ়তায় পাপকে মনে হয় মহান। এই অর্ধস্ফুট কোরকে তেমনি একই সংগে থাকে বিষ ও ঔষধ; এর গন্ধে আছে আনন্দ, আস্বাদনে মৃত্যু। দুই যুদ্ধমান শত্রু একই সংগে বাস করে, যেমন এই ফুলে, তেমনি মানুষের অন্তরে। যখন এই যুদ্ধে পাপের জয় হয়, তখনই কীটের রূপে এই ফুলের হৃদয়কে বিদীর্ণ করে মৃত্যু।

[রোমিওর প্রবেশ]

রোমিও। সুপ্রভাত গুরুদেব।

লরেন্স্। শুভমস্তু! এত ভোরে কেন এই সম্ভাষণ? পুত্র, অনুমান হয় তোমার মস্তিষ্ক অপ্রকৃতিস্থ, নইলে এত সকালে শয্যা ত্যাগ করে আসা কেন? বৃদ্ধের মাথায় থাকে রাজ্যের দুশ্চিন্তা, আর দুশ্চিন্তায় নিদ্রায় আদায় কাঁচকলায়। কিন্তু অপাপবিদ্ধ যৌবনে ভারহীন অন্তরে শয়ন করলে ঘুমের নিরংকুশ রাজত্ব হওয়া উচিত। তাই এই ভোরে ওঠা দেখে বুঝতে পারছি তোমার চিত্তচাঞ্চল্য ঘটেছে। আর তা যদি না হয় তা হলে বুঝতে হবে আমাদের রোমিও রাত্রে শোয়নি আদৌ।

রোমিও। ঠিক ধরেছেন; নিদ্রার চেয়ে মধুর বিশ্রাম আমি পেয়েছি।

লরেন্স্। ঈশ্বর ক্ষমা করুন—রোজেলাইনের সংগে রাত কাটালে নাকি?

রোমিও। রোজেলাইনের সংগে? না, না, ও নাম আমি ভুলে গেছি, ও নামের চিন্তায় এখন কষ্ট হয়।

লরেন্স্। বাঃ! বেশ! তবে কোথায় ছিলে?

রোমিও। আর একবার জিগ্যেস করার আগেই সব খুলে বলছি। গিয়েছিলাম শত্রুগৃহে ভোজসভায়। সেখানে হঠাৎ একজনকে দেখে পাগল হয়েছি; সেও আমার জন্যে পাগল। আমাদের দুজনের প্রাণ এখন

আপনার হাতে। আমার মনে কোন বিদ্বেষ নেই, গুরুদেব শত্রুকন্যাকে আমি ভালবাসি।

নরেন্‌স্। একটু সহজ করে, খোলসা করে বল দেখি। হেঁয়ালি বললে হেঁয়ালিতেই জবাব পাবে।

রোমিও। বেশ, তবে সহজ কথায় শুনুন, আমি মহাধনী ক্যাপিউলেটের কন্যাকে ভালবাসি। সেও আমায় চায়। বিবাহ-বন্ধনে আমাদের বেঁধে দেবেন আপনি। কোথায়, কখন, কেমন করে দেখা হোলে পরে বলবো। শুধু এই আমার অনুরোধ, আজকেই আমাদের বিবাহ দিতে স্বীকৃত হন।

নরেন্‌স্। সাধু ফ্রানসিসের দোহাই এত দ্রুত পরিবর্তন কি করে ঘটে? যে রোজেলনাইকে এত ভালবাসতে তাকে এত শীঘ্র পরিত্যাগ করলে? আজকালকার ছেলেরা কি তবে হৃদয় দিয়ে ভালবাসেনা, ভালবাসে চোখ দিয়ে? যীশু ও মেরীমাতা আমাদের সহায়! ঐ গাল বেয়ে কত অশ্রু গড়িয়েছে রোজেলাইনের জন্য। এখনো তোমার দীর্ঘশ্বাসে আকাশ কম্পিত! এখনো তোমার বিলাপ আমার কানে বাজছে! ঐ গালে হয়তো এক-আধ ফোঁটা চোখের জল থাকতে পারে যা মোছেনি এখনো! তখন যদি প্রতারণা না করে থাক, তবে অত শোক সব তো রোজেলাইনের জন্যই। হঠাৎ এই পরিবর্তন? তাহলে এটাও মেনে নাও— পুরুষ যদি এত দুর্বল হয় তবে নারীরও অসতী হওয়ার অধিকার আছে!

রোমিও রোজেলাইনকে ভালবাসতাম বলে আপনিই তো অনেক ভর্ৎসনা করতেন।

নরেন্‌স্। ভালবাসতে বলে নয়, উন্মাদ হতে বলে।

রোমিও। সে ভালবাসাকে বিসর্জন দিতে বলেছিলেন।

নরেন্‌স্। চিরতরে নয়, প্রকৃত ভালবাসাকে পেতে হলে উন্মাদনাকে বিসর্জন দিতে হয়।

রোমিও। আর ভর্ৎসনা করবেন না, এবার যাকে ভালবাসি সে আমায় চায়; আগের জন তো চায় নি।

লরেন্‌স্‌। সে বুঝতে পেরেছিল যে তোমার পুঁথি-পড়া প্রেম ; বানান জানতে না। যাক, এস চপলমতি বালক! একটি কারণে তোমায় সাহায্য করতে সাধ যাচ্ছে—এই শুভ পরিণয় থেকে তোমাদের দুই পরিবারের হিংসার অবসান হ'তে পারে।

রোমিও। চলুন, আমার বিলম্ব সইছে না।

লরেন্‌স্‌। ধীরে, ঠাণ্ডা মাথায়! দ্রুত যার গতি, আকস্মিক তার পতন।

চতুর্থ দৃশ্য

রাজপথ

[বেনভোলিও ও মারকুশিওর প্রবেশ]

মারকুশিও। রোমিওটা গেল কোথায়? কাল রাত্রে বাড়ী আসেনি?

বেনভোলিও। অন্ততঃ ওর পৈতৃক আবাসে যে আসেনি সেটা ওর চাকরের মুখ থেকে জানলাম।

মারকুশিও। এ সেই ফ্যাকাশে-পানা পাষাণ-হৃদয় মেয়েটার কাজ, ঐ রোজেলাইন; এমন দাগা দিচ্ছে যে রোমিও হতভাগা পাগল হয়ে যাবে।

বেনভোলিও। ক্যাপিউলেটের ভ্রাতুষ্পুত্র টিবল্ট একখানা চিঠি পাঠিয়েছে রোমিওর বাবার কাছে।

মারকুশিও। নিশ্চয়ই দ্বন্দ্বযুদ্ধের আহ্বান!

বেনভোলিও। রোমিও ও চিঠির জবাব দিতে জানে।

মারকুশিও। লিখতে জানলেই চিঠির জবাব দেওয়া যায়, এমন কিছু শক্ত নয়।

বেনভোলিও। বলছি সে চিঠির লেখককে মুখোমুখি জবাব দেয়ার ক্ষমতা রাখে।

মারকুশিও। হায়! বেচারা রোমিও। সে যে ইতিমধ্যে মরে আছে। শ্বেতাংগিণীর কৃষ্ণচক্ষুর কটাক্ষে বিদ্ধ! প্রেমের গানে তার কর্ণ

গুলিবিদ্ধ! মদনের ফুলশরে তার হৃৎপিণ্ডের মর্মস্থল দ্বিধাবিভক্ত। আর টিবল্টের মোকাবিলা করবে সে কি এমন মরদ?

বেনভোলিও। কেন, টিবল্ট এমন কি মহাবীর?

মারকুশিও। এটুকু বলতে পারি টিবল্ট মার্জারের চেয়ে ধূর্ত! উনি হলেন আদবকায়দার পরাক্রান্ত সেনাপতি। উনি তলোয়ার খেলেন গানের মতন, তাল-ছন্দ-লয় বজায় রেখে। সুর লাগতে না লাগতেই এই এক, এই দুই, এই তিন—তৃতীয় আঘাত তোমার বুকে। সূক্ষ্ম রেশমের জামা পরা টুনটুনিদের কশাইয়ের মতন কেটে থাকেন। যোদ্ধা, বাবা যোদ্ধা। বিরাট পরিবারের বিরাট ভদ্রলোক। আহা, অমর তাঁর অসিচালনা—আক্রমণ, প্রতিরোধ, হাই।

বেনভোলিও। হাই আবার কি?

মারকুশিও। এই বিচিত্র আধো-আধো উচ্চারণ কেতাদুরস্তের বংশ চুলোয় যাক। শালারা নূতন এক ভাষায় কথা কয়। 'সাধু তরবার। সাধু পৌরুষ। সাধু বেশ্যা!' এ এক অভিশাপ হয়ে দাঁড়িয়েছে। যেখানে যাই দেখি এই সব রঙীন মৌমাছিদের। এই ফুলবাবুদের, এই অনবরত কুর্নীশকারীদের। নয়া আদব-কায়দা বজায় রাখতে এরা এত ব্যস্ত যে একদণ্ড কোথাও সুস্থির হয়ে বসতে পারে না। আহা, ওরা কি অমায়িক—কি অমায়িক!

[রোমিওর প্রবেশ]

বেনভোলিও। ঐ যে রোমিও আসছে, রোমিও আসছে!

মারকুশিও। ডিম্বহীন শুটকি মাছের মতন চেহারা! হায় নরমাংস, তুমি এমন মৎস্যায়িত হয়ে গেছ! মহাশয় রোমিও, বোঁ জুর! ফরাসী ভাষায় আপনাকে অভিবাদন করলেম, কারণ গত রজনীতে ফরাসীর মতনই আমাদের ঠকিয়েছেন।

রোমিও। সুপ্রভাত বন্ধুগণ! ঠকালাম কখন?

মারকুশিও। কেটে পড়লেন যে, চম্পট! মনে পড়ছে না?

রোমিও। আমায় ক্ষমা কোরো, মারকুশিও বিশেষ কাজ ছিল ও রকম কাজ থাকলে ভদ্রতা রক্ষা করা কঠিন।

মারকুশিও। ভদ্রতা রক্ষা করা কঠিন? কেন? মাথা ঝোঁকাতে পাছায় লাগছিল?

রোমিও। কুর্নীশ করার সময় ছিল না।

মারকুশিও। সেটা হাড়ে হাড়ে টের পাইয়েছ।

রোমিও। খুব ভদ্রভাবেই বোঝালাম।

মারকুশিও। হ্যা বিরহীর কাতর বিলাপের চেয়ে এ-ই ভাল। এইতো চাই। আজ তুমি বেশ মিশুকে, এদ্দিনে তুমি রোমিও। এদ্দিনে তুমি সত্যিকারের তুমি, আচরণে ও স্বভাবে। প্রেম প্রলাপ বকে, হাঁপাতে হাঁপাতে ছুটে বেড়ায়•চারিদিকে খুঁজে বেড়ায় একটি গহ্বর—

বেনভোলিও। থাক, থাক, আর এগিও না।

মারকুশিও। এমন একখানা কাহিনীর মাঝখানে বেরসিকের মত থেমে যাব?

বেনভোলিও। নইলে কাহিনীটা বিরাট হয়ে পড়বে যে।

মারকুশিও। মহাপ্রমাদ। অতি ছোট কাহিনী। কাহিনীর গভীরে প্রবেশ করতে উদ্যত হয়েছিলাম আর বেশীক্ষণতো চলতো না।

রোমিও। এ আবার কি বিচিত্র পোষাক!

[ধাত্রী ও পিটারের প্রবেশ]

মারকুশিও। ঐ পাল দেখা যায়! দূরে জাহাজ!

বেনভোলিও। দুখানা, দুখানা! একটি জাহাজ, একটি গাধাবোট!

ধাত্রী। পিটার!

পিটার। যাই!

ধাত্রী। আমার পাখা!

মারকুশিও। পাখায় মুখখানা ঢেকে দিলে হয় না পিটার? কারণ পাখাটাই বরং দেখতে সুন্দর!

ধাত্রী। প্রাতঃপ্রণাম ভদ্রমহোদয়গণ!

মারকুশিও। ভোরকালীন প্রণাম, ভদ্রমহোদয়া!

ধাত্রী। ভোর! এখনো ভোর নাকি!

মারকুশিও। ভোর হয়ে গেছে। ঘড়ি তার চঞ্চল হাত বাড়িয়ে দ্বিপ্রহরের ইন্দ্রিয় বিশেষ চেপে ধরেছে।

ধাত্রী। যা এখান থেকে! কি বিটকেল লোকরে বাবা!

রোমিও। ইনি ঈশ্বরের এক চরম হিসেবের ভুল!

ধাত্রী। বা ভাল বলেছেন তো! ঈশ্বরের হিসেবের ভুল বললো না? ভদ্রমহোদয়গণ আপনাদের কেউ বলতে পারেন রোমিও নামে এক যুবককে কোথায় পাওয়া যাবে!

রোমিও। আমি বলতে পারি, কিন্তু যদ্দিনে আপনি তাকে খুঁজে বার করবেন তদ্দিনে সে আর যুবক থাকবে না, বুড়িয়ে যাবে। যাক, বর্তমানে যুবক রোমিও বলতে বোধহয় আমাকেই বোঝায়।

ধাত্রী। ভাল বলেছেন তো।

মারকুশিও। তেমন ভাল বলেন নি, যথেষ্ট খোঁচা মেরে বলেছেন আপনি সে অর্থে ধরলেন না, এটা অবশ্য খুব বুদ্ধিমানের কাজ হয়েছে।

ধাত্রী। আপনি যদি তিনি হন, তবে গোপেন কিছু কথা আছে।

বেনভোলিও। বোধ হয় কোনো ভোজে নিমন্ত্রণ করবে।

মারকুশিও। দূতী! চর! কুটনী! বুঝেছি!

রোমিও। হঠাৎ বুঝলে কি?

মারকুশিও। ও ভোজসভায় খাবার নেই, আছে বিগতযৌবনা লোলচর্ম এক মেয়েমানুষ।

(গান)

হায় নানা রকম মাংস খেতে বড় ভাল লাগে
তবে বুড়ির দেহের মাংসে আমার দাঁতকপাটি লাগে—
রোমিও, বাড়ী ফিরছো তো? ওখানে আমরা খাব যে।

রোমিও। এগোও আসছি—

মারকুশিও। বিদায়, হে বৃদ্ধা, বিদায়! নারী, নারী, নারী!

[মারকুশিও ও বেনভোলিওর প্রস্থান]

ধাত্রী। হ্যাঁ বিদেয় হও। কে ঐ বজ্জাত ছোটলোক বলুন দিকি! পেটে পেটে এত!

রোমিও। উনি এক আশ্চর্য ভদ্রলোক, নিজের কথা শুনতে বড় ভালবাসেন। একমাসে যা শোনেন, একমিনিটে তার চেয়ে বেশি বলেন।

ধাত্রী। আমার সম্বন্ধে কিছু বললে ঠাণ্ডা করেদেব, হাঁ, ওর মতন কুড়িটা মদ্দ এলেও! নিজে যদি না পারি তো যারা পারে তাদের ডেকে আনব। পাজী বদমাইশ! আমাকে কি ওর ভাড়াটে মাগী পেয়েছে, না রাস্তার গস্তানী পেয়েছে! (পিটারের প্রতি) আর তুই! আমাকে যথেচ্ছ ব্যাভার করে গেল আর তুই দাঁড়িয়ে দেখলি?

পিটার। কই তোমাকে যথেচ্ছ ব্যাভার করে তো কাউকে যেতে দেখিনি। দেখলে তলোয়ারখানা ধাঁ করে খাপ থেকে বেরিয়ে পড়তো, হ্যাঁ। আর পাঁচটা লোকের চেয়ে আমি কম যাই না। যদি অবশ্য মারামারির একটা তেমন তেমন কারণ পাই আর যদি আইন আমার দিকে থাকে।

ধাত্রী। ঈশ! আমার এমন রাগ হচ্ছে যে সর্বাংগ কাঁপছে। পাজী বদমাইশ! শুনুন, একটা কথা আছে। ঐ যে বললাম, মেয়েটি আমাকে পাঠিয়েছে আপনাকে খুঁজে বার করতে; যা বলতে বলেছে তা না হয় না-ই শুনলেন; কিন্তু একটা কথা বলে রাখি: যদি মেয়েটাকে যাকে বলে গাছে তুলে দিয়ে মই কেড়ে নেন, তবে সেটা যাকে বলে অত্যন্ত গর্হিত কার্য হবে। কারণ মেয়েটা নিতান্ত কচি। তাই যদি তাকে ফাঁকি দেন সেটা ভদ্র মহিলার প্রতি অতীব বদখত ব্যবহার হবে। সেটা ভদ্র লোকের কাজ হবে না।

রোমিও। ওকে আমার হয়ে বোলো আমি সদর্পে বলতে পারি—

ধাত্রী। বাঃ, বাঃ, বলবো, ওকে বলবো। ভগবান, মেয়েটা আহ্লাদে আটখানা হবে।

রোমিও। কি বলবে ওকে? আমার কথাটা শুনলে না তো!

ধাত্রী। বলবো যে আপনি সদর্পে বলছেন। এবং সেটা আমার বিবেচনায় ভদ্রলোকের যুগ্যি প্রস্তাব।

রোমিও। আজ বিকেলে ও যেন কোন ছল করে গির্জের চলে আসে সেখানে পাত্রী লরেন্স্-এর ঘরে আমাদের বিবাহ হবে। এই না ও তোমার পরিশ্রমের কিঞ্চিৎ মূল্য।

ধাত্রী। না, না, একটা পয়সা নেবো না।

রোমিও। নিতেই হবে।

ধাত্রী। আজ বিকেলে তো? ও থাকবে ওখানে।

রোমিও। দাঁড়াও। ঘণ্টাখানেক পরে গীর্জার প্রাচীরের পিছনে আমার ভৃত্যের সংগে দেখা কোরো, সে তোমায় একটি দড়ির মই দেবে। আজ রাত্রের গোপনে ঐ মই হবে আমার আনন্দের চরম শিখরে ওঠার সোপান। বিদায়, আমার কথামত কাজ কোরো তোমায় প্রচুর অর্থ দেব। বিদায়, তোমার প্রভুকন্যাকে আমার অভিবাদন জানিও।

ধাত্রী। ভগবান তোমায় অশীর্বাদ করুন। শুনুন মশাই।

রোমিও। কি বলছ?

ধাত্রী। আপনার ভৃত্যের পেটে কথা থাকে তো। শোনেননি, অধিক সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্ট?

রোমিও। কথা দিচ্ছি, সে অত্যন্ত বিশ্বস্ত।

ধাত্রী। দেখুন দাদা, আমার জুলিয়েটের মতন মিষ্টি মেয়ে—হায় ভগবান, যখন এই এতটুকু ছিল, আধো আধো কথা কইতো—ওহো শহরে এক অভিজাত পুরুষ আছেন তার নাম প্যারিস, তারও বড় ইচ্ছে ওকে বঁড়শীতে টপ করে গেঁথে নেয়, কিন্তু মেয়ে আমার ওকে দু'চক্ষে দেখতে পারে না। মাঝে মাঝে আমি তাকে খুব বলি, খেপাই, বর হিসাবে প্যারিসই ভাল, তখন বেচারীর মুখখানা একেবারে হলধর পটলের মতন থমথম করতে থাকে। আচ্ছা, রোমিও আর রজনীগন্ধা দুটোই তো একই অক্ষর দিয়ে শুরু?

রোমিও। হ্যাঁ, তাতে কি হোল? দুটোই "র" দিয়ে আরম্ভ।

ধাত্রী। এঁ্যা ঠাট্টা করছো। রজনী তো মনিবের কুকুরটার নাম। 'র' দিয়ে যেন কি আরেকটা—না, অন্ত কি একটা অক্ষর দিয়ে যেন

কথাটা আরম্ভ। যাই হোক, তোমাকে আর রজনীগন্ধাকে নিয়ে জুলিয়েট এমন একখানা সুন্দর ভাবলেশহীন কবিতা বেঁধেছে যে শুনলে মোহিত হয়ে যাবে।

রোমিও। ওকে আমার ভালবাসা জানিও।

ধাত্রী। হাজারবার জানাবো। পিটার।

[রোমিওর প্রস্থান]

পিটার। যাই।

ধাত্রী। আগে আগে চটপট!

[দুইজনের প্রস্থান]

পঞ্চম দৃশ্য

ক্যাপিউলেট উদ্যান

[জুলিয়েটের প্রবেশ]

জুলিয়েট। দাই-কে যখন পাঠালাম ঘড়িতে তখন নটা, আধ ঘণ্টার মধ্যে ফিরে আসবে কথা দিয়েছিল। হয়তো দেখাই হয় নি। না, তা হতে পারে না। ও। ও হাঁটতে পাবে না যে। পাহাড়ের কোল থেকে অন্ধকারকে সবিয়ে দেয যে সূর্যরশ্মি তাব চেয়ে শতগুণ দ্রুতগতি মানুষেব চিন্তা, সেই চিন্তারই হওয়া উচিত প্রেমের দূত। তাই হালকা-পাখা পাযরা হোলো প্রেমেব প্রতীক, তাই মদনদেব আকাশচারী। সূর্য এখন দিবস-অভিযানেব উচ্চ শিখরে; নটা থেকে বারোটা হোলো দীর্ঘ তিন ঘণ্টা, তবু এখনো এল না সে। ও যদি ভালবাসতে পারতো, ওর শিরায় যদি বইত যৌবনের উত্তপ্ত রক্ত, তবে তার গতি হ'তো উদ্দাম, আমার কথা নিয়ে ছুটে যেত আমার প্রেমিকের কাছে, তার সংবাদ নিয়ে ছুটে আসতো আমার কাছে। বৃদ্ধদের এই এক স্বভাব, ভান করে মৃতের, বিশৃংখল, মন্থর, ক্লান্ত, বিবর্ণ।

[ধাত্রী ও পিটারের প্রবেশ]

ভগবান। এই যে এসেছে। কি খবর? দেখা হয়েছে ওর সংগে? তোমার লোকটাকে যেতে বলো।

ধাত্রী। পিটার, দরজায় গিয়ে দাঁড়া। [পিটারের প্রস্থান]

জুলিয়েট। এবার বলো! হায় ভগবান। অমন মুখভার করে আছ কেন? দুঃসংবাদ হলেও সেটাও হাসি মুখে বলা যায়। আর সুসংবাদ যদি হয় তবে তার সুমধুর সুরকে তুমি বিরস মুখে অপমান করছো।

ধাত্রী। হাঁপিয়ে পড়েছি, একটু ক্ষ্যামা দে দিকি। উঃ, হাঁড়ের গাঁটে গাঁটে ব্যথা। কি ঘোরাঘুরিটাই না করতে হোলো।

জুলিয়েট। আমার হাড়গুলো খুলে নাও, বদলে শুধু কি খবর বলো। পায়ে পড়ছি তোমাব, বলো। বলো না।

ধাত্রী। আঃ, এত তাড়া কিসের? একটু সবুর করতে পারিস না? দেখছিস না, আমার দম বেরিযে গেছে?

জুলিয়েট। দম বেরিযে গেছে মানে? দম যে বেরিয়ে গেছে সেটা বলার দম তো ষোলো আনা আছে। কথাটা না বলার জন্তে যত ওজর আপত্তি করছ তার চেয়ে কথাটাই তো ছোট হোতো। আচ্ছা, খবব ভাল না খারাপ, শুধু এইটুকু বলো। এ দুটোর একটা বলে ফেলো, বাকি বৃত্তান্ত পরে বললেও হবে। ভাল না খারাপ, শুধু এইটুকু বলে আমাকে শান্তি দাও।

ধাত্রী। কি আব বলবো, বোকার মতন পছন্দ করেছিস, বর বেছে নেয়া কি তোর কর্ম? রোমিও? না, ও সুবিধের নয়, যদিও দেখতে অমন সুন্দর আর কাউকে দেখিনি, তবু পায়ের গড়নই বা কম সুন্দর কি? আর দেহখানা সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলার না থাকলেও, তুলনা নেই। আদব কায়দা খুব ভাল না জানলেও, ভারী বিনয়ী। নিজের পথ নিজেই দেখে নে, মা, ভগবানের নাম কর। খাওয়া দাওয়া হয়েছে?

জুলিয়েট। না, না। এসব তো আগেই জানি। আমাদের বিয়ের সম্বন্ধে কি বললো? ও ব্যাপারটার কি হবে?

ধাত্রী। ভগবান, মাথায় কি যন্ত্রণা! কি বিষম মাথা-ধরা! ভেতরে এমন হাতুড়ি পিটছে যেন ছিঁড়ে পড়বে। উঃ, পিঠের ওদিকটায়! পিঠ, আমার পিঠ। এই তোর জন্যেই আমাকে এদিক-ওদিক ঘোরাঘুরি করে মরতে হোলো।

জুলিয়েট। তোমার যে শরীর খারাপ এ জন্যে সত্যি বলছি খুব দুঃখ হচ্ছে। পায়ে পড়ি, পায়ে পড়ি তোমার, কি বললো আমার রোমিও।

ধাত্রী। তোর রোমিও বললো, খাঁটি ভদ্দরলোকের মত, অমায়িক, দয়ালু, সুপুরুষ আর আমার বিবেচনায় সচ্চরিত্র লোকের মত বললো— তোর মা কোথায়?

জুলিয়েট। মা কোথায়! মা ঘরে, আবার কোথায়? এ আবার কি অদ্ভুত জবাব! "তোর রোমিও ভদ্দরলোকের মতন বললো, তোর মা কোথায়?"

ধাত্রী। এঃ, আবার গরম হওয়া হচ্ছে! তুই ভেবেছিস কি বল দেখি? এই কি আমার ভাজা হাড়মাসের দাওয়াই? এর পর থেকে নিজের খবর নিজেই যোগাড় করে আনবি।

জুলিয়েট। উঃ, কি রাগ! বলো না, রোমিও কি বললো?

ধাত্রী। আজ গির্জায় যাওয়ার অনুমতি নিয়ে রেখেছিস?

জুলিয়েট। হ্যাঁ।

ধাত্রী। তবে এক্ষুণি ছুটে চলে যা পাদ্রী লরেনস-এর ঘরে, ঐখানে আছে তোর স্বামী, তোকে বউ করে নেবে। এইবার মুখখানার রঙ ফিরেছে, এইবার লজ্জায় রাঙা হয়ে উঠেছে! ছুটে যা গীর্জায়। আমায় অন্যদিকে যেতে হবে, একখানা মই আনতে হবে; সেই মই দিয়ে রাত্তির বেলায় তোর বর উঠে পড়বে পাখীর বাসায়। ছাই ফেলতে ভাঙা কুলো আছি আমি। আজ রাত্রে তোকেও বড় কম ধকল সইতে হবে না! যা, আমি খেতে চললাম। ছুটে চলে যা পাদ্রীর ঘরে!

জুলিয়েট। ছুটে চললাম উজ্জ্বল ভবিষ্যতের দিকে! বিদায়।

ষষ্ঠ দৃশ্য

পাদ্রী লরেন্‌স্‌-এর প্রকোষ্ঠ

[লরেন্‌স্‌ ও রোমিওর প্রবেশ]

লরেন্‌স্‌। এই পবিত্র কাজে ঈশ্বরের আশীর্বাদ বর্ষিত হোক, যাতে ভবিষ্যতে শোকে বিপর্যস্ত না হতে হয়।

রোমিও। তথাস্তু। তবে যত শোকই আসুক ওর সংগে মুহূর্তের সাক্ষাতে যে আনন্দ সে আনন্দেব তুলনায় তুচ্ছ। পবিত্র মন্ত্র উচ্চারণ কবে আমাদের দুহাত শুধু এক ক'রে দিন, তারপর প্রেমকে গ্রাস কবে আবস্ত হোক মবণ খেলা। আমি গ্রাহ্য করিনা। একবাব ওকে আমার কবে নিতে পারলেই যথেষ্ট।

লরেন্‌স্‌। এই সব উদ্দাম আনন্দের হয় শোচনীয় সমাপ্তি, আনন্দের শীর্ষেই অবসান। আগুন আর বারুদের মিলনেই ধ্বংস। যে মধু বেশি মিষ্টি সে বিস্বাদ, অরুচিকর। অতএব ভালবাসাকে পরিমিত করো। যে প্রেম চিরঞ্জীব সে চিরদিনই পরিমিত। অতি দ্রুত যার গতি অতি মন্থরের চেয়েও সে মন্থর।

[জুলিয়েটেব প্রবেশ]

ঐ যে আসছে! লঘু পদছন্দে পাষাণের গায়ে আঁচড়টুকুও পড়ছে না। প্রেম যেন আনন্দে আকাশে ওড়ে, মনে হয় শারদ বাতাসে ভেসে বেড়ানো উর্ণনাভের উপরও অনায়াসে ভর দিয়ে বেড়াতে পারে।

জুলিয়েট। আমার প্রণাম গ্রহণ করুন।

লরেন্‌স্‌। আমার হোয়ে রোমিও-ই তোমাকে সম্ভাষণ জানাক।

জুলিয়েট। তাঁকেও আমার সম্ভাষণ জানাই।

রোমিও। জুলিয়েট! আমার হৃদয়ে যে প্রেম তা যদি তুমি অনুভব করতে

আর সেটা প্রকাশ করার কৌশল যদি তোমার জানা থাকে, তবে তোমার কণ্ঠস্বরে চারিদিক ধ্বনিত হোক, সেই সংগীতে আজকের এই সাক্ষাতের যত নির্বাক আনন্দ সব ফুটে উঠুক।

জুলিয়েট। আবেগের সত্ত্বা আছে, কথা নেই, নিজেকে নিয়েই তার দম্ভ, অলংকার নিয়ে নয়। যাব অল্পই আছে সেই গুণতে বসে। কিন্তু আমার প্রেম অনন্ত, তার অর্ধেকও মেপে উঠতে পারছি না।

লরেন্‌স্‌। এস, এস, শুভস্য শীঘ্রম। তোমাদের একা রেখে যাচ্ছি না, যতক্ষণ না পবিত্র ধর্মমতে দু'জন এক দেহে হয় লীন।

তৃতীয় অংক

প্রথম দৃশ্য

ভেরোনা, সাধারণের ভ্রমণোদ্যান

[মারকুশিও, বেনভোলিও ও ভৃত্যগণের প্রবেশ]

বেনভোলিও। আমার কথা শোনো, মারকুশিও, বাড়ি চলো। গরম পড়েছে, তায় ক্যাপিউলেটরা পথে বেরিয়েছে, দেখা হলেই গণ্ডগোল বাধবে। গরম পড়লে রক্তও গরম হ'য়ে থাকে।

মারকুশিও। তুমি হচ্ছো সেই ধরনের লোক যারা মদের দোকানে ঢুকেই তলোয়ারখানা দমাস করে টেবিলে রেখে বলে ওঠে, তোর বেঁচে থাকার কোনো দরকার নেই। তারপর দ্বিতীয় পেয়ালায় চুমুক দিতে না দিতে দোকানদারের মুণ্ডু উড়িয়ে দেয়, একেবারে বিনা কারণে।

বেনভোলিও। আমি ঐরকম?

মারকুশিও। নিশ্চয়ই, মেজাজ চড়ে গেলে তোমার মতন গোঁয়ার গোবিন্দ ইটালিতে আর দুটি নেই, খেপে গেলেই মেজাজ চড়ে, আবার মেজাজ চড়লেই খেপে ওঠে।

বেনভোলিও। তার মানে?

মারকুশিও। আর যদি তোমার মতন দুটি থাকতো, তবে শিগ্‌গিরই একটিও থাকতো না, খেয়োখেয়ি করে দুটোই মরতো। কি বলব! অন্যের দাড়িতে তোমার চেয়ে এক গাছা চুল কম বা বেশি হলেই তো ঝগড়া বাধাও! তোমার ঝগড়ার ফিকিরের কি অভাব? কাউকে পটল চিরতে দেখলেই তো লড়াই বাধাও, কারণ তোমার পটলচেরা চোখ—অমন চোখ ছাড়া অমন একখানা ফিকির খুঁজে বার করবে কে? ডিমের মধ্যে যেমন সবটাই তরল পদার্থ, তোমার মস্তকটিও তেমনি ধমক দিয়ে

ঠাসা। এবং এই অবিশ্রাম ঝগড়া-মারামারিতে বেশ কয়েকবার তোমার মাথাটি ডিমের খোলার মতনই সশব্দে ফেটে চৌচির হয়েছে। রাস্তায় কেশে ফেলে তোমার কুকুরের ঘুম ভাঙিয়েছে বলে একটা লোককে ধরে ঠেঙিয়েছিলে। পরবের দিন নয়, তবু ফুলবাবু সেজে বেরিয়েছে—এই অজুহাতে একটা দর্জীকে ধরে পেটাও নি? নূতন জুতোয় পুরোনো ফিতে বেঁধেছে বলে আরেকজনকে উত্তম মধ্যম দাওনি? সেই তুমিই কিনা আজ আমাকে অহিংসা শেখাতে এসেছো।

বেনভোলিও। তোমার মতন ঝগড়াটে স্বভাব যদি আমার হোতো, তবে যে কেউ এসে নগদ কড়ি ফেলে আমার মুণ্ডুটি তলোয়ারের ডগায় গেঁথে নিয়ে যেত।

মারকুশিও। ও মুণ্ডুর আবার নগদ কি? কচু।

বেনভোলিও। সর্বনাশ! ক্যাপিউলেটরা আসছে।

মারকুশিও। আমার পৌষ মাস, রেয়াৎ করিনা।

[*টিবল্ট ও অনুগামীদের প্রবেশ*]

টিবল্ট। সংগে সংগে এস, ওদের কয়েকটা কথা জিগ্যেস করবো। সুপ্রভাত ভদ্রমহোদয়গণ, আপনাদের সংগে একটা কথা আছে।

মারকুশিও। শুধুই একটা কথা? আরেকটু হোক না—একটা কথা এবং একটি ঘুঁষি!

টিবল্ট। ঝগড়া করার ছুতো যদি খোঁজেন, তবে ও ব্যাপারে আমিও নেহাৎ কম যাই না।

মারকুশিও। ঝগড়ার ছুতো আমায় খুঁজতে হবে কেন? নিজে কি ভাজা মাছ উল্‌টে খেতে জানেন না?

টিবল্ট। মারকুশিও! তুমি রোমিওর সংগে ঘুরে বেড়াও, তোমাকে—

মারকুশিও। ঘুরে বেড়াই! অর্থাৎ? আমাদের কি রাস্তার ভিখিরি গায়ক পেয়েছেন নাকি? গায়ক যদি ঠাউরে থাকেন তবে আমাদের গানের সুরটা অত্যন্ত বেসুরো ঠেকবে। এই দেখুন আমার বেহালা, এর তালে তালে নাচতে হবে! ঘুরে বেড়াও!

বেনভোলিও। এটা সর্বসাধারণের রাজপথ। হয় কোনো বাড়ির মধ্যে যাও,

নম্র শান্ত হয়ে কথা বলো। আর না হয় যে যার পথে যাও। এখানে সবাই তাকিয়ে দেখছে।

মারকুশিও। তাকাবার জন্তেই মানুষের চোখ, তাকাক। কারুর হুকুমে আমি এক পা-ও নড়ছি না।

[রোমিওর প্রবেশ]

টিবল্ট। আপনাকে ছেড়ে দিলাম, কারণ যে লোকটাকে খুঁজছিলাম সে আসছে।

মারকুশিও। লোক মানে? উনি আপনার ভৃত্য হয়েছেন জানতাম না তো। আপনি যুদ্ধে গেলে ও পেছন পেছন যায় নাকি? নইলে ওকে 'লোক' বলে সম্বোধন করছেন কেন?

টিবল্ট। রোমিও, তোমার প্রতি আমার যে ঘৃণা তাতে একটি কথাই মাত্র বলতে পারি—তুমি একটা বদমাইশ।

রোমিও। টিবল্ট। তোমার প্রতি আমার যে ভালবাসা তাই আমার প্রজ্জলিত ক্রোধকে প্রশমিত করছে। আমি বদমাইশ নই। তাই বিদায়, দেখছি তুমি আমায় চেন না।

টিবল্ট। যে অপমান তুমি আমায় করেছো ওসব বলে উড়িয়ে দিতে পারবে না। অতএব ঘুরে দাঁড়াও, তলোয়ার টানো!

রোমিও। জীবনে তোমাকে অপমান করিনি। বরং এত ভালবাসি যে এখন তুমি ভাবতেও পারবে না—পারবে যেদিন বুঝবে কেন ভালবাসি। তাই সজ্জন ক্যাপিউলেট, ঐ ক্যাপিউলেট নাম আমার নিজের নামের চেয়েও প্রিয়, আর কিছু জানতে চেও না।

মারকুশিও। অম্লানবদনে লজ্জাকর ঘৃণ্য আত্মসমর্পণ! একটা উদ্ধত দুর্বৃত্তের কাছে নতি স্বীকার করলে? (তলোয়ার টানিয়া) টিবল্ট। ইঁদুর নিয়ে খেলবে না? সাহস আছে?

টিবল্ট। তুমি কি চাও?

মারকুশিও। হে মার্জার-সম্রাট, শুনেছি আপনার বহু জীবন, ছাদ থেকে পড়লেও মরেন না। সেই জীবনের একটা নিয়ে ছিনিমিনি খেলতে চাই। আর তারপরও যদি আপনি ভিজে বেড়াল

হয়ে টিঁকে থাকেন, তবে ঠিক করেছি স্রেফ ভাগাপেটা করে মারবো। তলোয়ারের কান পাকড়ে টানবেন কি ? তাড়াতাড়ি করুন, নইলে আমার তলোয়ার যে খোদ হুজুরের কানই কেটে নেবে !

টিবল্ট। (তলোয়ার টানিয়া) এসো, হয়ে যাক !

রোমিও। দোহাই মারকুশিও, তলোয়ার নামাও !

মারকুশিও। আসুন হুজুর, প্যাঁচ কষুন !

[দুই জনের যুদ্ধ]

রোমিও। বেনভোলিও, তলোয়ার চালিয়ে ওদের হাত থেকে অস্ত্র ফেলে দাও। ভদ্রমহোদয়গণ, কি লজ্জার কথা ! বন্ধ করুন যুদ্ধ ! টিবল্ট ! মারকুশিও ! রাজার আদেশ—ভেরোনার রাজপথে দাংগাহাংগামা চলবে না ! ক্ষান্ত হও, টিবল্ট ! মারকুশিও !

[রোমিও কর্তৃক বাধাদান ; টিবল্ট ও তাহার অনুচরবর্গের প্রস্থান]

মারকুশিও। আমার চোট লেগেছে ! তোমাদের দুই বংশই জাহান্নামে যাক ! আমার হয়ে এসেছে ! ও লোকটা চলে গেল, অক্ষত দেহে ?

বেনভোলিও। একি ? জখম হয়েছে ?

মারকুশিও। কিছু না, আঁচড়, আঁচড় লেগেছে। তবে যথেষ্ট, ঐটুকুই যথেষ্ট। ছোকরাটা কোথায় গেল ? যা তো, ডাক্তার নিয়ে আয় !

[ভৃত্যের প্রস্থান]

রোমিও। সাহস চাই ভাই, এমন কিছু তো লাগে নি।

মারকুশিও। না, না, এমন কিছুই নয়। কুয়োর মতন গভীর নয়, গীর্জার অবারিত দ্বারের মতন চওড়া নয়। তবু যথেষ্ট, কাজ চলবে। কালকে আমার খোঁজ ক'রে দেখো, দেখবে আমি জীবনের সব রহস্য জেনে ফেলেছি—কবরে শুয়ে। আমার যা মেজাজ, এ দুনিয়ায় আমায় ধরলো না। তোমাদের দুই বংশই জাহান্নমে

যাক। কি অবাক কাণ্ড! একটা কুকুর, ইঁদুরের বাচ্চা, ইঁদুর, বেড়াল—একটা আস্ত মানুষকে খামচে মেরে ফেললো। একটা দাম্ভিক দুর্বৃত্ত, বদমাইশ, কেতাব পড়ে তলোয়ার খেলা শিখেছে, তার কাছে—তুমি হঠাৎ মাঝখানে এসে পড়লে কেন? তোমার হাতের তলা দিয়েই তো তলোয়ার চালালো!

রোমিও। আমি ভালর জন্যেই করেছিলাম।

মারকুশিও। একটা কোনো বাড়ি টাড়ির মধ্যে আমায় নিয়ে চলো, বেনভোলিও, নইলে অজ্ঞান হ'য়ে যাব। তোমাদের দুই বংশই জাহান্নমে যাক! ওরা সবাই মিলে আমাকে নরকের কীটদের খাদ্য বানিয়ে ছাড়লো। আমার লীলা ঘুচলো, বুঝলে? নির্ঘাৎ ঘুচে গেল!......দুই বংশ! [পতন]

বেনভোলিও। রোমিও, মারকুশিও চলে গেছে। ঘৃণাভরে মাটির মায়া কাটিয়ে ওর অজেয় আত্মা মেঘের সংগী হয়েছে!

রোমিও। আমার জন্যে ও মৃত্যুবরণ করেছে। টিবল্টের স্বেচ্ছাচারে আমার সুনাম কলংকিত, আমার বন্ধু নিহত—মাত্র একঘণ্টা আগে এই টিবল্ট আমার পরমাত্মীয় হয়েছিল। হায় জুলিয়েট, তোমার সৌন্দর্যছটায় আমার পৌরুষ অস্তমিত, আমার সাহস নির্বাপিত! আজকের এই দুর্দৈবের এখানেই শেষ নয়; সবে শুরু হোলো হাহাকার!

বেনভোলিও। টিবল্ট ফিরে আসছে।

রোমিও। জীবিত? বিজয়গর্বে মত্ত? আর মারকুশিও নিহত? দূর হোক দয়ামায়া জ্বলে উঠুক রোষবহ্নি!

[টিবল্টের পুনঃপ্রবেশ]

টিবল্ট! এইবার টিবল্ট; আমাকে যে বদমাইশ বলেছিলে, সেই কথাটা ফিরিয়ে নিতে হবে। মাথার ওপর মারকুশিও-র অতৃপ্ত আত্মা অপেক্ষা করছে তোমার জন্যে। হয় তোমাকে নয় আমাকে, নয় দুজনকেই যেতে হবে ওর সংগে।

টিবল্ট। হতভাগ্য বালক! এ জগতে তুই-ই ছিলি ওর বন্ধু, তোকেই যেতে হবে ওর সংগে!

রোমিও। তলোয়ারই তার বিচার করবে।

[যুদ্ধ ও টিবল্টের পতন]

বেনভোলিও। রোমিও, পালাও, চলে যাও এখান থেকে। লোক জমা হচ্ছে, টিবল্ট মরে গেছে। হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে থেকো না, ধরা পড়লে রাজা তোমায় মৃত্যুদণ্ড দেবেন। যাও, পালিয়ে যাও!

রোমিও। ভাগ্যের হাতে খেলার পুতুল হয়ে গেলাম।

বেনভোলিও। দাঁড়িয়ে আছ কেন?

[রোমিওর প্রস্থান। নাগরিকবৃন্দ ও তৎপরে স-পারিষদ ভেরোনা-অধিপতি, মণ্টেগু, ক্যাপিউলেট, তৎপত্নীগণ ও অন্যান্যদের প্রবেশ]

অধিপতি এই যুদ্ধ আরম্ভ করলো কোন দুর্বৃত্ত?

বেনভোলিও মহান অধীশ্বর। আমি বলতে পারি সব। রোমিও মেরেছে ওকে, ও মেরেছে আপনার আত্মীয় মহাবীর মারকুশিও-কে।

লেডি ক্যাপিউলেট রক্তের বদলে রক্ত চাই। রাজা, আপনি স্বধর্ম পালন করুন, ক্যাপিউলেট রক্তের বিনিময়ে মণ্টেগুর রক্তপাত হোক!

অধিপতি। বেনভোলিও, এই কলহের জন্য দায়ী কে?

বেনভোলিও। টিবল্ট।

লেডি ক্যাপিউলেট ও মণ্টেগু, রক্তের টানে ও মিথ্যা কথা বলছে, সত্য গোপন করছে। অন্ততঃ কুড়িজনে মিলে ঘিরে ধরে একজনকে খুন করেছে। আমি সুবিচার চাই, রাজা, আপনাকে সুবিচার করতেই হবে। রোমিও টিবল্টকে হত্যা করেছে, রোমিও-র আর বাঁচবার অধিকার নেই।

অধিপতি। রোমিও ওকে মেরেছে, ও মারকুশিওকে মেরেছে। কার প্রাণ নেব আমি?

বেনভোলিও। রোমিও-র নয়, মহান অধীশ্বর, সে মারকুশিওর বন্ধু। ও যা অপরাধ করেছে তাতে আইনের উদ্দেশ্যই সিদ্ধ হয়েছে—টিবল্টকে সে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছে।

অধিপতি। সেই অপরাধে তাকে এই মুহূর্তে নির্বাসন-দণ্ড দিলাম। তোমাদের এই বিদ্বেষ আর রক্তপাতে আমার হৃদয় ব্যথিত। কিন্তু এবার এমন কঠোর অর্থদণ্ড দেব যে বুঝবে রাজানুগ্রহ থেকে বঞ্চিত হওয়ার ফল কি। কোনো ওজর-আপত্তি প্রার্থনা-মিনতি আমি শুনবো না, তাই কথা কয়ে লাভ নেই। রোমিও এ শহর ছেড়ে দূর হয়ে যাক্। যদি ওকে এখানে দেখতে পাই তো সেই মুহূর্তই হবে ওর অন্তিম মুহূর্ত। দেহদুটিকে নিয়ে যাও এখান থেকে। আমার আদেশের অপেক্ষায় থেক। হত্যাকারীকে করুণা করলে নূতন হত্যাকাণ্ডের পথ প্রশস্ত হয় মাত্র।

দ্বিতীয় দৃশ্য

ক্যাপিউলেট উদ্যান

জুলিয়েট। উল্কাগতি অশ্বের টানে সূর্যরথ বিলীন হোক নিজ আলয়ে। আসুক মেঘাচ্ছন্ন রাত্রি। প্রেমের প্রশস্ত সময় রাত্রি বিছিয়ে দিক তার গাঢ় আবরণ। পথচারীর চোখ আঁধারে অন্ধ হোক, যাতে রোমিও আমার বাহুপাশে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে, সকলের অলক্ষ্যে, অজান্তে। প্রেমিক নিজের জ্যোতিতে পথ দেখে চলতে পারে, আর প্রেম যদি অন্ধই হয়, তবে রাত্রিই তার উপযুক্ত সময়! এস মধু রাতি, এস প্রেমময় কৃষ্ণবর্ণ রাত্রি, আমার রোমিও-কে দিয়ে যাও। যখন ওর মৃত্যু হবে, ওকে কেটে অযুত ক্ষুদ্র তারকা সৃষ্টি ক'রো, দেখবো আকাশের মুখ এত সুন্দর হয়ে উঠেছে যে সমস্ত জগৎ রাত্রিকেই ভালবাসবে, চোখ ধাঁধানো সূর্যকে আর কেউ পুজো দেবে না। প্রেমের সৌধ গড়েছি, এখনো তাকে অধিকার করতে পারিনি; আমি দত্তা, এখনো গ্রহীতা নই। তাই দিনটা ভারী দীর্ঘ; ঠিক

যেমন পরবের আগের রাতটা দীর্ঘ মনে হয় অধৈর্য শিশুর কাছে, নূতন জামা রয়েছে, পরতে পাচ্ছে না।

[দড়ি হস্তে ধাত্রীর প্রবেশ]

কি খবর? কি এনেছ? এই দড়ির মই কি রোমিও পাঠিয়েছে?

ধাত্রী। হ্যাঁ, দড়ি এনেছি! [ভূমিতে নিক্ষেপ]

জুলিয়েট। কি? কি হয়েছে? অমন করছ কেন?

ধাত্রী। হায়, হায়! মরে গেছে, মরে গেছে, মরে গেছে! আমাদের সর্বনাশ হ'য়ে গেছে! চলে গেছে, মেরে ফেলেছে, মরে গেছে!

জুলিয়েট। ভগবান কি এত নির্দয় হতে পারেন!

ধাত্রী। রোমিও পারে, ভগবান না পারলেও। হায় রোমিও, রোমিও! কে ভাবতে পেরেছিলো? রোমিও!

জুলিয়েট। এমন ক'রে আমাকে নরকের আগুনে পুড়িয়ে মারছো কেন? রোমিও আত্মহত্যা করেছে?

ধাত্রী। নিজের চোখে দেখে এলাম তার বিরাট বুকে ক্ষতচিহ্নটা! কপাল। দেখলে চোখ ফেটে জল আসে—রক্তমাখা লাশটা পড়ে আছে। ছাই-এর মতন সাদা, রক্তে মাখামাখি, লালে লাল। দেখে অজ্ঞান হয়ে গেলাম রে।

জুলিয়েট। বুক ভেঙে যাক, রিক্ত বুক ভেঙে যাক! চোখ বন্দী হোক অন্ধকারে, দরকার নেই মুক্তি। এ দেহ ধুলোয় বিলীন হোক, শেষ হোক জীবন। রোমিওর সংগে আমিও মরবো।

ধাত্রী। হায়, টিবল্ট! টিবল্ট! ও রকম বন্ধু হয়? অমন ভদ্র হীরের টুকরো ছেলে! হায় টিবল্ট, তোমার মৃত্যুও দেখে যেতে হোলো?

এ আবার কি বলছো? রোমিও নিহত, টিবল্টও মৃত? আমার প্রিয় ভ্রাতা, আর প্রিয়তম স্বামী? তবে বাজুক এজরাফিলের বিষাণ, ধ্বংস হোক জগৎ। ও দুজন চলে গেলে বেঁচে রইল কে?

ধাত্রী। টিবল্ট চলে গেছে। রোমিও নির্বাসিত। রোমিও ওকে খুন করে নির্বাসিত।

জুলিয়েট। রোমিও-র হাত কি টিবল্টের রক্তে রঞ্জিত?

ধাত্রী। হ্যাঁ, কি আর বলবো রে! রোমিও খুন করেছে।

জুলিয়েট। ফুলের মধ্যে সাপের মতন ঐ সুন্দর দেহে এত ক্রুরতা! বাইরে সুন্দর ভেতরে রক্তলালসা! দেবদূতের বেশে শয়তান! স্বর্গীয় আবরণে জঘন্য অন্তর। সাধুর বেশে নরকের অনুচর। ভদ্রবেশী দুর্বৃত্ত!

ধাত্রী। পুরুষদের বিশ্বাস নেই, শ্রদ্ধাভক্তি নেই, সততা নেই। সবাই নীচ, সবাই মিথ্যাবাদী, সবাই প্রতারক, সবাই বিশ্বাসঘাতক। আমার চাকরটা কোথায় গেল? একটু ওষুধ খাবো! এইসব দুঃখ, কান্না, বিলাপে হঠাৎ যেন আরো বুড়িয়ে গেছি। রোমিও প্রতিফল পাবে, উঁচু মাথা হেঁট হবে।

জুলিয়েট। তোমার জীভ খসে যাবে অমন কথা কইলে। রোমিও-র মাথা হেঁট হয় না, অপমানের সাধ্য নেই ওকে স্পর্শ করে। ঐ মাথায় দিগ্বীজয়ী সম্মানের মুকুট শোভা পাবে চিরদিন। আমি ওকে অভিশাপ দিয়েছি, আমার মরণ হয় না?

ধাত্রী। যে তোর ভাইকে মেরেছে তাকে ধন্যবাদ দিবি?

জুলিয়েট। যে আমার স্বামী তাকে অপবাদ দেবো? তিনঘণ্টা আমি তার স্ত্রী, আমার জীভই তার সুনামকে জর্জরিত করেছে, তবে কে আর ওর সুনা-কে রক্ষা করবে? আমার ভাইকে হত্যা করেছে ও, নইলে আমার ভাই তো ওকে হত্যা করতো! আমার চোখের জল শুকিয়ে গেছে, এ আমার দুঃখ নয়, আনন্দ! আমার স্বামী বেঁচে আছে, টিবল্ট ওকে মারতে পারেনি! যে টিবল্ট ওকে হত্যা করতো সে নিহত! এ সব সুসংবাদ! তবু কেন চোখে জল আসে? কি একটা যেন কথা বললে তুমি —টিবল্টের মৃত্যুর চেয়ে ভয়ংকর—শেলের মতন বিঁধলো বুকে— ভুলে যাচ্ছি! মনে পড়েছে—'টিবল্ট মরে গেছে, আর রোমিও নির্বাসিত"! নির্বাসিত! ঐ একটি কথা—নির্বাসিত—অযুত

টিবল্টকে হত্যা করেছে! টিবল্টের মৃত্যুতে যদি দুঃখের শেষ হোতো, সইতাম। যদি আরো দুঃখের প্রয়োজন ছিল, তবে আমার পিতার বা মাতার বা দুজনেরই মৃত্যু সংবাদ নিয়ে এলে না কেন, দাই? রোমিও নির্বাসিত! ঐ কথা উচ্চারণের সংগে সংগে আমার পিতা, মাতা, টিবল্ট, রোমিও, জুলিয়েট সবাই নিহত, সবাই মৃত! ঐ কথায় অসীম অনন্ত মৃত্যু-বিভীষিকা! মা-বাবা কোথায়, দাই?

ধাত্রী। টিবল্টের লাস বুকে জড়িয়ে কাঁদছে। যাবি ওদের কাছে? চল্।

জুলিয়েট। চোখের জলে টিবল্টের ক্ষতস্থান ধুইয়ে দিচ্ছে? ওদের চোখের জল ফুরোলেও, আমার তো ফুরোবে না—রোমিও যে নির্বাসিত। দড়িগুলো কুড়িয়ে নাও, ওরাও বিষম ঠকে গেল, জানো? কুমারীত্ব না ঘুচতেই বৈধব্য এসে দাঁড়িয়েছে শিয়রে। এস, যাই আমার ফুলশয্যায়, আমার মৃত্যুশয্যায়।

ধাত্রী। যা ঘরে যা, আমি রোমিওকে খুঁজে আনবো, তোকে সান্ত্বনা দেবে। আমি জানি কোথায় আছে। শুনে রাখ, আজ রাত্রে রোমিও আসবেই। চললাম, পাদ্রী লরেন্স্-এর ঘরে লুকিয়ে আছে।

জুলিয়েট। যাও, খুঁজে আনো! এই আংটী দিও ওকে, আর বোলো আজ রাত্রে যেন আমার কাছে শেষ বিদায় নিয়ে যায়। [প্রস্থান]

তৃতীয় দৃশ্য

[লরেন্স্-এর প্রবেশ। পাদ্রী লরেন্স্-এর প্রকোষ্ঠ।]

লরেন্স্। রোমিও, বেরিয়ে এস; ভয় নেই, বেরিয়ে এস। দুর্ভাগ্য যেন তোমার প্রেমে পড়েছে, সর্বনাশের সংগেই তোমার বিবাহ-বন্ধন।

[রোমিওর প্রবেশ]

রোমিও। কি সংবাদ ? রাজা কী দণ্ড দিয়েছেন ? নূতন কী দুঃখ আমার দ্বারে করাঘাত করছে ?

লরেন্স্। দুঃখের তিক্ত আলিংগন এতক্ষণে তোমার অভ্যাস হয়ে যাওয়া উচিত। রাজাদেশের সংবাদ এনেছি।

রোমিও। মৃত্যুদণ্ড ছাড়া আর কোনো দণ্ড তো হতে পারে না। ঠিক ?

লরেন্স্। অত্যন্ত লঘুদণ্ড উচ্চারিত হয়েছে রাজার মুখে। মৃত্যুদণ্ড নয়, নির্বাসন।

রোমিও। কি ? নির্বাসন ? দয়া করুন, বলুন মৃত্যদণ্ড! মৃত্যুর চেয়ে নির্বাসনের করাল কুটিল অনেক ভয়ংকর! নির্বাসন বলবেন না!

লরেন্স্। ভেরোনা থেকে তুমি নির্বাসিত। ধৈর্য ধরো। এ জগৎ বিশাল।

রোমিও। ভেরোনার চার দেয়ালের বাইরে জগৎ নেই, আছে উৎপীড়ন, নির্যাতন, নরক। এখান থেকে নির্বাসন মানে জগৎ থেকে নির্বাসন, অর্থাৎ মৃত্যু। মৃত্যুকে নির্বাসন আখ্যা দিয়ে আপনি স্বর্ণকুঠারে আমার মস্তক ছেদন করছেন, আমাকে হত্যা করে নির্লজ্জের মতন হাসছেন।

লরেন্স্। এ কী পাপ! তোমার কৃতজ্ঞতা নেই ? দেশের আইনে তোমার অপরাধ মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডনীয়, কিন্তু দয়ালু রাজা তোমার জন্যে আইন অগ্রাহ্য ক'রে ভয়াবহ মৃত্যুদণ্ড রদ ক'রে নির্বাসন দিয়েছেন। এ তাঁর দয়া! দেখতে পাচ্ছ না ?

রোমিও। দয়া নয়, নির্যাতন! এইখানে জুলিয়েট এইখানেই স্বর্গ। এখানকার সামান্য পশু অযোগ্যতম জীবও স্বর্গে বাস করে, জুলিয়েটকে দেখতে পায়। কিন্তু রোমিও-র সে অধিকার থাকবে না। এখানকার কীটপতংগের যে যোগ্যতা, যে সম্মান যে গৌরব, রোমিও-র তাও থাকবে না; ওরা জুলিয়েটের হাতের শুভ্র মহিমা স্পর্শ করতে পারবে; তার ওষ্ঠাধর থেকে অমর আশীর্বাদ গ্রহণ করতে পারবে, কিন্তু রোমিওকে এসব ছেড়ে চলে যেতে হবে। ওরা সবাই স্বাধীন, কিন্তু আমি নির্বাসিত। তবু বললেন নির্বাসন মৃত্যু নয় ? আপনার কাছে বিষ ছিল না ?

তীক্ষ্ণ ছুরি ছিল না? ছিল না কোন গুপ্তহত্যার অস্ত্র? ঐ নির্বাসন কথাটি দিয়ে আমাকে হত্যা করলেন? গুরুদেব, জাহান্নামের অভিশপ্ত প্রেতাত্মারা ঐ কথা উচ্চারণ করে, আর চারিদিক প্রকম্পিত করে আর্তনাদ জাগে। আপনি সন্ন্যাসী, আমার ধর্মগুরু, আমার পাপের বোঝা নিজস্কন্ধে নিয়েছেন, আমার বন্ধু—ঐ একটি কথায় আমাকে দলিত মথিত করতে মায়া হোল না?

লরেন্স্। তুমি পাগল হয়ে গেছ। শোনো আমার কথা শোনো।

রোমিও। না, আপনি আবার নির্বাসন কথা উচ্চারণ করবেন।

লরেন্স্। ঐ কথাটির বিরুদ্ধে তোমায় রক্ষা কবচ দেব। ধর্মকথায় জ্বালা জুড়োয়, শান্তি আসে। নির্বাসিত হলেও মনে শান্তি পাবে।

রোমিও। আবার নির্বাসিত! ধর্মকথা শুনতে চাই না—ধর্মকথা আর এক জুলিয়েট সৃষ্টি করতে পারবে? একটা শহরকে স্থানান্তরিত করতে পারবে? রাজাদেশ প্রত্যাহার করাতে পারবে? যদি না পারে, তবে সে ব্যর্থ, অক্ষম। শুনতে চাই না।

লরেন্স্। বুঝলাম উন্মাদ হলে ভাল কথা শুনতে পায় না।

রোমিও। মহাজ্ঞানীরা যে দেখতে পায় না! তবে উন্মাদ শুনবে কি করে?

লরেন্স্। আলোচনায় দোষ কি?

রোমিও। যা আপনি অনুভব করতে পারেন না, তা নিয়ে কী আলোচনা করবেন? যদি আমার মতন যৌবন থাকতো, জুলিয়েটকে যদি ভালবাসতেন, বিবাহের এক ঘণ্টা পরে টিবল্টকে হত্যা করতেন, শোকে উদ্‌ভ্রান্ত হতেন আমার মতন, আমার মতন নির্বাসিত হতেন, তবে কথা কইতে পারতেন, অক্ষম শোকে নিজের চুল ছিঁড়তেন, ভূতলে লুটিয়ে পড়ে নিজের সমাধি রচনা করতে চাইতেন।

[নেপথ্যে করাঘাত]

লরেন্স্। ওঠো, কে করাঘাত করছে! রোমিও, লুকিয়ে পড়ো।

রোমিও। না, যাবো না। বুক ভাঙা দীর্ঘশ্বাসের সূক্ষ্ম বাষ্পে যদি আমাকে আবরিত করে রাখে, রাখুক, লুকোবো না।

লরেন্‌স্। ঐ শোনো; ঘন ঘন আওয়াজ! কে ওখানে? রোমিও, ওঠো, তোমাকে গ্রেপ্তার করবে! একটু অপেক্ষা করুন! উঠে দাঁড়াও। আমার পড়ার ঘরে যাও। এক্ষুণি আসছি। ভগবান এ কি ধরনের জেদ! আসছি, আসছি। কে দরজায় আঘাত করছো? কোত্থেকে আসছো? কি চাও?

ধাত্রী। (নেপথ্যে) ভেতরে আসতে দিন, সবই জানতে পারবেন। জুলিয়েটের কাছ থেকে আসছি।

লরেন্‌স্। এস।

[ধাত্রীর প্রবেশ]

ধাত্রী। গুরুদেব! আমার জুলিয়েটের স্বামী কোথায়? রোমিও কোথায়?

লরেন্‌স্। ঐ যে মাটিতে শুয়ে আছে, নিজের চোখের জলে মাতাল।

ধাত্রী। আমার জুলিরও একই দশা, ঠিক একই দশা।

লরেন্‌স্। একই ব্যথায় ব্যথী। কি শোচনীয় অবস্থা। সে-ও এমনি প্রলাপ বকছে আর কাঁদছে। উঠে দাঁড়াও, যদি পুরুষ হও তো উঠে দাঁড়াও। জুলিয়েটের মুখ চেয়ে উঠে দাঁড়াও, শক্ত হও।

রোমিও। শুনে যাও।

ধাত্রী। হায়, কপাল, কপাল! যাক, সকলের ভাগ্যেই মরণ লেখা।

রোমিও। জুলিয়েটের কথা কইছিলে না? বলো কেমন আছে? ওর পরমাত্মীয়ের রক্তপাত করে আমাদের সুখকে অংকুরে বিনাশ করেছি; ও আমাকে পাকা খুনী ভাবছে না? কোথায় ও? কেমন আছে?

ধাত্রী। কিছু বলছে না শুধু কাঁদছে আর কাঁদছে। মাঝে মাঝে বিছানায় মুখ থুবড়ে পড়ছে; আবার উঠে বসছে; কখনো টিবল্ট-এর, কখনো রোমিও র নাম ধরে ডাকছে, আবার লুটিয়ে পড়ছে।

রোমিও। আমার হাত ওর ভাইয়ের প্রাণহরণ করেছে; আমার নাম তাই বন্দুকের গুলির মতন ওর বক্ষ ভেদ করছে। বলুন আমায়, গুরু

দেব বলুন আমায়, এই ঘৃণ্য দেহের কোনখানে লুকিয়ে আছে আমার নাম? বলুন, সেখানটা ছিঁড়ে ফেলি! (ছোরা আকর্ষণ)

লরেন্স। ক্ষান্ত হও! তুমি কি পুরুষ? আকৃতি পুরুষের হলেও এই অশ্রুপাত নারীসুলভ। আর এই সব উন্মাদ আচরণ পশুর অন্ধ আক্রোশের পরিচায়ক। পুরুষের চেহারায় বিসদৃশ নারীসুলভ আবেগ। মানুষের ছদ্মবেশে হিংস্র পশু। তোমার ব্যবহারে আমি স্তম্ভিত। ধর্ম সাক্ষী তোমাকে আরো দৃঢ়চিত্ত ভেবেছিলাম। টিবল্টকে তো মেরেছ, এবার কি নিজেকেও মারবে? একটি নারী যে তোমাকে আশ্রয় করে বেঁচে আছে! ঘৃণায় আত্মঘাতী হলে সেই নারীকেও যে হত্যা করা হবে! স্বর্গ-মর্ত্য-জীবন সব কিছুকে অভিশাপ দিচ্ছ কেন? বুঝতে পারো না যে স্বর্গ-মর্ত্য-জীবন সবকিছু তোমাতে এসে মিশেছে, এক আঘাতে তিনটেকেই হারাবে? ছি ছি, তুমি তোমার দেহের, তোমার প্রেমের, তোমার বুদ্ধির অপমান করছো! দেখছি তোমার ঐ সুন্দর দেহ একটি মোমের পুতুল মাত্র, কারণ ভেতরে পুরুষসুলভ বীরত্ব একটুও নেই। তোমার প্রেমের অংগীকার মিথ্যা! কারণ যে প্রেমকে রক্ষা করতে তুমি ধর্মতঃ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ সেই প্রেমকেই আজ তুমি বিনষ্ট করতে উদ্যত। বুক বেঁধে উঠে দাঁড়াও, যুবক, কারণ তোমার জুলিয়েট বেঁচে আছে, সেটা তো আনন্দের কথা। টিবল্ট তোমাকে হত্যা করতো, তাকে শেষ করে দিয়েছ, সেটা তো আনন্দের কথা। যে আইনে তোমার মৃত্যুদণ্ড হতে পারতো সে তোমার পক্ষে গিয়ে নির্বাসন দিয়েছে, সেটা তো আনন্দের কথা। ভগবানের আশীর্বাদ তোমার ওপর অঝোরে বর্ষিত হচ্ছে। প্রতি পদে আনন্দ তোমাকে অভিবাদন জানাচ্ছে। আর তুমি? অশিক্ষিত কোপনস্বভাব রমণীর মতন ঠোঁট ফুলিয়ে এই সুখ আর প্রেমকে প্রত্যাখ্যান করছো! সাবধান, খুব সাবধান, এই রকম লোকেরাই অপঘাতে মরে। যাও, যেমন ব্যবস্থা হয়েছিল, তোমার প্রেমিকার গৃহে যাও। তার শয়নকক্ষে যাও, তাকে সান্ত্বনা দাও। প্রহরা বসা পর্যন্ত যেন

থেকোনা, কারণ তবে আর মান্তুয়া যেতে পারবে না। মান্তুয়া শহরেই তুমি থাকবে, থাকবে যদ্দিন না সুযোগ বুঝে তোমাদের বিবাহের সংবাদ সর্ব সাধারণে ঘোষণা করতে পারি। তখন তোমার বন্ধুদের সব বুঝিয়ে বলবো, রাজার কাছে তোমার জন্য ক্ষমা চাইবো, এবং যে দুঃখ নিয়ে আজ তুমি এখান থেকে বিদায় নিচ্ছ তার চেয়ে বহুলক্ষগুণ বেশি আনন্দে তুমি ফিরে আসবে। যাও, ধাত্রী, তোমার কর্ত্রীকে বলো বাড়ির সবাইকে যেন বলে তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়তে, সবাই শোকে ক্লান্ত, শুয়ে পড়বে। রোমিও আসছে।

ধাত্রী। হা ভগবান! সারারাত ধরে বসে এসব উপদেশ শুনতে পারি! বিদ্যা কি জিনিস। মহান রোমিও, আমি জুলিয়েটকে বলবো যে তুমি আসছো।

রোমিও। বোলো। বোলো ও যেন আমাকে ভৎর্সনা করতে প্রস্তুত হয়ে থাকে।

ধাত্রী। এই আংটিটা তোমায় দিতে বলেছিল। তাডাতাড়ি এস, কেমন? রাত অনেক হয়ে গেল।

[প্রস্থান]

রোমিও। (আংটি দেখিয়া) এটা দেখে আমার জীবনের ওপর আস্থা ফিরে আসছে।

লবেন্স্। বেরিয়ে পড়ো, শুভরাত্রি! আর শোনো, রাত্রি-প্রহরা বসবার আগেই যদি চলে যেতে পারো তো ভালই। আর নইলে ভোর বেলায় ছদ্মবেশে শহর ছেড়ে যেও। মান্তুয়াতে থেকো। তোমার ভৃত্যকে আমার কাছে পাঠাবে। এখানে যা ঘটবে সব তার মারফৎ তোমাকে জানাবো। হাতে হাত দাও। রাত হোলো, বিদায়, শুভরাত্রি।

রোমিও। সব আনন্দের বড় আনন্দ আমায় আহবান জানাচ্ছে। নইলে এত শীঘ্র আপনার কাছে থেকে বিদায় নিতে বুকে বাজতো। বিদায়!

[প্রস্থান]

চতুর্থ দৃশ্য

[জুলিয়েটের শয়ন কক্ষ। জুলিয়েট ও রোমিওর প্রবেশ]

জুলিয়েট। এখুনি চলে যাবে? এখনো ভোর হতে দেরী আছে। একটু আগে তোমার কানে এসে বিঁধেছিল যে পাখীর ডাক, সে কোকিল নয়, নিশাচর। প্রতি রাত্রে সে ঐ ফুলেব গাছ থেকে ডাকে। বিশ্বাস করো ওটা নিশাচব।

রোমিও। ওটা উষার দৌবারিক, কোকিল, নিশাচর নয়। ঐ দেখ পুবের ছিন্ন মেঘের ফাঁকে ফাঁকে ক্রুদ্ধ আলোর আভাস। রাতের প্রদীপ নিভে গেছে, কুয়াশা-ঢাকা পাহাড়ের চূড়ায় দাঁড়িয়ে আছে আনন্দোচ্ছল দিন, ঝাঁপিয়ে পডতে উদগ্রীব। যদি বাঁচতে চাই তো চলে যেতে হবে, থাকলে মরতে হবে।

জুলিয়েট। ও আলো দিনের আলো নয়, আমি জানি। ও সূর্যের এক কক্ষচ্যুত উল্কা, আজ রাত্রে তোমাকে মশাল জ্বেলে পথ দেখিয়ে মান্তুয়া নিয়ে যেতে এসেছে। তাই আর একটু থাকো। এখুনি যেতে হবে না।

রোমিও। ধরা পড়ি মৃত্যুদণ্ড হোক, তুমি যদি তাই চাও আমার কোন আপত্তি নেই। আমি ধবে নেব ঐ যে ধূসর আকাশ ওটা প্রভাতের নয়ন নয়, ওটা কোনো রাত্রির অপ্সরার শুভ্র মুখের ম্লান প্রতিবিম্ব। ঐ যে পাখীর গান, সুউচ্চ আকাশের খিলানের গায়ে আঘাত করছে ধরে নেবো ওটা কোকিল নয়। যাওয়ার ইচ্ছের চেয়ে থাকার আগ্রহই আমার বেশি। এস মৃত্যু, তোমায় বরণ করি। জুলিয়েটের অভিলাষ পূর্ণ হোক। কি হোলো? কথা কই এস, দিন হয়নি এখনো।

জুলিয়েট। হয়েছে, হয়েছে, চলে যাও এখান থেকে তাড়াতাড়ি। ঐ কর্কশ বেসুরো চীৎকার ওটা কোকিলেরই ডাক। লোকে বলে কোকিলের ডাকে বিচ্ছেদও মধুর হয়; কই এই কোকিলের ডাকে তা তো

হচ্ছে না, তোমার-আমার বিচ্ছেদ তো মধুর হচ্ছেনা। চলে যাও, আরো আরো আলো ফুটে উঠছে।

রোমিও। আরো আরো আলো? আরো, আরো অন্ধকার হয়ে উঠছে আমাদের অন্তর।

[ধাত্রীর প্রবেশ]

ধাত্রী। জুলিয়েট।

জুলিয়েট। বলো!

ধাত্রী। তোমার মা তোমার ঘরে আসছেন। ভোর হয়েছে; সাবধান, হুঁশিয়ার থেকো।

[ধাত্রীর প্রস্থান]

জুলিয়েট। তবে বাতায়ন-পথে আসুক দিবালোক, আর বেরিয়ে যাক জীবনের শ্রেষ্ঠ ধন।

রোমিও। বিদায়, বিদায়। [অবতরণ]

জুলিয়েট। এমনি করেই চলে যাবে? প্রতি ঘণ্টার প্রতিটি দিন চিঠি লেখা চাই। প্রত্যেক মিনিটে অনেক দীর্ঘ দিন! এই হিসাবে আবার যখন রোমিওর সংগে দেখা হবে তখন আমি বৃদ্ধা।

রোমিও। বিদায়। তোমায় চিঠি পাঠাবার কোনো সুযোগ ছাড়বো না।

জুলিয়েট। কি মনে হয়? আর দেখা হবে?

রোমিও। নিশ্চয়ই। ভবিষ্যতে এই সব দুঃখের কথা নিয়ে আমরা হাসাহাসি করবো।

জুলিয়েট। হায় ভগবান আমার মন অমংগল আশংকায় ছটফট করছে। নীচে তুমি দাঁড়িয়ে আছ; তোমায় দেখে কেন জানিনা মনে হচ্ছে কবরের নীচে এক মৃতদেহ। আমার চোখ দুটো দৃষ্টি হারিয়েছে, না সত্যিই তোমার মুখ বিবর্ণ?

রোমিও। আমার চোখে তোমাকেও অমনি দেখাচ্ছে। পিপাসার্ত শোক তোমাদের রক্ত শুষে খাচ্ছে। বিদায়, বিদায়। [প্রস্থান]

জুলিয়েট। ভাগ্যকে সবাই বলে চপলমতি। সত্যি যদি চপলমতি, তবে

যারা প্রতিজ্ঞায় সবচেয়ে অটল তাদেরই সংগে কেন ওর খেলা? চপলমতিই হোক, সেই ভাল, তবে তো রোমিও বেশী দূরে থাকবে না, ফিরে আসবে আমার কাছে।

লেডি ক্যাপিউলেট। (নেপথ্যে) জুলিয়েট, উঠেছিস?

জুলিয়েট। কে? মা? এত ভোরে নীচে নেমেছেন কেন। এত ভোরে উঠে কি প্রয়োজনে হঠাৎ আসছেন?

[লেডি ক্যাপিউলেট-এর প্রবেশ]

লেডি ক্যাপিউলেট। কেমন আছিস, জুলিয়েট?

জুলিয়েট। ভাল নেই, মা।

লেডি ক্যাপিউলেট। ভাই-এর জন্যে কাঁদছিস? চোখের জলে স্নান করিয়ে তাকে তো কবর থেকে তুলে আনতে পারবি না। আর তা যদি বা পারলি, জীবন দিতে তো পারবি না। তাই আর কাঁদিস নে, মা। পরিমিত দুঃখ ভালবাসার পরিচয়। অপরিমিত দুঃখ যে নির্বুদ্ধিতার পরিচয়।

জুলিয়েট। যা হারিয়েছি তার জন্যে কাঁদতে দাও, মা।

লেডি ক্যাপিউলেট। কাঁদলে শুধু হারানোর ব্যথাটাই বাজবে, যাকে হারিয়েছিস তাকে তো পাবি না।

জুলিয়েট। ব্যথা বেজেছে। এখন যাকে হারিয়েছি তার জন্যে না কেঁদে পারি না।

লেডি ক্যাপিউলেট। ওর মৃত্যুর জন্যে কেঁদে লাভ নেই, যে দুর্বৃত্ত তাকে হত্যা করেছে সে যে এখনো বেঁচে আছে এই জন্যে কাঁদতে পারিস।

জুলিয়েট। কোন দুর্বৃত্ত, মা?

লেডি ক্যাপিউলেট। ঐ বদমাইশ রোমিও।

জুলিয়েট। ভগবান ওকে ক্ষমা করুন আমি করেছি অন্তর থেকে। তবু বলবো, রোমিওর মত কেউ আমাকে এত দাগা দেয় নি।

লেডি ক্যাপিউলেট বটেই তো। ঐ কৃতঘ্ন খুনী এখনো বেঁচে আছে।

জুলিয়েট। হ্যাঁ, আমার হাতের নাগালের বাইরে চলে গেছে। আমার ভাই-এর হত্যার প্রতিশোধ যেন আমি ছাড়া আর কেউ না নেয়।

লেডি ক্যাপিউলেট ভাবনা নেই, মা, প্রতিশোধ আমরা নেবই। তাই আর কাঁদিস নে। বিশ্বাসঘাতক নির্বাসিত হয়ে মান্তুয়ায় চলে গেছে, ঐখানে খবর পাঠাবো একটি লোককে, আমার হুকুম পেলে সে রোমিও-কে এমন বিষ দেবে যে কিছুক্ষণেব মধ্যেই সে টিবল্টের সংগী হবে। তবে তুই খুসী হবি তো?

জুলিয়েট। রোমিও-কে দেখতে না পেলে খুসী হবো না, মা। মানে রোমিও-র মৃতদেহ। ভাইয়ের মৃত্যুতে আমার মন বিষিয়ে আছে। একজন লোক দিতে পারো মা, যাকে দিয়ে নিজের হাতে তৈরী বিষ পাঠাতে পারি? ঐ বিষ খেয়ে রোমিও চুপচাপ ঘুমিয়ে পড়বে।

লেডি ক্যাপিউলেট। বেশ, তুই বিষ তৈরী কব আমি লোক দেব। এবার তোকে একটা বড আনন্দের খবর দেব রে!

জুলিয়েট। এই সময়ে আনন্দের খবরই দরকার। কি খবর মা?

লেডি ক্যাপিউলেট। কি আর বলবো? তোর বাবা সব দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখেন। তোকে এই দুঃখ থেকে মুক্তি দিতে এক আনন্দের দিন ঠিক করেছেন। তুই ভাবতেও পারবি না, আমিও আশা করতে পারিনি।

জুলিয়েট। সেটা কি দিন মা?

লেডি ক্যাপিউলেট শোন মা! আগামী বৃহস্পতিবার ভোরবেলায় সাধু পিটারের গির্জায় মহাবীর সদ্বংশীয় যুবক মহামান্য প্যারিস তোকে বিবাহ করবেন।

জুলিয়েট। না, সাধু পিটার সাক্ষী, উনি আমাকে বিবাহ করবেন না! মানে, এই তাড়াহুড়ো দেখে অবাক হচ্ছি। যার সংগে আলাপও হোলো না তাকে বিয়ে করতে হবে কেন? তোমায় মিনতি করছি মা, বাবাকে বল, আমি

এখন বিয়ে করবো না। যদি করি তো রোমিওর মতন ঘৃণিত ব্যক্তিকেও বিয়ে করতে রাজী আছি, কিন্তু প্যারিসকে নয়। কি খবরই না শোনালে!

লেডি ক্যাপিউলেট। এই যে বাবা আসছেন, নিজেই বল ওকে, দেখ্ কি বলেন।

[ক্যাপিউলেট ও ধাত্রীর প্রবেশ]

ক্যাপিউলেট সূর্য অস্ত গেলে শিশির পড়ে; আমার ভ্রাতুষ্পুত্রের অস্তগমনে বৃষ্টি ঝরছে! কি রে, জুল? জলপ্রপাতের মত কেঁদে চলবি? এখনো কাঁদছিস? এ তো কান্না নয়, ঝম ঝম বৃষ্টি। ঐটুকু দেহে জাহাজ সমুদ্র বাতাস সব নকল করছিস যে। চোখ হোল সমুদ্র, তাতে অশ্রুর জোয়ার ভাঁটা; তোর শরীরটা হোল জাহাজ, নোনা জলে ভাসছে, বাতাস তোব দীর্ঘশ্বাস। এই বাতাসে-সমুদ্রে এমন মাতামাতি যে হঠাৎ ঝড় থেমে না গেলে ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ শরীরটা তোর উল্টে যাবে যে। কি ব্যাপার গো? ওকে আমার নির্দেশ জানিয়েছ?

লেডি ক্যাপিউলেট হ্যাঁ জানিয়েছি, কিন্তু ও যে বিয়ে করবে না বলছে। তোমায় ধন্যবাদ জানিয়েছে। কি বলবো? বোকা মেয়েটাকে যমের হাতে তুলে দিলে বাঁচা যেত।

ক্যাপিউলেট। দাঁড়াও, ব্যাপারটা বুঝতে দাও। কি রকম? করবে না মানে? আমাদের কাছে ও কৃতজ্ঞ নয়? কতবড় গৌরবের কথা! ওর কোন গুণই তো নেই অথচ ওর জন্যে অমন বর ঠিক করে এসেছি; এ যে ওর কত বড় সৌভাগ্য তা সে মানবে না?

জুলিয়েট গৌরবের কথা জানি না বাবা, কিন্তু তোমাদের কাছে আমি কৃতজ্ঞ। যা আমি ঘৃণা করি তার জন্য গৌরব কি ক'রে হবে? কিন্তু তোমরা যা ভালবেসেই করেছ, তাকে ঘৃণা করলেও আমি কৃতজ্ঞ।

ক্যাপিউলেট	কি ব্যাপার? খুব যে মুখে খৈ ফুটছে! এ সব কি বলছিস? "গৌরব" "কৃতজ্ঞ" "কৃতজ্ঞ নই" আবার "গৌরব কি করে হবে"! শুনুন দেবী! বড় বড় বুকনি শুনতে চাই না! আগামী বৃহস্পতিবার প্যারিস-এর সংগে পিটার গীর্জায় যাওয়ার জন্য ঐ সোনার অংগ তৈরী করুন, নইলে হিঁচড়ে ওখানে নিয়ে যাব। দূর হ শয়তান! দূর হয়ে যা! না আছে রূপ, না আছে গুন

লেডি ক্যাপিউলেট। থামো, থামো পাগল হয়ে গেলে নাকি?

জুলিয়েট। বাবা, তোমার পায়ে পড়ি, আমার কথাটা শোন।

ক্যাপিউলেট। গলায় দড়ি জোটে না তোর? অবাধ্য নিমকহারাম! এই বলে দিলাম—বৃহস্পতিবার গীর্জায় যদি না যাস তো এ জীবনে তোর মুখদর্শন করবো না। কোনো কথা শুনতে চাই নে, কোনো জবাবের দরকার নেই! আমার হাত নিশপিশ করছে। ওগো, আমরা ভেবেছিলাম ঈশ্বর এই একটিমাত্র সন্তান দিয়ে আমাদের প্রতি অবিচার করেছেন; এখন দেখছি এই একটিও না দিলেই ভাল করতেন। এ আশীর্বাদ নয়, এ ঈশ্বরের অভিশাপ! দূর হয়ে যা বেয়াদপ!

ধাত্রী। ভগবানই ওকে দেখবেন! এমন করে ওকে গাল পাড়াটা আপনার অন্যায় হুজুর!

ক্যাপিউলেট। কেন জানতে পারি মহাবিদুষী? চুপ করে থাকো! আর পাঁচটা বুড়ির সংগে পরচর্চা করোগে যাও!

ধাত্রী। আমি অন্যায় কিছু বলিনি!

ক্যাপিউলেট। নমস্কার! যাও এবার!

কথা কইতেও দেবেন না?

ক্যাপিউলেট। স্তব্ধ হও নির্বোধ! বুড়িদের আড্ডায় গিয়ে তোমার ধর্মকথা শোনাও! এখানে ওর দরকার নেই।

লেডি ক্যাপিউলেট। বড় বেশী রেগে যাচ্ছ।

ক্যাপিউলেট। যীশু সাক্ষী, আমায় এরা পাগল করে ছাড়বে! দিনে,

রাত্রে, ঘণ্টায় ঘণ্টায়, দণ্ডে দণ্ডে, কাজে, খেলায়, একা, বন্ধুদের মাঝে—আমার মাথায় শুধু এক চিন্তা, কি করে, মেয়ের বিয়ে দেব! অবশেষে পেলাম এক সম্ভ্রান্ত ছেলে, জমিজমা আছে, বয়স অল্প, উচ্চশিক্ষিত, কথায় বলে হীরের টুকরো ছেলে; পুরুষ বলতে যা বোঝায় ঠিক সেই রকম চেহারা। এত সবের পর হতচ্ছাড়ী বুদ্ধিহীন আদুরে দুলাল—গাল টিপলে দুধ বেরোয়—এসে নাকে কান্না কাঁদছে—আমি বিয়ে করবো না, ভালবাসতে পারবো না, বিয়ের বয়স হয়নি, আমায় ক্ষমা কোরো। যদি বিয়ে না করিস, ক্ষমা আমি করবো; তবে যেখানে ইচ্ছে চরে বেড়াস, আমার বাড়ীতে তোর স্থান হবে না। সাবধান, ভেবে দেখিস, পরিহাস আমি করি না! বৃহস্পতিবার এসে পড়েছে, বুকে হাত দিয়ে বল কি করতে চাস! যদি আমার মেয়ে হোস, তো আমার মনোমত ছেলের হাতে তোকে দিয়ে যাব। আর যদি না হোস তো গলায় দড়ি দে, ভিক্ষে করে পেট চালা, অনাহারে কাটা, রাস্তায় মরে থাক, যা খুসী কর—তোকে ত্যাজ্যকন্যা করবো। আমার সম্পত্তিতে তোর কোন অধিকার থাকবে না এইটে জেনে রাখিস। ভেবে দেখ। আমার প্রতিজ্ঞাভংগ হবে না কিছুতেই।

[প্রস্থান]

জুলিয়েট। আমার দুঃখ বোঝে এমন কি কেউ নেই? করুণাময় ঈশ্বরও না? মা, আমায় তাড়িয়ে দিও না মা! বিয়েটা একমাস পিছিয়ে দাও, এক সপ্তাহ! আর তা যদি না পারো তবে আমায় ফুলশয্যা বিছিয়ে দিও সেই অন্ধকার সমাধি-মন্দিরে যেখানে টিবল্ট শুয়ে আছে!

লেডি ক্যাপিউলেট। আমার সংগে কথা বলে লাভ নেই, কারণ আমি কিছুই বলবো না। যা খুসী কর, তোর ব্যাপারে আমি আর নেই! [প্রস্থান]

জুলিয়েট। হায় ভগবান! মাসী, এ বিয়ে বন্ধ হবে কি করে? আমার স্বামী আছেন, ঈশ্বরের কাছে রয়েছে আমার শপথ। স্বামী স্বর্গে না গেলে সে শপথ ভাঙবো কি করে? সান্ত্বনা দাও, কি করবো বলো! আমার মতন দুর্বলের সংগে ভগবানের একি খেলা! কিছু বলবে না? আনন্দের কথা শোনাবে না? সান্ত্বনা দেবে না?

ধাত্রী। দিচ্ছি, শোন্! রোমিও নির্বাসনে গেছে। বাজি রেখে বলতে পারি, ফিরে এসে তোকে দাবী করার সাহস তার এ জীবনে হবে না। যদিই বা করে, তো লুকিয়ে করতে হবে। তাই ব্যাপারটা যখন এমনি ধারা দাঁড়াচ্ছে তখন আমার মনে হয় তোর প্যারিসকে বিয়ে করাই ভাল। আহা, কি সুন্দর চেহারা! অমন তীক্ষ্ণ সবুজ চোখ ঈগল পাখিরও নেই। কি বলবো, তোর দ্বিতীয় বিয়েটা বড় ভাগ্যিমন্ত হবে, কারণ প্রথমটার চেয়ে এটা অনেক ভাল। আর তা যদি না হয়, ধরে নে প্রথম বরটা মরেই গেছে, থেকেও যখন নেই তখন মরাই বলা যায়।

জুলিয়েট। অন্তর থেকে বলছো এ কথা?

ধাত্রী। একেবারে পরমাত্মা থেকে বলছি। নইলে অন্তর—পরমাত্মা দুটোই মিথ্যুক।

জুলিয়েট। তথাস্তু!

ধাত্রী। কী?

জুলিয়েট। গভীর শান্তি দিয়েছ আমায়। মাকে গিয়ে বলো, বাবার মনে ব্যথা দিয়ে আমার অনুতাপ হয়েছে। তাই সন্ন্যাসী লরেন্স্-এর কাছে গেছি স্বীকারোক্তি করতে, পাপমুক্ত হতে।

ধাত্রী। যাচ্ছি, বলছি। এটা খুব বুদ্ধিমানের কাজ করলি। (প্রস্থান)

জুলিয়েট। এ কি পাপ! ধূর্ত শয়তান আমায় বিশ্বাসঘাতিনী হতে বলছে—এটা বড় পাপ? না, যে মুখে হাজারবার আমার স্বামীর গুণগান করেছে সেই মুখে আজ তাঁর অপবাদ রটাচ্ছে, এটা বড় পাপ? যাও, মন্ত্রণাদাত্রী! আজ থেকে তোমার-আমার হৃদয়-বন্ধন ছিন্নহয়ে গেল। গুরুদেবের কাছে গিয়ে একটা পথ খুঁজে দিতে বলবো। সব পথ যদি রুদ্ধ হয়ে যায় তবু আত্মঘাতী হবার শক্তি কেড়ে নেবে কে?

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

লরেন্‌স্‌-এর প্রকোষ্ঠ

[লরেন্‌স্‌ ও প্যারিসেব প্রবেশ]

লরেন্‌স্‌। বৃহস্পতিবার? সময় বড় কম!

প্যারিস। মহামান্য ক্যাপিউলেট-এর তাই ইচ্ছে, আর আমিও ওঁর ইচ্ছায় বাধা দিতে প্রস্তুত নই।

লরেন্‌স্‌। বলছেন, মেয়েটির মতামত জানেন না। পথ বড়ই বন্ধুর ঠেকছে; ব্যাপারটা আমার ভাল লাগছে না।

প্যারিস। মেয়েটির মতামত জানি না, কারণ ও টিবল্ট-এর শোকে অত্যধিক কান্নাকাটি কবছে, প্রেমালাপ করবার সুযোগ পাইনি। শোকাচ্ছন্ন গৃহে মদনদেবের হাসি নিতান্তই বেমানান। এখন শোকের ভারে কন্যাকে এভাবে ভেঙে পড়তে দেখে ওর পিতা শংকিত হয়েছেন। অশ্রুর এই বন্যা রোধ করবার জন্যেই বিশেষ তাড়াতাড়ি বিয়েটা দিতে চাইছেন। একা যে দুঃখ কিছুতেই ভুলতে পারছে না, পাঁচজনের মধ্যে গিয়ে পডলে সেটা ভুলে যাবে। তাডাহুড়োর এই হচ্ছে কারণ।

লরেন্‌স্‌। এই যে আসছে জুলিয়েট আমারই ঘরের দিকে।

[জুলিয়েট-এর প্রবেশ]

প্যারিস। বড় সৌভাগ্য দেখা হয়ে গেল। মহামান্য ক্যাপিউলেট কন্যা! আমার স্ত্রী!

জুলিয়েট। আগে স্ত্রী হই, তারপর ও সম্বোধন করবেন।

প্যারিস। আগামী বৃহস্পতিবার তো হবেই।

জুলিয়েট। যা হবেই তা তো হবেই।

লরেন্‌স্‌। এটা ধ্রুব সত্য।

প্যারিস। এই সন্ন্যাসীর কাছে স্বীকারোক্তি করতে এসেছ?

জুলিয়েট। এর জবাব দিতে গেলে আপনার কাছেই স্বীকারোক্তি করতে হয়।

প্যারিস। আমাকে যে ভালবাসো সেটা ওঁর কাছে গোপন কোরো না।

জুলিয়েট। ওকে যে ভালবাসি সেটা আপনার কাছে গোপন করবো না।

প্যারিস। তাহলে আমাকে যে ভালবাসো সেটাও বলে ফেল।

জুলিয়েট। যদি বলতেই হয়, তবে আপনার সামনে বলার চেয়ে আড়ালে বললেই দাম বাড়ে।

প্যারিস। ইস্, তোমার মুখখানা কেঁদে কেঁদে ফুলে গেছে। এ মুখ এখন আমার, জুলিয়েট, এ ভাবে তাকে বিপর্যস্ত করার কোন অধিকার তো তোমার নেই।

জুলিয়েট। হতে পারে, কারণ এ মুখ যে আমার নয় এটা ঠিক। গুরুদেব, এখন কি আপনার সময় হবে? না, সন্ধ্যাবেলায় প্রার্থনায় আসবো?

লরেন্স্। না-না, এখন আমার অখণ্ড অবসর মা! মহামান্য প্যারিস— আমাদের যে একা থাকতে হবে?

প্যারিস। নিশ্চয়ই, প্রার্থনায় বাধা দিলে ঈশ্বর আমাকে ছেড়ে কথা কইবেন নাকি? জুলিয়েট, বৃহস্পতিবার ভোরবেলায় তোমার ঘুম ভাঙাবো। এখন বিদায়, এই পবিত্র চুম্বনের স্পর্শ রেখো হাতে।

[প্রস্থান]

জুলিয়েট। দরজা বন্ধ করে দিন। তারপর আমার সংগে এসে চোখের জল ফেলুন। আর আশা নেই, পথ নেই, মুক্তি নেই।

লরেন্স্। জুলিয়েট, তোমার দুঃখের কথা সব জেনেছি। কি করা উচিত আমার বুদ্ধিতে কুলোচ্ছে না; শুনছি আগামী বৃহস্পতিবার প্যারিস-এর সংগে তোমার বিবাহ হবে, কোনামতেই নাকি নড়চড় হবে না।

জুলিয়েট। শুনেছেন বলবেন না, গুরুদেব, কি করে বন্ধ করবো তাই বলুন। আপনার সমস্ত জ্ঞান নিয়েও যদি আমাকে সাহায্য করতে না পারেন, তবে শুধু আমার সংকল্পকে সাধুবাদ জানান—এই ছোরার আঘাতে নিজেই মুক্তির পথ খুঁজে নিই!

লরেন্স্। দাঁড়াও, মা! আশার আলো যেন দেখতে পাচ্ছি। সংকট যেমন চরম তেমনি চরম ব্যবস্থা গ্রহণেই সমাধান। প্যারিসের সংগে বিবাহের

চেয়ে আত্মহত্যাই যদি তোমার অভিপ্রেত হয়, সেরকম মনোবল যদি তোমার থাকে, তাহলে মৃত্যুর মতন কিছুকে আলিংগন করতেও তুমি পিছপা হবে না, মনে হয়, এ লজ্জার হাত থেকে বাঁচতে মৃত্যুকেও বরণ করতে তুমি যখন প্রস্তুত। যদি সাহস থাকে তো বলো, উপায় বলে দিই।

জুলিয়েট। প্যারিসকে বিবাহ করার চেয়ে বলুন, আমি ঐ মিনারের প্রাকার থেকে নীচে লাফিয়ে পড়ি, চোর-ডাকাতের আস্তানায় থাকতে বলুন, সাপের গর্তে লুকিয়ে থাকতে বলুন, ক্রুদ্ধ ভালুকের সংগে আমায় শৃংখলাবদ্ধ করে রাখুন, মৃতদেহের হাড আর পুতিগন্ধময় নরমাংস আর হলদে বীভৎস করোটিতে ভরা সমাধি-গৃহে আমাকে বন্দী কবে রাখুন, সদ্যস্পষ্ট কবরের মধ্যে এক মৃতদেহের সংগে একই কাফন জডিয়ে শুয়ে থাকতে বলুন, যার নামোচ্চারণে এতদিন ভয়ে কেঁপেছি, সেই সব করতে বলুন; নির্ভয়ে, নিঃসন্দিগ্ধচিত্তে করে যাব। শুধু আমার সতীত্ব যেন অম্লান থাকে।

লরেনস্। বেশ, তবে বাডী যাও, আনন্দ করো, প্যারিসকে বিবাহ করতে রাজী হও। কাল বুধবাব। কাল রাত্রে একা শুতে যেও, তোমার ধাত্রীকে তোমার ঘরে শুতে দিও না। এই শিশিটা ধরো, বিছানায় শুযে এব মধ্যেব তীব্র মদিরা খেযে ফেলো। একটু পরেই তোমার শিবা উপশিরায় ছডিয়ে পডবে এক হিম-শীতল তন্দ্রার অনুভূতি। নাডি টিপে পাওয়া যাবে না, বন্ধ হয়ে যাবে। দেহে উত্তাপ থাকবে না, শ্বাস প্রশ্বাস থাকবে না; কিছুতেই বোঝা যাবে না যে তুমি জীবিত। ঠোঁটের আর গালের রক্তিম আভা লুপ্ত হয়ে ছাইয়েব মতন সাদা হয়ে যাবে, মনে হবে মৃত্যু এসে চোখের বাতায়ন রুদ্ধ করে জীবন-দিনের অবসান ঘটিয়েছে। প্রতি অংগ চলাফেরার শক্তি হারিয়ে অবশ, অসাড়, শীতল, মৃতবৎ হয়ে যাবে। এই মৃত্যু-সদৃশ সংজ্ঞাহীনতা থাকবে বিয়াল্লিশ ঘণ্টা; তারপর তুমি জেগে উঠবে যেন গভীর ঘুম থেকে উঠলে। সকালে যখন বর আসবে তোমার ঘুম ভাঙাতে দেখবে তুমি মৃত। তখন

দেশের রীতি-অনুযায়ী তোমাকে বহুমূল্য পরিচ্ছদ পরিয়ে নিয়ে যাবে সেই প্রাচীন ভূগর্ভস্থ সৌধে—যেথায় ক্যাপিউলেট বংশের সকলকে কবর দেওয়া হয়। ইতিমধ্যে, তোমাব ঘুম ভাঙবার আগেই রোমিওকে চিঠি লিখে সব জানাবো, সে চলে আসবে এখানে। তারপর দুজনে মিলে তোমাব নিদ্রাভংগ দেখবো, আর সেই রাত্রেই বোমিও তোমাকে মান্তুয়া নিয়ে যাবে। এইভাবে তোমার আশু বিপদ কাটতে পারে, যদি না নারীসুলভ ভয়ে এ কাজ কবায শক্তি হারাও।

জুলিয়েট। দিন, দিন আমাকে, ভয়েব কথা উচ্চারণও করবেন না।

লবেন্‌স্। শান্ত হও, বাডী যাও, শক্ত হয়ে হাসি মুখে এ কাজ কোরো। মান্তুয়ায চিঠি পাঠাবো এক সন্ন্যাসীর হাতে।

জুলিযেট। ঈশ্বব আমাকে শক্তি দিন, শক্তি থাকলেই সব হবে। বিদায গুরুদেব!

দ্বিতীয় দৃশ্য

জুলিয়েট-এর শয়ন-কক্ষ।

[জুলিয়েট ও ধাত্রীর প্রবেশ]

জুলিয়েট। হ্যা, এই পোষাকগুলোই সবচেযে ভাল। আজ রাত্রে আমায় একলা থাকতে দাও, ভগবানকে প্রসন্ন কবতে হলে অনেক প্রার্থনা করতে হবে, কারণ তুমি তো জানো আমার পাপের শেষ নেই।

[লেডি ক্যাপিউলেট-এর প্রবেশ]

লেডি ক্যাপিউলেট। কি, খুব কাজ করছিস? আমি হাত লাগাবো?

জুলিয়েট। না, মা, কালকের উৎসবের জন্য যা-যা দবকার সব খুঁজে বার করেছি। এখন আমাকে একটু একলা থাকতে দাও। আর দাই-মাকেও নিয়ে যাও, তোমার ঘরে থাকবে। কারণ সারাদিন তোমার অসম্ভব খাটুনি গেছে।

লেডি ক্যাপিউলেট। শুভরাত্রি। শুয়ে পড়্, বিশ্রাম কর্, বিশ্রামের দরকার।

[লেডি ক্যাপিউলেট ও ধাত্রীর প্রস্থান]

জুলিয়েট। বিদায়। ভগবান জানেন আবার কবে দেখা হবে। আমার সমস্ত স্নায়ুর মধ্যে অস্পষ্ট ভয়ের হিমপ্রবাহ বয়ে চলেছে, যেন জীবনের উত্তাপকে সে নিভিয়ে দেবে। ওদের ডেকে আনি, ভয় ভেঙে যাবে—মাসী! ওরা এখানে কি করবে? আজ রাত্রের ভয়াল দৃশ্য তো আমাকে একাই অভিনয় করতে হবে। এই যে শিশি। যদি এই সুরা কাজ না করে? তবে কি সকালে আমার বিবাহ হয়ে যাবে? না, না এই ছুরিকা বাধা দেবে, এইখানে শুয়ে থাক।

[শয্যায় ছোরা স্থাপন]

যদি এটা বিষ হয়ে থাকে? রোমিওর সংগে আমার বিবাহ দিয়েছে, আজ এই দ্বিতীয় বিবাহে তার কলংক রটবে এই ভয়ে ঐ সন্ন্যাসী যদি কৌশলে বিষ দিয়ে আমাকে মারবার ফন্দী এঁটে থাকে? হ্যাঁ, এটা বিষ! আবার মনে হয়—না-ও হতে পারে, কারণ ঐ সন্ন্যাসী নিষ্পাপ, বারবার প্রমাণ হয়েছে। অমন হীন চিন্তাকে মনে স্থান দেব না। আচ্ছা, সমাধি মন্দিরে শুইয়ে দেবার পর রোমিও এসে পৌছবার আগেই যদি আমার ঘুম ভেঙে যায়? এ তো একটা ভয়ের বিষয়। ঐ ভূগর্ভস্থ সৌধের গহ্বরে মুক্ত বাতাস ঢোকে না, সেখানে শ্বাসরুদ্ধ হয়ে, দম বন্ধ হয়ে রোমিও পৌছুবার আগেই মরে যাব না? আর যদি বেঁচে থাকি, কি দেখবো? মৃত্যু আর রাত্রির সেই করাল-রূপ, মৃত্যুপুরীর ভয়াবহ ছায়ায় ঐ প্রাচীন প্রকোষ্ঠ আবৃত; ওখানে শত শত বৎসর ধরে আমার পূর্বপুরুষের হাড় সঞ্চিত হয়েছে; রক্তাক্ত টিবল্ট, এখনো তার দেহ সতেজ, মাটিতে শুয়ে আচ্ছাদনের মধ্যে পচতে শুরু করেছে; লোকে বলে ওখানে রাত্রের কোন বিশেষ প্রহরে প্রেতাত্মারা ঘুরে বেড়ায়। হঠাৎ ঘুম ভাঙলে তীব্র পুঁতিগন্ধ নাকে আসবে, থেকে থেকে শুনবো মাটি ফেটে উত্থিত ক্ষুধার্ত চীৎকার, যেন কোনো সরীসৃপের গর্জন, যা শুনলে মানুষ উন্মাদ হয়ে যায়! জেগে উঠলেই এইসব বিভীষিকা চারিদিক থেকে ঘিরে ধরবে; তখন

আমিও কি পাগল হয়ে যাব না ? পূর্বপুরুষদের অস্থি আর বক্ষপঞ্জর নিয়ে উন্মাদের মতন খেলায় মাতবো না ? কাফন থেকে টিবল্টের গলিত শবটাকে টেনে বার করবো না ? অর্থহীন ক্রোধে কোনো পূর্বপুরুষের হাড় তুলে নিয়ে মুদগরের মতন নিজের মাথায় প্রবল আঘাত করে ঘিলু বার করে দেব না ? ঐ ! ঐ যে আমার ভাই-এর অতৃপ্ত আত্মা, রোমিও-কে খুঁজে বেড়াচ্ছে, যে রোমিও, তরবারির আঘাতে ওর দেহ ছিন্ন-ভিন্ন করেছে। দাঁড়াও, টিবল্ট, দাঁড়াও ! রোমিও আমি আসছি ! তোমার উদ্দেশ্যে পান করছি এই মদিরা।

[পর্দার অন্তরালে শয্যায় পতন]

তৃতীয় দৃশ্য

[পূর্ব দৃশ্যের অনুরূপ। ধাত্রীর প্রবেশ]

ধাত্রী। ও মাসী ! মাসী ! জুলিয়েট ! অঘোরে ঘুমুচ্ছে ! ও সোনামণি ও দিদি ! ছি ছি, কুঁড়ের বাদশা ! ও বুলবুলি, শুনছিস ? দিদিমনি ! ও কণে ! কি ঘুমেই না পেয়েছে মেয়েটাকে ! জাগাতেই হবে। একি, জামাকাপড় পরেই শুয়েছে ! এই জুলি ! জুল, সর্বনাশ ! কে আছ কোথায় ? ছুটে এসো। আমার মেয়ে মরে গেছে ! এ-ও ছিল পোড়া কপালে ! ছুটে এস দিদি ! হুজুর !

[লেডি ক্যাপিউলেট-এর প্রবেশ]

লেডি ক্যাপিউলেট। কিসের গণ্ডগোল ?

ধাত্রী। কপাল ভেঙেছে !

লেডি ক্যাপিউলেট। কি হয়েছে ?

ধাত্রী। ঐ, ঐ দেখ ! আমাদের কপাল পুড়েছে !

লেডি ক্যাপিউলেট। একি ! একি ! জুলি, আমার জীবন ধন ! ওঠ রে, চোখ

তাকা, নইলে আমিও যে তোর সংগে মরে যাব! কে আছ? রক্ষা করো!

[ক্যাপিউলেট-এর প্রবেশ]

ক্যাপিউলেট। কি লজ্জার কথা! জুলিয়েটকে নিয়ে এস, বর এসে গেছে।

ধাত্রী। ও মরে গেছে, চলে গেছে, জ্বালা জুড়িয়েছে!

লেডি ক্যাপিউলেট। আমাদের সর্বনাশ হয়ে গেছে গো, জুলিয়েট চলে গেছে।

ক্যাপিউলেট। কই, দেখি! অংগ শীতল, রক্ত জমাট, দেহ শক্ত। এ ওষ্ঠাধর থেকে প্রাণ অনেক আগেই বিদায় নিয়েছে। প্রান্তরের সব চেয়ে সুন্দর ফুলের ওপর অকাল তুষারের মতন ওর ওপর মৃত্যুর ছায়া বিস্তার করছে।

[লরেন্‌স্‌, প্যারিস ও সংগীত বাদকদের প্রবেশ]

লরেন্‌স্‌। কি হোলো? কণে গীর্জায় যাবার জন্য তৈরি হয় নি?

ক্যাপিউলেট। যেতে প্রস্তুত, ফিরবে না আর কোনোদিন। পুত্র, বিবাহের আগের রাত্রে মৃত্যু এসে ওকে ভোগ করেছে। ঐ যে শুয়ে আছে, ফুলের মতন সুন্দর, মৃত্যুর হাতে ধর্ষিতা। মৃত্যু আমার জামাই, বুঝলে? মৃত্যু আমার উত্তরাধিকারী; আমার মেয়েকে সে বিয়ে করেছে, মারা যাবার সময়ে সব দিয়ে যেতে হবে ওকে। জীবন, ধন, সবই মৃত্যুর।

প্যারিস। মৃত্যুর দ্বারা প্রতারিত হয়েছি। নির্দয় মৃত্যুর হাতে শোচনীয় পরাজয়। কিন্তু মৃত্যুর পরও ওকে ভালবাসি আমি!

লরেন্‌স্‌। ক্রন্দন বন্ধ করুন সবাই, ঈশ্বরের যা ইচ্ছা তা হবেই। ফুল দিয়ে সাজান দেহ; তারপর রীতি-অনুযায়ী শ্রেষ্ঠ পোষাকে সজ্জিত করে গীর্জায় নিয়ে আসুন। সেখান থেকে সমাধি-সৌধে যাওয়ার জন্য সকলে প্রস্তুত হোন। কোন এক পাপের জন্য ঈশ্বর আমাদের ওপর ক্রুদ্ধ হয়েছেন; বারবার তাঁর অবমাননা করে অগ্নিতে ঘৃতাহুতি দেবেন না!

[সকলের প্রস্থান]

পঞ্চম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

[মান্তুয়ার রাজপথ। রোমিও-র প্রবেশ]

রোমিও। নিদ্রার আশাবাদী ভবিষ্যদ্বাণী যদি বিশ্বাস করি, তবে স্বপ্ন সত্যি হবে, কোনো আনন্দ-সংবাদ পাবো শিগ্‌গির। অন্তরতম আজ মনে বড় খুশী নিয়ে বসেছে সিংহাসনে; সারাদিন এক অনভ্যস্ত আনন্দ নানা সুখের চিন্তায় আমাকে যেন হাওয়ায় বয়ে বেড়িয়েছে। তার ওপর স্বপ্ন দেখলাম, আমার প্রেমিকা এসে দাঁড়িয়েছে শিয়রে, দেখেছে আমি মৃত—আশ্চর্য স্বপ্ন, মৃত হলেও আমার চিন্তা যেন রুদ্ধ হয়নি। দেখলাম প্রেমিকা আমার ওষ্ঠে চুম্বন করলো, ওষ্ঠাধরের ফাঁকে একরাশ জীবন যেন প্রবেশ করলো দেহে, আমি বেঁচে উঠলাম। আমি তখন সম্রাট। প্রেমের ছায়ায় যদি এত আনন্দ তবে কায়া না জানি কত মধুর।

[বাল্‌থাজার-এর প্রবেশ]

ভেরোনা থেকে খবর এসেছে। এসো বাল্‌থাজার, সন্ন্যাসীর কাছ থেকে চিঠি এনেছ? জুলিয়েট কেমন আছে? আমার বাবা ভাল আছেন তো? জুলিয়েট-এর কি খবর? ওর কথাটাই আবার জিগ্যেস করছি, কারণ সে যদি ভাল থাকে তবে সবই ভাল।

বাল্‌থাজার। তাহলে বলবো উনি ভালই আছেন, প্রভু, সবই ভাল। ক্যাপিউলেট সমাধি-মন্দিরে ওর দেহ শায়িত, আর তাঁর আত্মা চলে গেছে দেবদূতের রাজ্যে। স্বচক্ষে দেখে এলাম তাঁর দেহ পরিবারের সমাধি সৌধে নামানো হচ্ছে; তৎক্ষণাৎ ঘোড়ায় চড়ে

আপনাকে সংবাদ দিতে এলাম! আপনার নিদেশেই সংবাদ আনবার ভার নিয়েছিলাম, দুঃসংবাদ নিয়ে এসেছি, আমাকে ক্ষমা করুন প্রভু।

রোমিও। তাই বুঝি? তবে হে গ্রহ-তারকা শক্তি-পরীক্ষা হয়ে যাক। আমার বাড়ী চেনো, কাগজ কলম নিয়ে এসো। আর ঘোড়া ভাড়া করো। আজ রাত্রেই রওনা হবো।

বাল্‌থাজার। আমি মিনতি করছি, হুজুর, ধৈর্য ধরুন। আপনার চোখে কি এক উন্মাদনা, অপঘাতের সংকেত।

রোমিও। না, ভুল দেখছো। যাও, যা বলছি করো। সন্ন্যাসীর কাছ থেকে কোনো চিঠি পাওনি?

বাল্‌থাজার। না, প্রভু।

রোমিও। যাক, ক্ষতি নেই। দুটো ঘোড়া ভাড়া করে আনো। এক্ষুনি আসছি। [বাল্‌থাজার-এর প্রস্থান]

জুলিয়েট, আজ রাত্রে তোমার পাশে শোব। উপায় একটা পেলেই হয়। মরীয়া লোকের মনে চট করে প্রবেশ করে অনিষ্ট। মনে পড়ছে এইখানে কোথায় থাকে এক ওঝা। পরনে তার ছিন্ন কন্থা, কোটরাগত চোখের ওপর প্রশস্ত কপাল। শীর্ণ তার দেহ, উৎকট দারিদ্র্য তার হাড় পর্যন্ত খুঁড়ে খেয়েছে। তার জীর্ণ দোকানে ঝুলছে একটা কচ্ছপ, একটা কুমীরের দেহ, নানা বীভৎস-আকার জন্তুর চামড়া। তাকের ওপর কয়েকটি খালি বাক্স, সবুজ মাটির ভাঁড়, চামড়ার থলি, দুর্গন্ধময় বীজ, দড়িদড়া, শুকনো ফুল—এইসব ইতস্তত: ছড়িয়ে রেখে দোকানের ঠাট বজায় রেখেছে। ওর এই চরম দরিদ্র দশা দেখে নিজের মনে বলছিলাম: মান্তুয়া শহরের আইনে বিষ বিক্রয় মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডনীয়—তবু যদি কারো বিষ প্রয়োজন হয় তবে এই হতভাগ্য মানুষটা নিশ্চয়ই বিষ বিক্রী করবে। এই চিন্তার পর আজ আমারই প্রয়োজন, এই অনাহার গ্রস্ত ব্যক্তিই সে প্রয়োজন মেটাবে। এটাই বোধ হয় বাড়ী; আজ ছুটি বলে হতভাগ্যের দোকান বন্ধ। কে আছ ভেতরে?

[ওঝার প্রবেশ]

ওঝা। কে ডাকে উচ্চৈস্বরে ?

রোমিও। এদিকে এস। দেখছি তুমি দরিদ্র। এই নাও চল্লিশ মুদ্রা ; আমাকে এমন বিষ দাও যা দ্রুত গতিতে শিরা-উপশিরায় ছড়িয়ে পড়বে, জীবনক্লান্ত মানুষ মৃত্যু মুখে ঢলে পড়বে। কামানের জঠরে আগুন দেওয়া মাত্র বারুদ যে গতিবেগে জ্বলে ওঠে, সেই গতিতে যেন দেহ থেকে শেষ নিঃশ্বাস নির্গত হয়ে যায়।

ওঝা। ও রকম তীব্র ঔষধ আমার আছে, কিন্তু যে বিষ বিক্রয় করবে মান্তুয়ার আইনে তার মৃত্যুদণ্ড নিধারিত।

রোমিও। তুমি নগ্ন, তুমি ভাগ্যহীন, অথচ মরতে ভয় পাও ? তোমার গালে দুর্ভিক্ষের ছাপ, চোখে তোমার দারিদ্র্য আর নির্যাতন, তোমার পিঠে সকলের ঘৃণা আর উঞ্ছবৃত্তির বোঝা। পৃথিবী তোমার বন্ধু নয়, পৃথিবীর আইনও নয়। পৃথিবী কি কোনো আইন করেছে তোমাকে ধনী করে দিতে ? তবে দারিদ্র্য সহ্য করে আইন মানবে কেন ? আইন ভাঙো, নাও টাকা।

ওঝা। ইচ্ছায় নয় দারিদ্র্যের চাপে গ্রহণ করছি।

রোমিও। ইচ্ছাকে নয়, দারিদ্র্যকেই দিচ্ছি।

ওঝা। এই গুঁড়োটা যে কোনো তরল পদার্থে মিশিয়ে খেয়ে ফেলো। দেখবে, দেহে কুড়িজনের শক্তি ধরলেও তৎক্ষণাৎ শেষ হয়ে যাবে।

রোমিও। এই নাও স্বর্ণমুদ্রা, আরো ভীষণ এক বিষ। এই ঘৃণ্য জগতে তোমার এই বে-আইনী নিস্তেজ ঔষধের চেয়ে অনেক বেশী হত্যাকাণ্ড ঘটায় এই সোনা। আমিই তোমায় বিষ বেচলাম, ভাই, তুমি বেচোনি। বিদায়, খাবার কিনে খাও, চেহারা ফেরাও। এস অমৃত বিষ নয়, এস আমার সংগে জুলিয়েটের সমাধিতে। ওইখানেই তোমার পরীক্ষা হবে।

দ্বিতীয় দৃশ্য

[ভেরোনা। লরেন্স্-এর প্রকোষ্ঠ। সন্ন্যাসী জন-এর প্রবেশ]

জন। প্রভু! গুরুদেব! ভ্রাতা লরেন্স্!

[লরেন্স্-এর প্রবেশ]

লরেন্স্। সন্ন্যাসী জন-এর কণ্ঠস্বর। মান্তুয়া থেকে আসছো ত! রোমিও কি বললো? আর যদি লিখে থাকে কিছু, চিঠি দাও।

জন। পথিমধ্যে এই শহরের প্রান্তে গিয়েছিলাম নগ্নপদ সন্ন্যাসী-সম্প্রদায়ের একজনকে খুঁজতে, আমার সংগে যাবার জন্য অনুরোধ করতে, যখন তাকে পেলাম, তিনি এক মুমূর্ষুর চিকিৎসা করছিলেন, এমন সময়ে প্রহরীরা সন্দেহ করলো যে ঐ রোগী কোন সংক্রামক ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়েছে এবং সংগে সংগে আমাদেরকে শুদ্ধ তারা দ্বার রুদ্ধ করে দিল। তাই মান্তুয়া যেতে পারি নি।

লরেন্স্। তবে রোমিওর কাছে আমার চিঠি নিয়ে গেল কে?

জন। চিঠি পাঠাতে পারিনি, এই যে চিঠি। আপনার কাছে যে ফেরৎ পাঠাবো সেরকম একটা লোকও পেলাম না, মহামারীর ভয়ে সবাই এমন সন্ত্রস্ত।

লরেন্স্। বড় শোচনীয় অবস্থা! চিঠিটা বিশেষ জরুরী ছিল, না যাওয়াতে অনেক বিপদ ঘটতে পারে। শোনো, এখুনি একটা লোহার বাটালি নিয়ে এসো আমার ঘরে।

জন। এক্ষুনি নিয়ে আসছি। (প্রস্থান)

লরেন্স্। একাই তাহলে যাওয়া যাক সমাধি-সৌধে। আর তিন ঘণ্টার মধ্যে জুলিয়েট-এর ঘুম ভাঙবে। রোমিও যে এ সব ঘটনা কিছুই জানতে পারেনি এজন্য জুলিয়েট আমাকে ভর্ৎসনা

করবে। যাক, মান্তুয়ায় আর একখানা চিঠি পাঠাবো, আর রোমিও যদ্দিন না আসে তদ্দিন জুলিয়েটকে আমার ঘরেই লুকিয়ে রাখবো। বেচারী জীবন্ত মৃতদেহ, মৃতের সমাধিতে কারারুদ্ধ।

তৃতীয় দৃশ্য

[গোরস্থান। ক্যাপিউলেট সমাধি-সৌধের দ্বারদেশ। প্যারিস ও তাহার ভৃত্যের প্রবেশ, হস্তে ধৃত মশাল ও ফুল]

প্যারিস। তোমার মশালটা আমায় দাও। দূরে গিয়ে দাঁড়াও। ওই মালঞ্চের ঝোপে ঢুকে মাটির সংগে মিশে শুয়ে থাকো, ভূমির পরে কান ঠেকিয়ে রেখো। এই গোরস্থানে কেউ পদার্পণ করলেই অনবরত কবর-খোড়ার ফলে যে পাথর কুঁচি ছড়িয়ে আছে তাতে পদধ্বনি জাগবে। শুনতে পাওয়া মাত্র·তুমি শিস্ দিয়ে আমাকে জানান দেবে যে কেউ আসছে। যা বললাম করো, যাও।

[ভৃত্যের প্রস্থান]

তুমি ছিলে আমার জীবনে প্রস্ফুটিত কুসুম, তাই কুসুম দিয়েই তোমার ফুলশয্যা সাজিয়ে দিই। তোমার চন্দ্রাতপ আজ ধূলিধূসরিত পাষাণ, রোজ রাত্রে জল দিয়ে ধুইয়ে দেব; আর নাহয় চোখের জলে। প্রতি রাত্রে এই হবে আমার নীরব পুজা, সমাধিতে ফুল দিয়ে চক্ষের জল ফেলবো।

[ভৃত্যের শিষ প্রদান]

ছেলেটি সংকেত দিচ্ছে, কে যেন আসছে। এতরাত্রে এদিকে কার অভিশপ্ত পদক্ষেপ? আমার প্রেমের পুজায় ব্যাঘাত ঘটায় কে? মশাল হাতে? রাত্রের অন্ধকারে লুকিয়ে পড়ি।

[আত্মগোপন। রোমিও ও বাল্থাজার-এর প্রবেশ]

রোমিও। শাবল আর গাঁইতি আমায় দাও। দাঁড়াও, এই চিঠিটা নাও,

ভোরবেলায় মনে করে এই চিঠি দেবে আমার পিতার হাতে। আলোটা দাও। জীবনের মায়া যদি থাকে তবে যাই দেখো বা শোনো কাছে এস না, আমার কাজে বাধা দিও না। কেন এই সুড়ঙ্গ-পথে প্রবেশ করছি যদি জানতে চাও তো বলি, আমার পত্নীর মুখখানা একবার দেখবো, আর ওর প্রাণহীন আঙুল থেকে একটি অতি প্রয়োজনীয় আংটি খুলে নেব। এবার চলে যাও এখান থেকে। কিন্তু যদি তুমি ঔৎসুক্যবশে ফিরে এসে গোপনে আমি কি করছি দেখতে চেষ্টা কর, তবে ঈশ্বর সাক্ষী তোমাকে আমি টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে, এই ক্ষুধার্ত গোরস্থানে ছড়িয়ে দেব। আমি এখন উদ্দাম, উন্মত্ত, অনাহারক্লিষ্ট ব্যাঘ্র বা গর্জমান সমুদ্রের চেয়ে আমি এখন বেশী হিংস্র, নিষ্ঠুর।

বাল্‌থাজার আমি চলে যাচ্ছি প্রভু, আপনাকে বিরক্ত করবো না।

রোমিও সেটাই হবে বন্ধুর কাজ। এটা ধরো, বেঁচে থাকো, সুখী হও। বিদায় বন্ধু!

[বাল্‌থাজার-এর প্রস্থান]

ঘৃণ্য রন্ধ্রমুখ, মৃত্যুর জঠর! জগতের শ্রেষ্ঠ সামগ্রীকে গ্রাস করেছ! আঘাতে আঘাতে তোমার জীর্ণ চোয়াল ব্যাদান করিয়ে ছাড়বো (দ্বারোদ্‌ঘাটন), তার পর ঘৃণাভরে এই মুখে ভরে দেব নূতন খাদ্য!

প্যারিস। এই সেই নির্বাসিত উদ্ধত মণ্টেগু-যুবক যে জুলিয়েট-এর ভাই-কে হত্যা করেছিল, সেই দুঃখেই শুনেছি জুলিয়েট আজ মৃত। এত রাত্রে এখানে এসেছে শত্রুপক্ষের মৃতদেহগুলির কুৎসিৎ অবমাননা করতে। আমি ওকে ধরবো! (অগ্রসর) বন্ধ কর তোমার নারকীয় চক্রান্ত, নীচ মণ্টেগু! মরণের পরেও কি বিদ্বেষের শেষ নেই? দণ্ডিত দুর্বৃত্ত আমি তোমায় গ্রেপ্তার করলাম। আমার আদেশ পালন করো, এস আমার সংগে; তোমায় মরতে হবে।

রোমিও। মরতে তো হবেই; সেইজন্যেই এসেছি এখানে। তুমি সজ্জন

নিরীহ বালকমাত্র, মৃত্যুপথযাত্রীকে প্রলুব্ধ করো না। পালাও চলে যাও এখান থেকে। চারিদিকে মৃত মানুষের প্রেতাত্মা; ওদের ভয়েই পালিয়ে যাও। আমি তোমায় অনুরোধ করছি, বালক, আমার ক্রোধ প্রজ্জ্বলিত করে আমার মাথায় আর একটি পাপের বোঝা চাপিয়ে দিও না! যাও, চলে যাও! ঈশ্বর সাক্ষী, নিজের চেয়ে তোমাকেই বেশী ভালবাসি, কারণ নিজের বিরুদ্ধে মারণাস্ত্র নিয়ে এসেছি এখানে। দাঁড়িয়ে আছ কেন? দূর হয়ে যাও। বেঁচে থাকো, ভবিষ্যতে বোলো এক উন্মাদের করুণায় তুমি প্রাণ নিয়ে পালাতে পেরেছিলে।

প্যারিস। তোমার ভীতি প্রদর্শনে আমি পদাঘাত করি। তস্কর হিসাবে তোমাকে আমি গ্রেপ্তার করছি।

রোমিও। তবু ক্রোধাগ্নিতে ইন্ধন দেবে? বেশ, তবে এই নাও, বালক!

[দুইজনে যুদ্ধ]

প্যারিস-এর ভৃত্য। ভগবান! প্রহরীদের খবর দিই! (প্রস্থান)

প্যারিস। (পতিত হইয়া) যদি তোমার করুণা থাকে তবে আমাকে জুলিয়েটের পাশে শুইয়ে দিও। (মৃত্যু

রোমিও। নিশ্চয়ই দেব। দেখি মুখখানা। মারকুশিওর নিকটাত্মীয় মহামান্য প্যারিস! ঘোড়ায় চড়ে যখন আসছিলাম, আমার উদভ্রান্ত হৃদয় কান দেয় নি। কিন্তু কি যেন বলছিল আমার ভৃত্য? মনে হয় বলছিল, প্যারিস ও জুলিয়েটের বিবাহ স্থির হয়েছিল। বলেছিল? না, স্বপ্ন দেখছিলাম? নাকি জুলিয়েটের নামোচ্চারণেই উন্মাদ হয়ে আকাশ-পাতাল কল্পনা করে নিচ্ছিলাম? হাতে হাত দাও! তোমার আর আমার নাম একই দুর্ভাগ্যের শিলালিপিতে উৎকীর্ণ হয়ে রইল। তোমায় আমি এক মহান্ বিজয়-সমাধিতে শুইয়ে দেব। সমাধি? না দেদীপ্যমান দীপশিখা! কারণ এখানে শুয়ে আছে জুলিয়েট, ওর সৌন্দর্যে এই গহ্বর এক জ্যোতির্ময় মহোৎসবে পরিণত হয়েছে।

[প্যারিসকে সমাধিতে শয়ন করাইয়া]

মৃত্যুর মুহূর্তে কত লোক আনন্দে হেসে ওঠে। নিকটজনেরা বলে, মৃত্যুর পূর্বে চকিত বিদ্যুৎ। আমার এই অভিসারকে বিদ্যুৎ বলি কি করে? প্রিয়তমা! আমার প্রেয়সী! মৃত্যু তোমার মধুর জীবনীশক্তিকে নিঃশেষে শুষে নিয়েছে, কিন্তু সৌন্দর্যকে পদানত করতে পারেনি এখনো। তুমি এখনও পরাজিত নও, রূপের রক্তিম নিশান এখনও সদর্পে উড়ছে তোমার ওষ্ঠাধরে, গালে—মৃত্যুর বিবর্ণ বিজয়কেতন থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছে। টিবল্ট, রক্তাপ্লুত আচ্ছাদনে আবৃত শুয়ে আছ ওখানে? যে হাতে তোমার যৌবনকে দ্বিখণ্ডিত করেছিলাম সেই হাতেই তোমার শত্রুর প্রাণ নেব—এর চেয়ে বেশী কি করতে পারি তোমার জন্য বলো! আমায় ক্ষমা কোরো ভাই। হায় জুলিয়েট! তুমি এখনো এত সুন্দর কেন? তবে কি বুঝবো অশরীরী মৃত্যু প্রেমিক হতে পারে? তাই সেই শীর্ণ দেহ ঘৃণিত দানব তোমাকে এই আঁধারপুরীতে নিয়ে এসে প্রেম নিবেদন করতে চাইছে? তবে তো তোমায় ছেড়ে যাবো না জুলিয়েট, এই চিররাত্রির প্রাসাদ ছেড়ে কিছুতেই যাবো না। এইখানে, এইখানে থাকবো আমি, এইখানে চিরদিনের তরে বাঁধবো ঘর, জীবন সংগ্রামে ক্লান্ত দেহ থেকে ছুঁড়ে ফেলে দেব দুষ্টগ্রহের তাড়না। চোখ, শেষ বারের মতন দেখে নাও! বাহু, শেষ আলিঙ্গন করে নাও! ওষ্ঠাধর, এক পবিত্র চুম্বনে স্বাক্ষর করো সর্বগ্রাসী মৃত্যুর বিপক্ষে অমরত্বের চুক্তি। এস, সুতীব্র মাদক! এস আমার মুক্তিদাতা! তুমি ভয়লেশহীন কর্ণধার, এখুনি উপলময় বেলাভূমিতে আছড়ে ফেল এই সমুদ্র-ক্লান্ত জর্জরিত তরণীখানি! আমার প্রেমিকার উদ্দেশ্যে! (বিষপান) গুণীন্, তোমার কথাই ঠিক, এ বিষের ক্রিয়া অতি দ্রুত। একটি চুম্বনে নিচ্ছি বিদায়।

[মৃত্যু। লরেন্স্-এর প্রবেশ]

লরেন্স্। রোমিও! সর্বনাশ! সমাধির দ্বারদেশে পাষাণফলকে একি

রক্তলেখা? এই শান্তির আলয়ে হস্তচ্যুত রক্তাক্ত তরবারি কেন? রোমিও! সর্বনাশ! প্যারিস-ও? রক্তাক্ত দেহে! কোন কুক্ষণে এই শোচনীয় দুর্ঘটনা ঘটে গেল!

[জুলিয়েট-এর নিদ্রা ভঙ্গ]

জুলিয়েট। করুণাময় গুরুদেব! আমার স্বামী কোথায়? আমার স্পষ্ট মনে আছে কোথায় আমার ঘুম ভাংবে। এই তো সেই স্থান। আমার রোমিও কোথায়?

লরেন্স্। বাইরে কিসের শব্দ? মা আমার, মৃত্যু জরা আর অপ্রাকৃত-নিদ্রাঘোরের এই জঘন্য জগৎ ছেড়ে বাইরে এস। অপ্রতিরোধ্য এক শক্তি আমাদের সব উদ্দেশ্য ব্যর্থ করে দিয়েছে। এস, চলে এস। তোমার স্বামী ঐখানে মৃত। প্যারিস-ও মরে গেছে। চলে এস, কথাবার্তার সময় নেই। প্রহরীরা আসছে। এস জুলিয়েট, আমার আর থাকতে সাহস হচ্ছে না।

জুলিয়েট। যাও তুমি পালিয়ে যাও। আমি যাবো না।

[লরেন্স্-এর প্রস্থান]

এটা কি? আমার স্বামীর হাতে একটা শিশি। বিষ খেয়ে জ্বালা জুড়িয়েছে। কি লোভী তুমি? সবটা খেয়েছ? এক ফোঁটা আমার জন্য রেখে যেতে পারলে না? তোমার ঠোঁট হয়তো এখনো বিষে সিক্ত থাকতে পারে! সেটুকু শুষে খেলে হয়তো আমিও মরতে পারি (চুম্বন) তোমার ঠোঁট এখনও উষ্ণ, রোমিও!

প্রহরী। (নেপথ্যে) পথ দেখাও, বালক, কোন দিকে?

জুলিয়েট। আসছে? তবে সংক্ষেপে কাজ সারি। এই যে ছুরিকা (রোমিও-র ছুরিকা গ্রহণ)! এই যে তোমার খাপ (নিজবক্ষে ছুরিকাঘাত) এইখানে বিশ্রাম নাও, আর আমায় মরতে দাও।

[বাল্থাজার-এর নেতৃত্বে প্রহরীবৃন্দের প্রবেশ]

দৃশ্যান্তর

[সমবেত জনতা, ক্যাপিউলেট ও মণ্টেগু পরিবারের সকলে এবং ভেরোনা অধিপতি]

অধিপতি। ক্যাপিউলেট। মণ্টেগু। দেখ কি অভিশাপ লেগে আছে তোমাদের ক্ষুদ্র হিংসাদ্বেষের পরে। ভগবান এক প্রেমের অভিনয় ঘটিয়ে তোমাদের আনন্দ চিরতরে নির্মূল করলেন। তোমাদের সংঘাতের ওপর নজর রাখতে পারিনি বলে আমারও কত আত্মীয় প্রাণ হারিয়েছে।

ক্যাপিউলেট। ভাই মণ্টেগু, হাতে হাত দাও। আমার মেয়ের যৌতুক দিলাম এই, এর চেয়ে বেশি চাইওনা কিছু।

মণ্টেগু। কিন্তু আমি দেব এর চেয়ে বেশি। খাঁটি সোনায় গড়ে দেব জুলিয়েটের মূর্তি, যতদিন ভেরোনা নামে শহর থাকবে ধরাতলে ততদিন সতীসাধ্বী জুলিয়েটকে কেউ ভুলবে না।

ক্যাপিউলেট। রোমিও-র সমান বহুমূল্য প্রতিমূর্তি থাকবে তার পাশে, আমাদের শত্রুতার দুই নির্দোষ বলি।

অধিপতি। প্রভাতের সংগে সংগে এক বিষাদপূর্ণ শান্তি নেমেছে, অতি দুঃখে সূর্য মুখ লুকিয়েছে। যাও, এই মর্মন্তুদ ঘটনা আলোচনা করে দেখ, কাউকে ক্ষমা করবো, কারুর হবে দণ্ড। এমন দুঃখের কাহিনী আর সৃষ্ট হয়নি কখনো, এই জুলিয়েট আর রোমিওর মতো।

যবনিকা